সেনসেক্স : ৭১,৯২৪.৬৮ (-৫৪৭.৬৫)
নিফটি : ২২,৩৬৩.৩৫ (-১৫৭.১০)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ঝগড়া মিটল, পুজোর বাংলায় আবার প্রেম বনি-কৌশানীর ৮

অর্থনীতিতে নোবেল দুই মার্কিন গবেষকের ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৩°	৩৪°	৩৪°
সর্বনিম্ন	২১°	১৯°	২০°	১৯°

শিলিগুড়ি ২৫ আশ্বিন ১৪৩৩ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 13 October 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 147

আজ তৃতীয়া

আইলো উমা বাড়িতে... শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

স্নাতকোত্তরে ৬৩ শতাংশের বেশি আসন ফাঁকা

এনবিইউ-এর ভবিষ্যৎ আঁধারে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : পড়ুয়া নেই, ফাঁকা পড়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরের ৬৩.৯০ শতাংশ আসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুসারে ২০২৬-'২৭ শিক্ষাবর্ষে বিজ্ঞান ও কলা অনুষদ মিলিয়ে মোট আসন সংখ্যা ছিল ২,০৩৩। ভর্তি হয়েছেন মাত্র ৭৩৪ জন। বিজ্ঞান অনুষদে মোট আসন সংখ্যা ৫৫৬। সেখানে ভর্তি হয়েছেন ২৩৮ জন। এখনও ফাঁকা পড়ে রয়েছে ৫৭.১৯ শতাংশ আসন। কলা, বাণিজ্য ও আইনের ক্ষেত্রে মোট আসন সংখ্যা ১,৪৭৭। ভর্তি হয়েছেন মাত্র ৪৯৬ জন। অর্থাৎ ফাঁকা রয়েছে ৬৬.৪২ শতাংশ আসন। উত্তরবঙ্গের উচ্চশিক্ষার প্রধান প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া ভর্তির পরিসংখ্যান চিন্তা বাড়িয়েছে শিক্ষাবিদদের। উত্তরের সবথেকে পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ হারানোয় উদ্বিগ্ন প্রাক্তনী থেকে শিক্ষক, গবেষক সকলেই।

তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই উপাচার্য। তারও বেশি সময় ধরে ফাঁকা স্থায়ী রেজিস্ট্রারের চেয়ার। পরীক্ষা নিয়ামক, অর্থ আধিকারিক, দুই ডিন, কলেজ পরিদর্শক সহ আরও বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে আধিকারিক নেই বহু বছর। ফলে এমনিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে

- স্নাতকোত্তরে মোট আসন সংখ্যা ২০৩৩
- ভর্তি হয়েছে মাত্র ৭৩৪ জন
- বিজ্ঞান অনুষদে মোট আসন সংখ্যা ৫৫৬ , সেখানে ভর্তি হয়েছে ২৩৮ জন
- কলা, বাণিজ্য ও আইনের ক্ষেত্রে মোট আসন সংখ্যা ১৪৭৭, ভর্তি হয়েছে মাত্র ৪৯৬ জন

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়া ভর্তি তলানিতে ঠেকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে উঠেছে বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিতের বক্তব্য, 'উল্লেখযোগ্য হারে পড়ুয়া ভর্তি কমায় আমরা যথেষ্ট চিন্তিত। কেন পড়ুয়ারা বিশ্ববিদ্যালয় বিমুখ হচ্ছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। কর্মমুখী কোর্সের সংখ্যা বাড়িয়ে যাতে ভবিষ্যতে পড়ুয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় তারজন্য যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বলছে, ২০২৫-'২৬ শিক্ষাবর্ষের তুলনায় চলতি বছর ভর্তি অনেকটাই কমেছে। ২০২৫-'২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতকোত্তরে মোট ২,৫৮৪টি আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছিলেন ১,৫৫৮ জন। ফাঁকা ছিল ৩৯.৭১ শতাংশ আসন। চলতি শিক্ষাবর্ষে আসনসংখ্যা কমে হয়েছে ২,০৩৩। অর্থাৎ, গতবারের তুলনায় আসন কমেছে ৫৫১টি। তা সত্ত্বেও চলতি বছর ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমেছে ৮২৪ জন। গত শিক্ষাবর্ষে যেখানে প্রায় ৬০ শতাংশ আসনে ভর্তি হয়েছিল, সেখানে এবার ভর্তির হার নেমে এসেছে প্রায় ৩৬ শতাংশে। ফলে চলতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতকোত্তরে ফাঁকা পড়ে রয়েছে ১,২৯৯টি আসন।

এরপর দশের পাতায়

ফাঁসিদেওয়ার মুরালীগঞ্জে পুলিশের টার্গেট। সোমবার।

ছাত্র বিক্ষোভে লাঠি পুলিশের

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১২ অক্টোবর : দু'দিন ছুটির পর সোমবার স্কুল খুলতেই প্রধান শিক্ষক সামসুল আলমের বদলি প্রত্যাহারের দাবিতে ফের রণক্ষেত্রের চেহারা নিল ফাঁসিদেওয়ার মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল ও সংলগ্ন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক। পড়ুয়াদের দফায় দফায় বিক্ষোভ, জাতীয় সড়কে স্কুলব্যাগ রেখে অবরোধ, পুলিশের লাঠিচার্জ এবং উসকানি দেওয়ার অভিযোগে ধরপাকড়ে পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে।

এদিন প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলা অবরোধের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে শিলিগুড়িগামী জাতীয় সড়ক। রোগীবাহী অ্যাম্বুল্যান্স ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গের আইজির গাড়িও যানজটে আটকে পড়ে। শেষপর্যন্ত পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে ও উসকানিদাতাদের মৃদু লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার জেরে স্কুলের সমস্ত ধরনের অফলাইন ও অনলাইন পঠনপাঠন স্থগিত করে আগাম পুজোর ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিন সকালে স্কুলে অফলাইন ক্লাস বন্ধ রেখে কেবল অনলাইন ক্লাস চালু রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সকাল হতেই পড়ুয়াদের

এরপর দশের পাতায়

জ্ঞানেশকে রাগার বার্তা

রাজসাক্ষী হোন

সুপ্রিম কোর্টে 'গণতন্ত্রের যাত্রা'

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : 'মার্চ ফর ডেমোক্র্যাসি' পৌঁছাল সুপ্রিম কোর্টের দরজায়। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত যে দেখা করবেন না, তা রবিবারই জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পরামর্শকে গ্রহণ করল 'ইন্ডিয়া' জোট। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) অনিয়ম ও 'ভোট চুরি'র অভিযোগে জোট আইনি লড়াইয়ে নামল। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সোমবারই রিট পিটিশন দাখিল করা হয়েছে।

তবে রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে সহ অন্য নেতাদের দায়ের করা আবেদনে ১৪টি প্রযুক্তিগত ত্রুটি চিহ্নিত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এর মধ্যে রয়েছে, ২২০ টাকা কম কোর্ট ফি জমা দেওয়া, মল্লিকার্জুন খাড়গের পরিচয়পত্রের অস্পষ্ট ফোটোকপি এবং কয়েকটি জরুরি নথির অভাব।

সোমবার নয়াদিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে জড়ো হয়ে বিরোধী জোটের নেতারা কনট প্লেসের বারাখাম্বা রোড থেকে 'মার্চ ফর ডেমোক্র্যাসি' শুরু করেন। জোটকে পাঠানো ই-মেলে তাদের সঙ্গে দেখা না করার কারণ দেখিয়ে যে কেউ আদালতে বিচার চাইতে পারে বলে মন্তব্য করেছিলেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, সেই আবেদন আদালত খতিয়ে দেখবে।

সেই মন্তব্যের উল্লেখ করে রাহুল গান্ধি সোমবার বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টে আবেদন দাখিল করার পরামর্শকে আমরা আইনি লড়াইয়ের পথ হিসেবে গ্রহণ করেছি। প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা না হওয়াকে আমরা মূল বিষয় বলে মনে করছি

প্রিয়াংকা গান্ধির সঙ্গে নেহা বোরা।

না। আদালতের সামনে অভিযোগ ও প্রমাণ পেশ করার সুযোগ পাওয়াই এখন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।' ওই রিট পিটিশনে কংগ্রেস, মমতা-তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি সহ ১০টি দলের ১১ জন নেতা সই করেছেন।

এরপর দশের পাতায়

যন্তরমন্তর নিষিদ্ধ, পুলিশের ফতোয়া

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : প্রতিবাদে বাধা দেওয়া হচ্ছিল ক'দিন ধরে। শেষপর্যন্ত নয়াদিল্লিতে প্রতিবাদের মূলস্থলটাও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। ভাবুন তো একবার, কলকাতার রানি রাসমণি রোড কিংবা ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে যদি আর ধর্না দিতে না দেওয়া হয়। কিংবা শিলিগুড়ির হাসমি চক বা বাঘা যতীন পার্কে সভার অনুমতি না মেলে। গত ক'দিন ধরে তরুণ প্রজন্মের সব পথ ছিল যন্তরমন্তরমুখী।

সেই যন্তরমন্তরকে চিরদিনের জন্য কেড়ে নেওয়া হল। বিক্ষোভ বা ধর্নায় আর যন্তরমন্তরের অনুমতি মিলবে না। আন্দোলনের চিরাচরিত জায়গা বলে পরিচিত যন্তরমন্তরকে নাগালের বাইরে নিয়ে গেল দিল্লি পুলিশের কমিশনার অনুরাগ কুমারের নির্দেশে। ককরোচ জনতা পার্টি ও বাম ছাত্র সংগঠনগুলির আন্দোলনে কোনওভাবে লাগাম টানতে না পেরে এই পদক্ষেপ বলে ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে।

তাতে অবশ্য দমছে না ককরোচ জনতা পার্টি। দলের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে হুংকার দিয়েছেন, 'এবার গোটা দেশই যন্তরমন্তর হয়ে উঠবে।'

এরপর দশের পাতায়

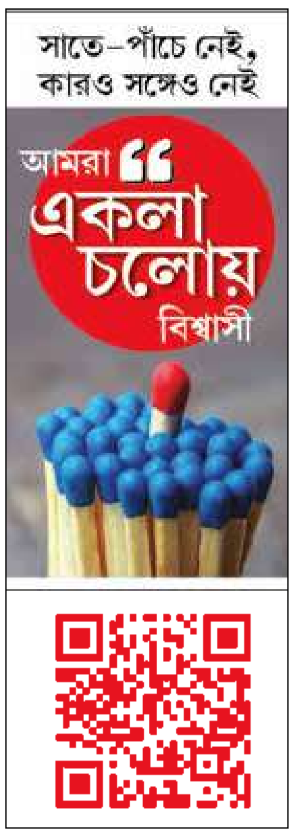

উমা আসছে। চারপাশে যতই থাকুক অন্ধকার, যতই জমে থাকুক উদ্বেগ আর যন্ত্রণা, তার আসার খবরেই যেন বদলে যায় উত্তরবঙ্গের বাতাস। কাশফুল দোলে, শিউলি ঝরে। সব দুঃখকে একটু পাশে সরিয়ে তাই গোটা উত্তরবঙ্গ অপেক্ষা করে উমার। সেই অপেক্ষা, সেই বদলে যাওয়া দিনগুলোর গল্পই বলবে 'পুজোর গন্ধ এসেছে'।

৬ ইঞ্চির স্ক্রিনে 'বন্দি' উৎসব

সায়নী দেব

'ভাই, ফিল্টারটা ঠিক কাজ করছে তো? গ্লো-টা যেন মিস না হয়। আর শোন, ট্রানজিশনের সময় আমি যখন ঘুরব, ক্যামেরাটা ঠিক বিটে প্যান করবি। নাহলে পুরো রিলটাই ফ্লপ।' কথাগুলো আরও বেশি শোনা যাবে ক'দিন পর। সপ্তমী কিংবা অষ্টমীর সন্ধ্যায়। চারদিকে তখন হয়তো আলোর মায়াজাল। সামনে চোখধাঁধানো রূপকথার রাজপ্রাসাদ যেন মণ্ডপটা। প্রতিমা দেখার ফাঁকে শোনা যেতে পারে জেন জেড-এর কলরব!

শুনবেন হয়তো কেউ একজন বন্ধুকে নির্দেশ দিচ্ছেন, "একদম সাইড থেকে অ্যাঙ্গেল নে। কাচের গায়ে আমার যে রিফ্লেকশনটা পড়ছে, সেটা যেন ফ্রেমে থাকে। বেশ 'অ্যাসথেটিক' আর 'ড্রিমি ভাইব' আসে যেন।" আশপাশে দর্শনার্থীদের ভিড়, ধাক্কাধাক্কি। কিন্তু শটটা পারফেক্ট হওয়া চাই-ই। অবশেষে 'কাট' বলে মণ্ডপ থেকে বেরোনোর তাড়া! প্রতিমার দিকে ভালো করে তাকানোরও সময় নেই। শুধু ডান হাতে শূন্যে 'নমো নমো' করে ভিড় ঠেলে সোজা 'এগজিট'।

> **ক্যামেরাটা ঠিক বিটে প্যান করিস কিন্তু**

আসলে তখন মন পড়ে ৬ ইঞ্চির ছোট্ট স্ক্রিনে। কেউ নিজের ছবি জুম করে দেখছেন তো কেউ খুঁটিয়ে দেখছেন রিলসের ট্রানজিশনটা 'স্মুদ' হল কি না! এতদিন আমরা 'ইনস্টাগ্রাম-ওয়ার্দি' ক্যাফের কথা শুনেছি। পুজোয় যেন 'ইনস্টাগ্রাম-ওয়ার্দি' মণ্ডপ। প্রতিমা দেখার চেয়ে সেলফিতে নিজেকে দেখা, চারপাশের

'অ্যাম্বিয়েন্স' তুলে রাখাই আজকালের 'ট্রেন্ড'। ভার্চুয়াল দুনিয়ায় নিজেকে জাহির করার ইঁদুর দৌড়।

ব্যক্তির সেই উদ্যোগ সোশ্যাল মিডিয়ার ফিডে ছড়িয়ে পড়লে যে প্যান্ডেল ভাইরাল হয়, সেখানে আছড়ে পড়ে মানুষের ঢল। গত বছরে শিলিগুড়িতে ঠাকুরবাড়ির থিমে একটা মণ্ডপ বারবার ফিডে আসছিল। সপ্তমীতে বান্ধবীদের সঙ্গে সেই মণ্ডপে ঢুকে চারপাশ দেখে সবাই যে যার মনের মতো জায়গা খুঁজে বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নিল। পরবর্তী পরিকল্পনাও রেডি সঙ্গে সঙ্গে- এখানে দশমীর দিন শাড়ি পরে ছবি তুললে বেশ 'অ্যাসথেটিক লুক' আসবে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। দশমীর দুপুরে কয়েকজন বান্ধবী লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে ছবি, রিলস বানিয়ে ফেলেছিল। এই ছবিগুলোই যে সারাবছরের রসদ!

এরপর দশের পাতায়

বড়োদেবীর মুখ প্রথমে দেখলেন জেলা শাসক

রাজ আমলের প্রথায় ছেদ

তন্দ্রা চক্রবর্তী

কোচবিহার, ১২ অক্টোবর : মদনমোহন বাড়ি থেকে হনুমানদণ্ড এল, বড়োদেবী বাড়িতে পুজো হল, হল কোষার জলে বড়োদেবীর মুখ দর্শন – 'দেও দেখা'র অনুষ্ঠান। আর এই গোটা বিষয়টিতে অনুপস্থিত কোচবিহারের রাজ প্রতিনিধি দুয়ার বকশি। যে কারণে ঘট স্থাপন করে পুজোর পর দেও দেখায় বড়োদেবীর মুখ প্রথমে দেখলেন জেলা শাসক। এত বছরের কোচবিহারের রাজ ঐতিহ্য ও পরম্পরায় ছেদ ঘটল। ইতিহাসের একটা অধ্যায়ের অবসান হল সোমবার।

কয়েকশো বছরের পুরোনো তালপাতার পুঁথিতে লেখা মন্ত্রচ্চারণে দ্বিতীয়াতে ঘট স্থাপন করে পুজো হল বড়োদেবীর। অসুস্থতার কারণে এই প্রথম দেও দেখা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেন না বর্তমান দুয়ার বকশি অজয় দেব বক্সী। চিঠি দিয়ে এ কথা দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডকে জানানোর পর দুয়ার পন্ডিত অরুণাভ ভট্টাচার্যের বিধান মতো কোষার জলে বড়োদেবীর মুখ প্রথমে দেখলেন জেলা শাসক জিতিন যাদব। এরপর মহকুমা শাসক ট্রাস্টবোর্ডের সেক্রেটারি সহ অন্যরা জলের প্রতিবিম্বে মায়ের মুখ দেখেন। ব্যতিক্রমী এই পুজোয় অংশ নিতে পেরে ভীষণ ভালো লাগছে বলে জানান জেলা শাসক।

বড়োদেবীর 'দেও দেখা'র অনুষ্ঠানে কোচবিহারের জেলা শাসক জিতিন যাদব। সোমবার। ছবি : জয়দেব দাস

বড়োদেবীর ডানদিকে প্রতিপদ থেকে ঘট বসিয়ে শুরু হয়েছে চণ্ডীপুজো। চলবে ষষ্ঠী পর্যন্ত। সেখানে এদিনও পুজো করেন পুরোহিত দিনেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। জোড়া পায়রা বলির পর পুজো এদিনের মতো শেষ হয়।

এদিকে, দেও দেখা অনুষ্ঠান ভালোমতো মিটলেও পুজোর সময় মন্দির থেকে তাঁদের বের করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন কোচবিহার রয়েল ফ্যামিলি সাকসেসার্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি কুমার জিতেন্দ্র নারায়ণ। তাঁর কথায়, 'রাজ পরিবারের সদস্য হিসাবে আমরা মন্দিরের ভিতরে উপস্থিত ছিলাম। পুজোর কোনও ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করিনি। শুধু বিষয়টির সাক্ষী থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের সবাইকে বাইরে যেতে বলা হয়। ভেতরে শুধু দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের লোকেরা এবং সাংবাদিক ছাড়া আর কাউকে থাকতে দেওয়া হয়নি।' তাঁর সংযোজন, 'রাজ পরিবারের সদস্য হিসেবে বড়োদেবীর সমস্ত পুজোর সময় আমাদের থাকতে দেওয়া হোক।' যদিও এ বিষয়ে প্রশাসনের তরফে জেলা শাসকের কোনও বক্তব্য মেলেনি।

চমক উত্তর লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলের

মোথাবাড়ি, ১২ অক্টোবর : মালদা জেলা স্তরের যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় নজরকাড়া সাফল্য পেয়েছে মোথাবাড়ির উত্তর লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। 'বেস্ট লেডি পার্লামেন্টারিয়ান' বা 'সেরা মহিলা সংসদ সদস্য' নির্বাচিত হয়েছে স্কুলটির ছাত্রী আরমিন খাতুন। প্রবন্ধ রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে স্নেহা মণ্ডল। কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পেয়েছে হাসিমি রৌনাক আহমেদ ও শুভঙ্কর দাস। জেলা স্তরে সাফল্যের পর এবার তারা রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। সোমবার স্কুল প্রাঙ্গণে সফল প্রতিযোগীদের নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন শিক্ষকশিক্ষিকা ও সহপাঠীরা।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Cob. Divn. invites online e-tender (e-NIT 29). Tender Id : 2026_WBPWD_5078929_1, 2026_WBPWD_5078929_2 & 2026_WBPWD_5078929_3. Bid submission start date : 14.10.2026, 14:30 & Bid submission closing date : 28.10.2026, 18:30 hrs. Downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- M. Debnath, Executive Engineer, PWD Cooch Behar Division, Cooch Behar.
ICA-T18940(3)/2026

অ্যাফিডেভিট

আমি Amresh Roy আমার আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে Amoresh Barman আছে। গত ২৯/০৯/২০২৬ তারিখে জলপাইগুড়ি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Amoresh Barman থেকে Amresh Roy হলাম উভয়ই একই ব্যক্তি। (C/124180)

•

I, Smt. Sweta Jaiswal, W/o Sri Banti Jaiswal, aged about 31 years, resident of Kharibari Bazar, Kharibari, District Darjeeling, West Bengal, Pin - 734427, do hereby declare that my correct name is Sweta Jaiswal, as recorded in my Aadhaar Card No. 8188 6001 2472 and PAN Card No. BZNPJ9925K. However, in the Birth Certificate of my daughter, Sanaya Jaiswal (Registration No. WB_BR_2013/20122/1/1330, dated 30/01/2013), issued by Siliguri Municipal Corporation, my name has been wrongly recorded as Sweety Jaiswal instead of Sweta Jaiswal. I hereby declare that Sweta Jaiswal and Sweety Jaiswal the same, one and single identical person i.e. I, myself. Vide affidavit before the Notary Public at Siliguri on 12.10.26. (N/A)

কর্মখালি

চা ফ্যাক্টরি ও রাইসমিলের জন্য গার্ড চাই। বেতন 14,500/-, ডাইরেক্ট জয়েনিং। M : 93327 30160, 76026 16901. (C/124217)

অ্যাফিডেভিট

জন্ম শংসাপত্র, রেজিঃ নং 1012/11, তাং 24.11.2006 আমার বাবার নাম Kapul Uddin Miya-র পরিবর্তে Aphuddin Miya নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 18-07-2026 J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার বাবা Kapul Uddin Miya এবং Aphuddin Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। Sahana Khatun, ছোটো আঠারোকোটা, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/123736)

•

আমি, Babul Oraon আমার আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডে আমার নাম ভুলবশতঃ Babulal Uraon উল্লেখ থাকায় গত, 01-10-26 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে 1st ক্লাস J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (আমি) Babulal Uraon থেকে Babul Oraon নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/113912)

•

আমি Joya Sen, W/o.- Soumen Sarkar, ঠিকানা পোঃ মকদমপুর, থানা ইংরেজবাজার, জেলা মালদহ পিন পশ্চিমবঙ্গ, ভারতীয় নাগরিক, আমার মেয়ে Amrisha Sarkar যাহার Certificate Sl. No. B10131, Reg. No. 4085, Code B7274776MEUO, Dated 11/05/2007 হইতেছে তাহাতে আমার নাম Joya Sen Sarkar থাকায় গত ইংরেজি ০৭/০৯/২০২৬ তারিখে ১ম শ্রেণী JM, কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট (যাহার Sl. No. 12005 হইতেছে) দ্বারা Joya Sen Sarkar থেকে Joya Sen করা হলে যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/124178)

•

I (Old name) Sanchayita Paul W/o Goutam Kumar Paul, resident of Raja Rammohan Roy Road, near purba Vivekananda Pally, Ward No 38 SMC P.O Rabindra Sarani, P.S. Bhaktinagar Dist Jalpaiguri, Pin- 734006 (WB) do hereby declare that I have changed my name from (old name) Sanchayita Paul to (New Correct name) Sanchayita Paul Neogi in all purpose, vide affidavit No- 43AA 057673 sworn before The Notary Public at Siliguri on 05/10/26 (New/correct name) Sanchayita Paul Neogi and (old name) Sanchayita Paul both are same and one identical Person. (C/124177)

•

আমি Joya Sen, W/o.- Soumen Sarkar, ঠিকানা ২ নং গভঃ কলোনী, পোঃ মকদমপুর , থানা ইংরেজবাজার, জেলা মালদহ, পিন - ৭৩২১০৩, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, ভারতীয় নাগরিক, আমার পুত্র Shounak Sarkar এর জন্ম শংসাপত্রে যাহার Certificate SI. No. B18488, Reg. No. 10602, Code : B706971GEQEI, Dated 04/11/2009 হইতেছে তাহাতে আমার নাম Joya Sen Sarkar থাকায় গত ইংরেজি ০৭/০৯/২০২৬ তারিখে ১ম শ্রেণী JM কোর্ট, মালদায় অ্যাফিডেভিট (যাহার SI. No. 12006 হইতেছে) দ্বারা Joya Sen Sarkar থেকে Joya Sen করা হলে যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/124178)

পুজোর বাহারি বাজার। রায়গঞ্জে সোমবার দিবাকর সাহার তোলা ছবি।

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कर वसूली अधिकारी का कार्यालय, सिलीगुड़ी
OFFICE OF THE TAX RECOVERY OFFICER, SILIGURI
आयकर भवन, परिवाहन नगर, माटीगरा, सिलीगुड़ी-734010, पश्चिम बंगाल
AAYAKAR BHAWAN, PARIBAHAN NAGAR, MATIGARA, SILIGURI-734010, WEST BENGAL

ATTACHMENT OF IMMOVABLE PROPERTY BY GOVERNMENT OF INDIA, INCOME TAX DEPARTMENT

The proportionate share of Priyanka Kundu (PAN: AEQPK3899H) in Flat No. 1C, First Floor of Sudeb Apartment, Mouza Baramohan Singh, PS Matigara, Opp. North Bengal University, Dist. Darjeeling, West Bengal having carpet area of 695 Sq. Ft., Super built-up area of 913 Sq. Ft. along with proportionate undivided share in the lands on which the said building stands has been attached by the Tax Recovery Officer, Siliguri, Aayakar Bhawan, Matigara, Siliguri vide DIN: ITBA/COM/F/17/2026-27/1094382065(1) dated 12.10.2026. All concerned to Note.

Walk-In-Interview

Walk-in-interview of Retired Bank Officer of Sr./Middle/ Jr. Management Cardre for engagement on Contractual basis for the Bank Resource Perosn DMMU, Alipurduar. Venue:- Dooars Kanya (Room No. 509) Date:- 28/10/2026 Time:- 12 Noon.

Sd/- Additional District Mission Director & Project Director DMMU, Alipurduar

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR
Accredited by NAAC with Grade B++

Abridged Notice Inviting Tenders
Rates are invited from the reputed agencies through online against the works vide **e-NIT no- NBU/CE/58/26-27 & e-NIT no- NBU/CE/59/26-27 (2nd Call).**
For further details please visit **www.nbu.ac.in/ wbtenders.gov.in** or may be communicated to the Office of the Chief Engineer, University of North Bengal.
Advt. No. 11/R-2026
Dated : 13.10.2026
Registrar (Addl. Charge)

১০০ টাকার ভয়ে বাইক উধাও

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১২ অক্টোবর : সোমবার বিকেলে পুজোর বাজার করতে বেরিয়েছিলেন কলেজপাড়ার বিশ্বজিৎ সরকার। গীতাঞ্জলি মোড়ে এসে বাইক রাখার জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। একটি দোকানের সামনে একটু জায়গা ফাঁকা দেখে এগিয়ে গেলেন। ওমা! বাইক রাখবেন কী, চোখে পড়ল বিজ্ঞপ্তি— 'মোটর সাইকেল স্ট্যান্ড ১০০ টাকা।' ব্যাস! আর ঝুঁকি নিলেন না। পার্কিংয়ের জন্য ১০০ টাকা ভাড়া গুনতে হবে ভেবে বাইকের মুখ ঘুরিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে জায়গা খুঁজতে শুরু করলেন।

বালুরঘাট শহরের গীতাঞ্জলি মোড়ে এমন দৃশ্য এখন বেশ পরিচিত। তা বলে পার্কিং ফি ১০০ টাকা ধার্য করলই বা কে? পুর কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসন নয়, পুজোর বাজারে পার্কিংয়ের ঝক্কি সামলাতে এটা স্থানীয় দোকানদারদেরই অভিনব দাওয়াই। 'বাইক রাখুন, ১০০ টাকা দিন'— এমন নোটিশ টাঙানো একাধিক দোকানের সামনে। যদিও ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, বাইকচালকদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। আসলে ১০০ টাকা ভাড়া দেওয়ার ভয় দেখিয়ে দোকানের সামনের জায়গা ফাঁকা রাখার এটাই হল 'নিনজা টেকনিক'— দাবি ব্যবসায়ীদের।

পুজোর বাজারে ক্রেতাদের ভিড় যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে যানজট। তার উপর দোকানের সামনে মোটর সাইকেল রেখে বাজার করতে চলে যাচ্ছেন অনেকে। খদ্দেরদের বাইক রাখার জায়গা থাকছে না। দোকানে ঢুকতেও সমস্যা হচ্ছে। এই সমস্যার মোকাবিলায় 'নো পার্কিং' বা 'মোটর সাইকেল রাখবেন না' লিখেও লাভ হয়নি। তাই এবার সোজা একশো টাকার নোটিশ। গীতাঞ্জলি মোড়ের সাইকেল সারানোর দোকান থেকে শাঁখার দোকান, ইলেক্ট্রনিক্সের দোকান— একাধিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সামনে ঝুলছে এমনই বিজ্ঞপ্তি। শহরবাসীর নজরও কেড়েছে সেই কৌশল।

দোকানের সামনে বাইকের পার্কিং এড়ানোর জন্য বোর্ড রেখেছেন ব্যবসায়ীরা।

গীতাঞ্জলি মোড়ের পাশেই বড় মার্কেট। সেখানে ফুটপাথের কাপড়ের দোকান থেকে জামাকাপড়ের একাধিক দোকান রয়েছে। পুজোর আগে খুলেছে নতুন একটি শপিং মলও। মার্কেটের ভিতরে মোটর সাইকেল নিয়ে ঢুকতে সমস্যায় পড়েন অনেক ক্রেতা। তাই মূল রাস্তার পাশে দোকানের সামনে বাইক রেখে বাজারে চলে যান তাঁরা। তাতেই বিপত্তি। শাঁখা ব্যবসায়ী ত্রিপুরেশ পাল বলেন, 'পাশেই দুটো ব্যাংক রয়েছে। সেখানে কাজ করতে এসেও অনেকে দোকানের সামনে মোটর সাইকেল, সাইকেল রেখে যান। গীতাঞ্জলি মার্কেটে বাজার করতে এসে খদ্দেররা বাইক রেখে যান। আমাদের সমস্যা হচ্ছে।' সাইকেল মিস্ত্রি পুলক চক্রবর্তীর অভিজ্ঞতাও একই। তাঁর কথায়, 'সাইকেল সারানোর জন্য দোকানের সামনে জায়গা প্রয়োজন। একবার বাজার করতে এসে অনেকে বাইক রেখে যাচ্ছেন আর তিন ঘণ্টা, চার ঘণ্টা, এমনকি সারা দুপুর পেরিয়ে গেলেও ধারকাছ ঘেঁষছেন না। তাই এই নোটিশ টাঙিয়েছি।' কিন্তু এভাবে নিজের খুশিমতো পার্কিং ফি আদায় তো বেআইনি! ত্রিপুরেশ আর পুলক— দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, তাঁরা কারও কাছ থেকেই এক টাকাও নিচ্ছেন না। পুলক বলেন, 'অনেক পরিচিত মানুষ তো আমাদের জানিয়ে দোকানের সামনে মোটর সাইকেল রেখে যাচ্ছেন। টাকা নেওয়ার প্রশ্নই নেই।' তবে ব্যবসায়ীদের এই কৌশলে যে কাজ হচ্ছে, সেকথা ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল। মালঞ্চ থেকে বাজার করতে এসে এমন একটি বিজ্ঞপ্তি দেখে বাইক ঘুরিয়ে নিয়ে যান সুচন্দন সরকার। তিনি বলেন, 'মোটর সাইকেল স্ট্যান্ড ১০০ টাকা লেখা দেখে চমকে উঠেছি। ২০ বা ৩০ টাকা মানা যায়। কিন্তু ১০০ টাকা অতিরিক্ত। এই ভেবেই সেখানে বাইক রাখিনি।'

শপিং মলের এক ক্রেতা অয়ন কুণ্ডুর সমস্যাটা আবার অন্য রকম। শপিং মলের পার্কিং লট অত্যন্ত ঢালু। সেখানে মোটর সাইকেল নামালে ফের ওঠাতে সমস্যা হতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা ছিল। তাই মূল রাস্তার পাশে ফাঁকা জায়গায় বাইক রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেখানেও 'মোটর সাইকেল স্ট্যান্ড ১০০ টাকা' বিজ্ঞপ্তি দেখে বাইক ঘুরিয়ে নিতে হয় তাঁকে। অয়নের কথায়, 'কষ্ট করে সেই খাড়া পার্কিং লটেই বাইক রাখতে হয়েছে।'

অ্যালেন ট্যালেনটেক্স

কোটা, ১২ অক্টোবর : পড়ুয়াদের বিপুল উৎসাহের কথা মাথায় রেখে 'অ্যালেন ট্যালেনটেক্স-২০২৭' পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা বাড়িয়ে আগামী ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত করা হল। আগ্রহী প্রার্থীরা সংস্থার ওয়েবসাইটে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা এই মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন।

অফলাইন পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৫ অক্টোবর। অন্যদিকে অনলাইনে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকছে ২৫, ২৮ এবং ৩১ অক্টোবর। এনসিইআরটি সিলেবাসের ওপর ভিত্তি করে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞান ও লজিক্যাল মেন্টাল এবিলিটির ওপর দু'ঘণ্টার এই পরীক্ষা নেওয়া হবে।

অ্যালেনের ভাইস প্রেসিডেন্ট পঙ্কজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, কৃতী পড়ুয়াদের জন্য জাতীয় ও রাজ্য ভিত্তিক র‍্যাংকের পাশাপাশি থাকছে মোট আড়াই কোটি টাকার নগদ পুরস্কার এবং অ্যালেনের কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত স্কলারশিপের সুবিধা।

টোটোর চোরাই ইঞ্জিন বাজেয়াপ্ত

রতুয়া, ১২ অক্টোবর : রতুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদমণি এলাকায় রবিবার ধারালো অস্ত্র ও টোটোর চোরাই ইঞ্জিন সহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রবিউল ইসলাম ও আসামুদ্দিনের বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা থানার রাহাতপুর গ্রামে। মহবুল হক ও জাহিরুল নামে আরও দুজনের বাড়ি ভাদো গ্রাম পঞ্চায়েতের বলদিয়াপুকুর গ্রামে। অপর ধৃত বুলু রাই রতুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাইপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। রবিবার রাতে চাঁদমণি এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে পাঁচজন জড়ো হয়েছিলেন বলে পুলিশের অভিযোগ। সোমবার চাঁচল মহকুমা আদালত তাঁদের জেল হেপাজতে পাঠায়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कर वसूली अधिकारी का कार्यालय, सिलीगुड़ी
OFFICE OF THE TAX RECOVERY OFFICER, SILIGURI
आयकर भवन, परिवाहन नगर, माटीगरा, सिलीगुड़ी-734010, पश्चिम बंगाल
AAYAKAR BHAWAN, PARIBAHAN NAGAR, MATIGARA, SILIGURI-734010, WEST BENGAL

ATTACHMENT OF IMMOVABLE PROPERTY BY GOVERNMENT OF INDIA, INCOME TAX DEPARTMENT

The property of Shri Rakesh Kumar Shrivastava (PAN: AJBPS9073R) at Mouza Bhimram, JL No. 32, Plot No. 506, Khatian No. 1862, Area 0.05 Acres has been attached by the Tax Recovery Officer, Siliguri, Aayakar Bhawan, Matigara, Siliguri vide DIN: ITBA/COM/F/17/2026-27/1094382527(1) dated 12.10.2026. All concerned to Note.

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ফরেন ট্রেড
(ডিমড টু বি ইউনিভার্সিটি)
AACSB ACCREDITED

সম্পূর্ণ সময়ের জন্য এম.বি.এ ২০২৭-২৯ কার্যক্রমে ভর্তির ঘোষণা

দ্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ফরেন ট্রেড (আইআইএফটি) ১৯৬৩ সালে ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, আইআইএফটি দেশের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি, যা ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিচিত। প্রতিষ্ঠানটি একটি 'ডিমড টু বি ইউনিভার্সিটি' যার মর্যাদাপূর্ণ এএসিএসবি অ্যাক্রিডিয়েশন এবং 'এ+' এনএএসি র‍্যাংকিং রয়েছে।

আইআইএফটি ২ বছরে সম্পূর্ণ সময়ের জন্য এমবিএ কার্যক্রমে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদনের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে :-

১. এমবি (আন্তর্জাতিক বাণিজ্য) ২০২৭-২৯ কার্যক্রমে দিল্লি, কলকাতা, কাকিনাড়া এবং জিআইএফটি সিটি ক্যাম্পাস।

২. এমবিএ (বাণিজ্য অ্যানালিটিক্স) ২০২৭-২৯ কার্যক্রম দিল্লি ক্যাম্পাস।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ :-

ভর্তি প্রক্রিয়াটি	সিএটি ২০২৬ এর প্রাপ্ত নম্বর এবং অন্যান্য নির্ধারিত প্যারামিটার অনুযায়ী নির্বাচনের মানদণ্ড ঠিক করা হবে।
সংরক্ষণ	এসসি/এসটি/পিডব্লিউডি/ওবিসি (এনসিএল) / ইডব্লিউএস-এর সংরক্ষণটি সম্পূর্ণরূপে ভারত সরকারের নিয়মানুযায়ী হবে।
অনলাইনে আবেদনের তারিখ	১২.১০.২০২৬ থেকে ২৫.১১.২০২৬ পর্যন্ত।
আবেদনের জন্য অর্থমূল্য	এমবিএ (আইবি)-এর জন্য টা: ৩০০০/- - (টা: ১৫০০/- এসসি / এসটি / পিডব্লিউডি / ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য) এমবিএ (বিএ)-এর জন্য টা : ২০০০/- - (টা: ১০০০/- এসসি / এসটি / পিডব্লিউডি / ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য)

উপরোক্ত কার্যক্রমগুলিতে আবেদনকারীদের আইআইএফটি সিএটি ২০২৬-এ প্রাপ্ত নম্বরের হিসেবে শর্ট লিস্টিং / নির্বাচন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করবে। আইআইএম (গুলির) নির্বাচন প্রক্রিয়া অথবা কার্যক্রম সংঘটিত করার ক্ষেত্রে কোনওরকম ভূমিকা থাকবে না।

অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ যেমন, যোগ্যতা, আসন সংখ্যা, নির্বাচন প্রক্রিয়া ইত্যাদি আইআইএফটি-এর ওয়েবসাইটে www.iift.ac.in-এ উপলব্ধ প্রসপেক্টাসে উল্লেখ করা হয়েছে। আগ্রহী আবেদনপ্রার্থীরা আইআইএফটি-এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ লিংকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আরও স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন শ্রী মীনাক্ষি সাক্সেনা, সহকারী রেজিস্ট্রার অথবা অ্যাডমিশন সেল ০১১-৩৯১৪৭২১৩ / ৯৭৭৩৬৯৮০৮৩-এ যোগাযোগ করুন, ইমেল করুন : mba_admission@iift.edu-এ

গৌরব গুলাটি
রেজিস্ট্রার

CBC 05103/11/0005/2627

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা আমগুড়ি/ চূড়াভান্ডার/ ধর্মপুর/ দোমহনি-২/ খাগড়াবাড়ি-২/ মাধবডাঙ্গা-১/ মাধবডাঙ্গা-২/ পদমতি-১/ পদমতি-২/ সাপ্টিবাড়ি-২ মহিলা বহুমুখী প্রাথমিক সংঘ সমবায় সমিতি লিঃ এর সকল সদস্যাদের জানানো হইতেছে ১৩.১০.২০২৬ তারিখে পরিচালন কমিটির নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি ছাড়া হইয়াছে। আগামী ২৮.১০.২০২৬ থেকে ২৯.১০.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র দেওয়া ও নেওয়া হবে। আগামী ২৯.১১.২০২৬ তারিখে নির্বাচন হইবে। বিশদে জানার জন্য সমিতির (সংঘ) ও বিডিও অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sd/-
Sonam Sherpa
Assistant Returning Officer

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪১৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২২৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২২৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

NOTICE INVITING e-TENDER
N.I.e.T No. WB/APD-I/BDO-ET/06/2026.27, Dt.12/10/2026.

Last date and time for bid submission 03/11/2026 at 18.00 hours. For more information please visit : **www.tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer Alipurduar-I Development Block, Panchkolguri :: Alipurduar

আজ টিভিতে

রাকা বিকেল ৫.০০ জলসা মুভিজ

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ গয়নার বাক্স, দুপুর ১.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, বিকেল ৫.০০ গ্রেফতার, রাত ৯.৩০ বিদ্রোহ
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মেমসাহেব, দুপুর ১২.০০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, ২.০০ রূপবান, বিকেল ৫.০০ মাটির মানুষ, রাত ৮.০০ শত্রু মিত্র, ১১.০০ দামু
জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৪৫ বগলা মামা যুগ যুগ জিও, ১০.৪৫ দাদা, দুপুর ২.০০ মেজ দিদি, বিকেল ৫.০০ রাকা, রাত ৯.৩০ পাগলু
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বন্দিনী কমলা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রূপসি দোহাই তোমার

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সম্পত্তিগত মামলায় আইনি সাফল্য পাবেন। বিদ্যুৎ, আগুন থেকে একটু সাবধানে থাকবেন। বৃষ : শারীরিক সমস্যায় কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। মিথুন : সৃষ্টিমূলক কাজে সাফল্য এবং সুনাম দুই মিলবে। ক্রীড়াবিদদের জন্য দিনটি শুভ। কর্কট : ছোট্ট একটু ভুল সিদ্ধান্তের জন্য খেসারত দিতে হতে পারে। সংসারে আর্থিক সমস্যা কাটবে। সিংহ : বিদ্যাক্ষেত্রে শুভ ভাব বজায় থাকবে। বাড়িতে সামান্য সমস্যা হতে পারে। কন্যা : পেশাদারি কাজকর্মে এবং বিদ্যায় সাফল্য পাবেন। শরীর নিয়ে ভোগান্তি থাকবে। তুলা : ব্যবসায়িক সাফল্যে আনন্দে থাকবেন। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। বৃশ্চিক : একাধিক সূত্রে আয় বাড়লেও খরচের বহর ও বাড়বে। দাম্পত্যে শান্তি ফিরবে। ধনু : দানধ্যানে শান্তি পাবেন। ব্যবসার কারণে ভিনরাজ্যে যাত্রা। মকর : কর্মক্ষেত্রে সুনাম এবং পদোন্নতি পাবেন। স্বাস্থ্য নিয়ে ভোগান্তি থাকবে। কুম্ভ : পড়ুয়াদের অমনোযোগিতার কারণে পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটবে। সাংসারিক সমস্যা মিটতে পারে। মীন : সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে প্রশংসিত হবেন। আর্থিক সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

২৫ আশ্বিন, ভাঃ ২১ আশ্বিন, ১৩ অক্টোবর, ২৫ আহিন, সংবৎ ৩ আশ্বিন সুদি, ১ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৩৬, অঃ ৫।১২। মঙ্গলবার, তৃতীয়া রাত্রি ১০।২১। বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ১।৪৮। প্রীতিযোগ রাত্রি ৯।৩৪। তৈতিলকরণ দিবা ৯।৪৮ গতে গরকরণ দিবা ১০।২১ গতে বণিজকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৭।২২ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ১।৪৮ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১।৪৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-অগ্নিকোণে, রাত্রি ১০।২১ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৭।৩ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ২।১৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৪৫ গতে ৮।১৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-রাত্রি ১০।২১ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)-তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্বাহ্ন ৯।২৮ মধ্যে (কিন্তু বারবেলানুরোধে দিবা ৭।৩ মধ্যে পুনঃ দিবা ৮।৩০ গতে পূর্বাহ্ন মধ্যে) শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর শুক্লাতৃতীয়াবিহিত পূজা প্রশস্তা। রাত্রি ১০।২১ গতে অক্ষয়া স্নানদানাদি। ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণ দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৬।৩০ মধ্যে ও ৭।১৭ গতে ১০।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৭ গতে ৮।১৯ মধ্যে ও ৯।১১ গতে ১১।৪৬ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ৩।১৩ মধ্যে ও ৪।৫৭ গতে ৫।৩৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ৭।২৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পরিদর্শনে পর্যটনমন্ত্রী

নকশালবাড়ি, ১২ অক্টোবর : নকশালবাড়ির বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। সোমবার সকালে বিজেপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে কেটুগাবুরজোত, রায়পাড়া খেমচি ঘাট পরিদর্শন করেন তিনি। এদিন প্রথমেই নকশালবাড়ি রায়পাড়া এলাকায় অবস্থিত খেমচি ঘাটে যান। অন্নপূর্ণা শ্মশান কালীবাড়ি মন্দিরে পুজো দিয়ে স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বিগত সরকারের আমলে এই কালীবাড়িতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে চারদিকে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। তবে তারপর থেকেই অবহেলায় পড়ে রয়েছে গোটা এলাকাটি।

প্রতিবছর এই অন্নপূর্ণা শ্মশান কালীবাড়ির পাশে ছটপুজো উপলক্ষ্যে প্রচুর পুণ্যার্থীর জমায়েত হয়। তাই আরতির জন্য স্থানীয়দের একাংশের তরফে এদিন ঘাট নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়া হয় মন্ত্রীকে। এছাড়া গোটা শ্মশান কালীবাড়ির কীভাবে সৌন্দর্যায়ন করা যায়, সেই প্রস্তাবও মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরা হয়। এরপরেই পর্যটনমন্ত্রী চলে যান ভারত-নেপাল সীমান্তের সুরজবর মৌজায়। মেচি নদীর তীরে অবস্থিত এই সুরজবর মৌজায় তিনশো একরের ওপরে সরকারি জমি রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পতিত অবস্থায় পড়ে থাকা এই জমি মাফিয়াদের দখলে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। বিগত সরকারের আমলে বেশ কয়েকবার জবরদখল উচ্ছেদ করতে প্রশাসনের অভিযানও চলে। এই বিশাল পরিমাণ ফাঁকা জমিতে পর্যটন বিভাগ থেকে কিছু করা যায় কি না, তার জন্য এদিন মন্ত্রীকে গোটা এলাকা ঘুরে দেখানো হয়।

নয়া চেয়ারম্যান

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেলেন কবি সুকান্ত হাইস্কুলের প্রাণীবিদ্যার শিক্ষক মণিকুমার লামা। প্রায় ২২ বছর ধরে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তিনি। শিক্ষকতার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজও করেন। চলতি বছর রাজ্য সরকারের তরফে 'বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান' পেয়েছেন তিনি। নতুন এই দায়িত্ব পেয়ে খুশি মণিকুমার লামা বলেন, 'আমি কোনও রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত নই। আমাকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যে স্কুলে চাকরি করছি সেখানে কিছু কাজ আছে, তা শেষ করে এই সপ্তাহেই চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেব।'

জখম ছাত্রী

নকশালবাড়ি, ১২ অক্টোবর : স্কুলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রী। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত ছোট মণিরামজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিউটি সিংহ নামে ওই পড়ুয়া এদিন নিজের শ্রেণিকক্ষে খেলাধুলো করছিল। সেসময় ক্লাসের একটি বালব পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়। তা পরিষ্কার করতে গিয়ে বাম হাতে তারের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে যায় ওই পড়ুয়ার। তাতেই ঘটনাটি ঘটে। বিউটির বাবা বিশ্বনাথ সিং বলেন, 'আমি স্কুলে গিয়ে দেখি, মেয়ে ছটফট করছে। তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাই। শিক্ষকদের গাফিলতিতে ঘটনাটি ঘটেছে।'

প্রধান শিক্ষক অজয় প্রসাদ বলেছেন, 'খেলতে গিয়ে সামান্য দুর্ঘটনা ঘটেছে। বড় কিছু হয়নি। আমরা সচেতন রয়েছি।'

কাজের ফাঁকে স্নেহের পরশ... সোমবার কোচবিহার চা বাগানে। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

স্যর, বোনকে বাঁচান প্লিজ...

যৌন নির্যাতনে ধৃত বাবা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : সকাল এগারোটা। হন্তদন্ত হয়ে প্রধাননগর থানায় ঢুকল এক কিশোরী। পরনে স্কুল ইউনিফর্ম। চোখেমুখে উদ্বেগ। সঙ্গে এক বান্ধবী। থানার জিডি রুমের সামনে গিয়ে কিশোরীর আর্তনাদ, 'স্যর, আমার বোনকে বাবার হাত থেকে বাঁচান!' এক মুহূর্তের জন্য যেন থমকে গেলেন পুলিশকর্মীরা। একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন কী হয়েছে তোমার বোনের? কী করেছে তোমার বাবা?' এই প্রশ্নের উত্তরে কিশোরী যা বলল, তা একটি পরিবারের এমন কালো অধ্যায়কে উন্মোচিত করল যা সমাজের জন্য সত্যিই চিন্তার বিষয়।

একাদশ শ্রেণির ওই কিশোরীর পরিবারে চারজন। তারা দুই বোন, সঙ্গে বাবা-মা। কিশোরীর মাসির মেয়ে, সম্পর্কে দিদি, একসময় তাদের বাড়িতে থাকত। কিশোরীর দাবি, তার বাবা দীর্ঘদিন ওই মেয়েটির উপর যৌন হেনস্তা করেছেন। অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে কিশোরীর দিদি নেপালে চলে যায়। এরপর ওই ব্যক্তির কুনজরে পড়ে তাঁর নিজের মেয়ে অর্থাৎ এই কিশোরী।

পুলিশকর্মীদের সামনে কাঁদতে কাঁদতে কিশোরী বলে চলে, 'বাবা আমার উপর অত্যাচার করেছে। দিদির সঙ্গে কুকাজ করেছে। অনেকবার দিদি পালানোর চেষ্টা করেছিল। শেষপর্যন্ত একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এখন দিদি নেপালে রয়েছে। বাড়িতে বোন একা থাকে। এখন ওর উপর নির্যাতন চালাতে পারে। আমি চাই না, বোনের সঙ্গে খারাপ কিছু হোক। তাই বোনকে বাঁচান প্লিজ।'

তার নিজের উপর ঘটে যাওয়া নির্যাতন প্রসঙ্গে কিশোরী বলল, 'আমার এগারো বছর বয়সে বাবা যৌন হেনস্তা করেছিল। মুখ খুলতে বারণ করেছিল। সঙ্গে বকাও দিয়েছিল। মায়ের ওপর আগে থেকেই অত্যাচার করত।' পুরো ঘটনায় বাবার প্রতি এক অসহ্য ঘৃণা তৈরি হয় কিশোরীর। সঙ্গে রাগও। কিন্তু ভয়ে কাউকে বলতে পারেনি। নিজের বাবার সম্পর্কে কাকেই বা নালিশ করত সে? এখন একাদশ শ্রেণিতে ওঠার পর ধীরে ধীরে

■ একাদশের ছাত্রীর অভিযোগ, বাবার হাতে যৌন নির্যাতনের শিকার সে ও তার মাসতুতো দিদি

■ এবার ছোট বোনের নিরাপত্তার আশঙ্কায় বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে থানায় হাজির কিশোরী

■ কিশোরীর মায়ের অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ

মনে সাহস জুগিয়ে থানায় আসার সিদ্ধান্ত নেয় সে। কিশোরী বলে, 'বোন ক্লাস সেভেনে পড়ে। আমি চাই না ওর ক্ষতি হোক। আমি জানি বাবা বোনকেও ছাড়বে না। আমি বান্ধবীকে সব বলি। বান্ধবী এরপর আমাকে সাহায্য করে।'

সোমবার প্রধাননগর থানায় কিশোরীর অভিযোগ শুনে অবাক হয়ে যায় পুলিশ। রাতে তার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকারের মন্তব্য, 'সমাজ কোথায় চলে গিয়েছে। সত্যি আর ভাবা যায় না।' ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে তিনি জানান।

বুকস্টল বাঁচাতে রাত জাগবে বামেরা

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : বিজেপির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ময়দানে নামছে সিপিএম। এ বছর পুজোয় দার্জিলিং জেলায় বামেদের বুকস্টলের সংখ্যা বেড়েছে। শুধু স্টলের সংখ্যা নয়, সঙ্গে বাড়ছে বইয়ের সংখ্যাও। ইতিমধ্যে স্টল তৈরির প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। আর সেই স্টলগুলোতে সক্রিয়ভাবে থাকতে দেখা যাবে জেলার শীর্ষ নেতা-কর্মীদেরও। আর যাতে বিজেপি কোনও বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে না পারে, সে জন্য রাতে স্টলে কড়া পাহারা দেওয়া হবে। তবে স্টলে কোনও সিসিটিভি থাকবে না।

বর্তমানে গোটা রাজ্যেই পুজোয় বামেদের বুকস্টল নিয়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। এই বুকস্টল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্কের আবহেই এবার দার্জিলিং জেলায় বুকস্টলের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিপিএম। গত বছর জেলায় ১৬টি বুকস্টল ছিল। এবার সেই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ২০ হতে চলেছে। পাশাপাশি, প্রতিটি স্টলে গত বছরের তুলনায় ২৫ শতাংশ বেশি বই রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বুকস্টল ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই স্টলগুলিতে দলের নেতা-কর্মীদের সক্রিয় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে চাইছে সিপিএম।

দার্জিলিং জেলায় বামেদের বুকস্টলের দায়িত্বে থাকা সিপিএমের প্রবীণ নেতা জীবেশ সরকার বলেন, 'সব স্টল মিলিয়ে প্রায় আট হাজার বই থাকবে। শিলিগুড়িতে যে সংস্কৃতি রয়েছে, তাতে স্টলে বিরোধীদের কোনও আক্রমণের আশঙ্কা করছি না।' জীবেশ এ কথা বললেও বুকস্টল ঘিরে কোনও বিশৃঙ্খলা এড়াতে কর্মীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চাননি জীবেশ। প্রশ্নের উত্তরে হেসে তিনি বলেন, 'প্রতিবছরই রাতে বুকস্টল বন্ধের পরেও কর্মীরা থাকেন। এবারও রাত জাগবেন।' তবে এবার অশোক ভট্টাচার্য, সমন পাঠক, মুন্সী নুরুল ইসলাম, দিলীপ সিং এবং শরদিন্দু চক্রবর্তীর মতো নেতাদের স্টলে বসে জনসংযোগে বেশি সময় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে দলের তরফে।

স্বামীকে মার, শ্লীলতাহানি স্ত্রীর

শিলিগুড়িতে বিপাকে সিকিমের দম্পতি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : সিকিম থেকে শিলিগুড়িতে কেনাকাটা করতে এসে বিপাকে পড়লেন দম্পতি। হোটেল যাওয়ার পথে একদল তরুণ তাঁদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল কথাবার্তা বলায় প্রতিবাদ করেন ওই দম্পতি। তাতেই পরের দিন হোটেল থেকে বেরোনোর সময়ে ওই দম্পতির ওপর চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা। স্ত্রীর সামনেই স্বামীকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বাধা দিতে গেলে প্রকাশ্য রাস্তায় তরুণীর শ্লীলতাহানি করা হয় বলেও অভিযোগ। গুরুতর আহত হওয়ায় ওই তরুণীর স্বামীকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর শরীরের একাধিক জায়গায় মারধরের চিহ্ন রয়েছে। প্রকাশ্যে রাস্তায় মারধরের এমন ঘটনা দেখে স্থানীয়রা ছুটে এলে ওই তরুণরা পালিয়ে যান। পরে ওই তরুণীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের মধ্যে অজয় পণ্ডিত নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি রাজেন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ঘটনায় জড়িত বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

অজয় সহ তাঁর সঙ্গীসাথিরা বেশ কিছুদিন ধরে এলাকায় দাদাগিরির সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ। এলাকার ছেলে পরিচয় দিয়ে মাঝেমধ্যেই তাঁরা ঝামেলা চালাতেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। রাত হলেই মদ খেয়ে হুজ্জতি চালান বলে এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় দোকানদাররা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক দোকানদারের কথায়, 'এলাকায় চলা সিন্ডিকেটের সঙ্গে ওরা দীর্ঘদিন ধরে জড়িত। কিছু বললেই পাড়ার ছেলেরা চলে আসে।

■ কিছু তরুণ অশ্লীল কথাবার্তা বলায় প্রতিবাদ করেন এক দম্পতি

■ তাতেই হোটেল থেকে বেরোনোর সময়ে ওই দম্পতির ওপর চড়াও হন একদল তরুণ

■ এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হলেও বাকিরা পলাতক

তাই কিছু বলাও যায় না। কে আর চায় ঝামেলার মধ্যে পড়তে।'

সিকিমের ওই দম্পতি কেনাকাটা করতে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন। অভিযোগকারী তরুণীর কথায়, 'আমরা এক রাতের জন্য শহরে এসেছিলাম। দশ তারিখ জংশনে নামার পর আমরা এলাকার একটি হোটেলে রুমভাড়া নিই। এরপর শপিং করতে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।'

যাবতীয় ঘটনার সূত্রপাত হয় ওইদিন রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ। ওই তরুণীর কথায়, 'রাতে ফেরার পথে হোটেলে ঢোকার ঠিক আগেই এক তরুণ আমাকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল টিটকিরি দিতে শুরু করে। আমরা দুজনই প্রতিবাদ করি। আশপাশের লোকজনের ভিড় জমতে থাকায় ওই তরুণ সেসময়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।'

তবে পরে পরিস্থিতি যে আরও বেগতিক হতে চলেছে, তা ভাবতে পারেননি ওই দম্পতি। তরুণী বলছিলেন, 'ওরা কোনওভাবে জেনে ফেলেছিল, আমরা কখন চেকআউট করব। ১১ তারিখ সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ চেকআউট করার পর ওই তরুণ আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমার স্বামীর সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু করেন। এরপরই মারধর শুরু করেন। স্বামীকে বাঁচাতে গেলে ওরা আমার শরীরেও হাত দেয়।'

পরে রাতে ওই তরুণী পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে প্রধাননগর থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তরুণীর কথায়, 'স্থানীয় দোকানদাররা বাঁচাতে না এলে আমরা হয়তো আর বাঁচতামই না।' এনিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'নজরদারি চালানো হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দুই নাবালিকা উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ১২ অক্টোবর : পাচারের ছক ভেস্তে দিয়ে মিজোরামের দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করল সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)। পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকায় দুই তরুণকেও আটক করে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে এসএসবি। ধৃত দুজনের মধ্যে একজন গাড়িচালক। মূলত কাজের প্রলোভন দেখিয়ে ওই দুই নাবালিকাকে নেপালে পাচারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে জেরায় জানতে পেরেছে এসএসবি ও পুলিশ। প্রতিদিনের মতো রবিবার সন্ধ্যায় টহল চলছিল ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে। সেই সময় মেচি নদী সংলগ্ন এলাকায় একটি গাড়ি দেখে সন্দেহ হয় ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের। গাড়িতে এক নাবালিকাকে দেখে মূলত সন্দেহ দানা বাঁধে। তাঁরা গাড়িটি আটকে নথিপত্র পরীক্ষা করেন। নাবালিকা ও গাড়িতে থাকা এক তরুণকে পৃথকভাবে জেরা করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের মুখে নাবালিকার বয়ানে অসংগতি মেলায় জওয়ানরা নিশ্চিত হন, মেয়েটিকে পাচার করা হচ্ছে। এরপরই ওই নাবালিকা সহ ভুটানের বাসিন্দা মহেশ ভুরালাল তান্না এবং গাড়ির চালক নবীন কুমারকে ক্যাম্পে নিয়ে এসে নতুন করে জেরা শুরু করেন এসএসবি আধিকারিকরা। জেরার সময় মেয়েটি জানায়, মিজোরামের আরও একটি মেয়েকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার চয়নপাড়ায়। খোঁজখবর নিয়ে এসএসবি জানতে পারে, ভুরালাল নারী পাচারকারী। এসএসবির তরফে গোটা ঘটনা জানানো হয় খড়িবাড়ি থানা এবং একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটির সহযোগিতায় এসএসবি ও স্থানীয় পুলিশ যৌথভাবে চয়নপাড়ার নির্দিষ্ট আস্তানা থেকে উদ্ধার করে সেখানে লুকিয়ে রাখা মিজোরামের মেয়েটিকে।

বনকর্মীদের প্রশংসা

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : রেললাইনে দাঁড়িয়ে লাল কাপড় দেখিয়ে সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেসকে থামিয়েছিলেন এক বনকর্মী। গত শুক্রবার বন দপ্তরের তরফে এইভাবে শতাধিক হাতিকে শিলিগুড়ি-নকশালবাড়ি প্রধান সড়ক এশিয়ান হাইওয়ে-২ পারাপার করানো হয়েছিল। পরে উত্তম ছাট থেকে বাগডোগরা জঙ্গলে ওই হাতির দলটিকে নিরাপদে পৌঁছে দেন বনকর্মীরা। সোমবার বনকর্মীদের সেই কাজেরই প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। তিনি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে বনকর্মীদের শুভেচ্ছা জানান। কোনও ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই নিরাপদে এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে, আর তা বনকর্মীদের অবদানের জন্যই সম্ভব হয়েছে বলে পোস্টে দাবি করেছেন মন্ত্রী।

দার্জিলিংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডে জানিয়েছেন, ট্রেনটি না থামালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা ছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই প্রশংসায় কর্মীরা আরও উৎসাহিত হবেন বলে আশাবাদী বন দপ্তর। এদিকে, কার্সিয়াং ডিভিশনের দেওয়া অন্য একটি পোস্টে দেখা গিয়েছে, হাতির দলটি রাস্তা পারাপারের সময় কিছু তরুণ তাদের পিছনে ধাওয়া করছিলেন। নিরাপত্তার ঘেরাটোপ পেরিয়ে মোবাইল হাতে ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাঁরা। বনকর্মীরা তাঁদের ধরে সতর্ক করে দেন।

পর্যটক টানতে ফের র‍্যাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর মরশুমে পাহাড়ে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। পর্যটনকে আরও রোমাঞ্চকর করতে ফের তিস্তা নদীতে র‍্যাফটিং ও কালিম্পংয়ে প্যারাগ্লাইডিং চালু করা হয়েছে। তবে কালিম্পংয়ে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস চালু হলেও দার্জিলিংয়ের আকাশে আপাতত ওড়ার সুযোগ পাচ্ছেন না পর্যটকরা। আবার কার্সিয়াংয়ের রোহিণীতে প্যারাগ্লাইডিং পরিষেবা পর্যটকদের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও কিছু পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে সেখানে পরিষেবাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখনই রোহিণীতে এই পরিষেবা ফের চালু হচ্ছে না বলে খবর। জিটিএ-র অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক দাওয়া শেরপার বক্তব্য, 'পাহাড়ের পর্যটনকে আরও জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় করতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তবে পর্যটকদের মধ্যে চাহিদা থাকলেও আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় এই মুহূর্তে দার্জিলিংয়ে প্যারাগ্লাইডিং চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।'

১৪ থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে সরকারি অফিসে পুজোর ছুটি। স্কুল-কলেজগুলিতেও

■ কালিম্পংয়ের ডেলো থেকে গ্রাহামস হোমস এবং রেলিখোলা রুটে প্যারাগ্লাইডিং করানো হচ্ছে

■ তারখোলা ও মেল্লি থেকে তিস্তাবাজার পর্যন্ত ফের র‍্যাফটিং চালু হয়েছে

নভেম্বর মাসের ১২ তারিখ পর্যন্ত ছুটি। পুজোর ছুটি কাটাতে প্রচুর পর্যটক দার্জিলিং, কালিম্পং সহ পাহাড়ের বিভিন্ন গন্তব্যে আসবেন। তবে দার্জিলিংয়ের চেয়ে কালিম্পংয়ে পর্যটকদের আনাগোনা বরাবরই কম। এদিকে লক্ষ রেখে কালিম্পংয়ের আকর্ষণ বাড়াতে সেখানে জিটিএ ফের প্যারাগ্লাইডিং এবং তিস্তায় র‍্যাফটিং চালু করেছে। তারখোলা ও মেল্লি থেকে তিস্তাবাজার পর্যন্ত ফের র‍্যাফটিং চালু হয়েছে। তিস্তা র‍্যাফটিং টিমের সদস্য শান্তি রাই বলেছেন, 'পুজোর মরশুমকে মাথায় রেখে জিটিএ-র এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। র‍্যাফটিংয়ে উৎসাহী পর্যটকরা কালিম্পংয়ে আসবেন, আমাদেরও ব্যবসা হবে।'

দাওয়া শেরপা জানিয়েছেন, কালিম্পংয়ের ডেলো থেকে গ্রাহামস হোমস এবং রেলিখোলা— এই দুটি রুটে প্যারাগ্লাইডিং করানো হচ্ছে। পুজোর মুখে কালিম্পংয়ে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস পুনরায় শুরু হওয়ায় পর্যটক এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী মহল বেশ উৎসাহিত। হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ কালিম্পংয়ের সভাপতি সিদ্ধান্ত সুদ বলেছেন, 'জিটিএ অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের পরিষেবাগুলি চালু করায় এবার পুজোয় আমাদের এখানে পর্যটকের আনাগোনা বাড়বে বলে আশা করছি। এর জেরে কালিম্পংয়ে ভালো ব্যবসা হবে।'

পুজোর গানে বন্ধুত্ব, প্রেমের নস্টালজিয়া

আইলো উমা বাড়িতে

সায়ন চট্টোপাধ্যায়

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : 'যারা খুব সেজেছে হায়, লোকে নজর না লাগায়..., হই হই হই করব বলে...' সমাজমাধ্যমে ভাইরাল গানটি ইতিমধ্যেই জায়গা করে নিয়েছে পুজোর প্লে লিস্টে। টেকস্যাভি জেন জেডের রিল থেকে রিংটোনে এখন কলকাতার তরুণ শিল্পী রোহিতের গান। হেডফোন কানে গুঁজে গুনগুন করে নতুন গানে সুর মেলাচ্ছেন উত্তরের ছেলেমেয়েরাও। তবে শুধু শুনছেনই না, গান বাঁধছেনও। নেপথ্যে শিলিগুড়ির একঝাঁক তরুণ।

হাতে বড় প্রযোজনা সংস্থার জোর নেই, নেই বিপুল প্রচারের আয়োজন। ভরসা নিজেদের ভাবনা, বন্ধুত্ব আর ইউটিউব। সেই চেষ্টায় ভর করে এ বছর পুজোর মুখে নতুন গান বেঁধেছেন দ্য তাণ্ডব থিওরি ব্যান্ড এবং অরিজিৎ পাল ও তাঁর বন্ধুরা।

পুজোর গান মানে বাঙালির আবেগ। আগেও-এখনও। পুজো সংখ্যার মতোই বছরভর অপেক্ষায় থাকা। অডিও ক্যাসেট-সিডির জমানার বিদায়ের পর পুজোর গান এখন নস্টালজিয়ার খাতায়। এক সময়ে অডিও ক্যাসেট কেনার পর পাড়ার প্যান্ডেলে বারবার বাজিয়ে মুখস্থ করে ফেলার দিন আর নেই, গানের শ্রোতা এখন দর্শক। পছন্দ না হলে আঙুলের এক ছোঁয়াতেই গান বদলে ফেলা যায়। এই বদলে যাওয়া সময়ে পুজোর গানের আবেগকে নতুন করে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন শিলিগুড়ির তরুণ-তরুণীরা।

ব্যাংককর্মী শুভ্রদীপ্ত সরকার ও তাঁদের দল শিলিগুড়িতে 'মনফকিরা' ফোক-ফিউশন ব্যান্ড নামেই দীর্ঘদিন পরিচিত। নতুন প্রোজেক্টের জন্য পুরোনো ও নতুন সদস্যদের মিশেলে তৈরি করেছেন দ্য তাণ্ডব থিওরি। তাঁদের নতুন গান পুজোর প্রেম নিয়ে। গানের লিরিক্সে, 'এবার পুজায় অষ্টমীতে দেখব তোমায় শাড়িতে'- সমাজমাধ্যমে বেশ নজর কেড়েছে। পুজোর দিনে প্রিয় মানুষকে নতুন সাজে দেখার অপেক্ষা- এই চেনা অনুভূতিকেই গানের সুরে বেঁধেছেন দলের সদস্যরা। গানটির কথা, সুর ও কণ্ঠ- তিনটিরই দায়িত্ব সামলেছেন শুভ্রদীপ্ত নিজেই। গিটারে ছিলেন বিপ্লব দে সরকার, শুভঙ্কর দত্ত ও বিশ্বজিৎ কর। সিন্থেসাইজারে অরুণাভ সেনগুপ্ত গানে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছেন। তালে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন শুভ্রজিৎ শর্মা। ভোকালিস্টের কথায়, 'ছোটবেলা থেকে পুজোর আগে বাড়িতে ক্যাসেট আসতে দেখেছি। সেই স্মৃতিই পুজোর আগে নতুন গান প্রকাশের তাগিদ তৈরি করেছে। অ্যাপল মিউজিক, অ্যামাজন মিউজিক, ইউটিউব, গানা ও স্পটিফাইয়ের মতো একাধিক প্ল্যাটফর্মেও রয়েছে নতুন গানটি। শ্রোতারা নিজেদের পুজোর প্রেমের নানা মুহূর্ত লিখে পাঠাচ্ছেন, কেউ কেউ নাচের রিলও পাঠাচ্ছেন। সমাজমাধ্যমে এই সাড়া তাঁদের উৎসাহ বাড়াচ্ছে।'

অন্যদিকে, শিলিগুড়ির জেন জেড অরিজিৎ পাল ও তাঁর বন্ধুদের এ বছরের গান 'ফিরে ফিরে আসে দুর্গা মা'। ১০-১২ জনের টিমের পরিশ্রমের ফসল এই গানটি ইউটিউবে রিলিজ করেছে মহালয়ার দিন। ভিডিওতে ফুটে উঠেছে বন্ধুত্বের গল্প। এ বছর পুজোর গানটির কথা ও সুর অরিজিতের। তাঁর সঙ্গে গেয়েছেন অর্ক আচার্য, জয়া দে ও সৌরভী সরকার। রেকর্ডিং ও মিক্সিং করেছেন দেবর্ষি বসাক। ভিডিও পরিচালনায় এই প্রথম হাত পাকিয়েছেন অরিজিৎ। ডিওপি বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। গানে অভিনয়ে রয়েছেন রূপক ঘোষ, প্রীতি সরকার, সুমি সাহা, সুদীপা সরকার, রানা ঘোষ ও অভয় পালরা। বন্ধুত্বই এই উদ্যোগের প্রধান শক্তি। গানের ভাবনা নিয়ে অরিজিৎ-এর কথা, 'পুজো মানে শুধু আলোর রোশনাই, সাজসজ্জা কিংবা উৎসবের জাঁকজমক নয়, পুজো মানে ঘরে ফেরা, পুরোনো বন্ধুত্বে ফিরে যাওয়া, মা-বাবার কাছে ফেরা, নিজের শহরের টান অনুভব করা। যাঁরা কাজের সূত্রে বাইরে থাকেন, তাঁদের পুজোর সময় ঘরে ফেরার আবেগই এই গানের অন্যতম অনুপ্রেরণা।

এর আগে ২০২১ সালে 'এলো রে শরৎ এলো' দিয়ে পুজোর গান প্রকাশের যাত্রা শুরু করেন অরিজিৎরা। ২০২৩ সালে 'তুই মানে' এবং ২০২৪ সালে 'ভুল করে ছুঁয়ে দিলে' প্রকাশিত হয়। মহালয়ার সন্ধ্যায় ১০ অক্টোবর বাঘা যতীন পার্কে একটি অনুষ্ঠানে গানটির স্ক্রিনিং তাঁদের কাছে ছিল স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। তবে অরিজিতের আক্ষেপ, ছোট শহরে আর্থিক সহযোগিতা পেলে আরও বড় পরিসরে কাজ করা সম্ভব। উপযুক্ত সহযোগিতা পেলে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গে নতুন ধরনের কাজ করার স্বপ্ন দেখেন তাঁরা।

কলকাতার 'হই হই হই করব বলে' যখন ভাইরালের দৌড়ে, তখন শিলিগুড়ির তরুণদের এই উদ্যোগ যেন নতুন করে আশা দেখাচ্ছে। তাঁদের কথায়, জনপ্রিয়তার নিরিখে পাল্লা দেওয়ার চেয়েও বড় কথা নিজেদের শহরের জন্য নিজেদের গান তৈরি করা। ঠিক করেছেন, পুজোর কয়েকদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে নিজেদের পুজোর নতুন গানই শোনাবেন তাঁরা।

'দ্য তাণ্ডব থিওরি'র সদস্যরা। (ডানে) অরিজিৎ পালের 'ফিরে ফিরে আসে দুগ্গা মা' গানের একটি মুহূর্ত।

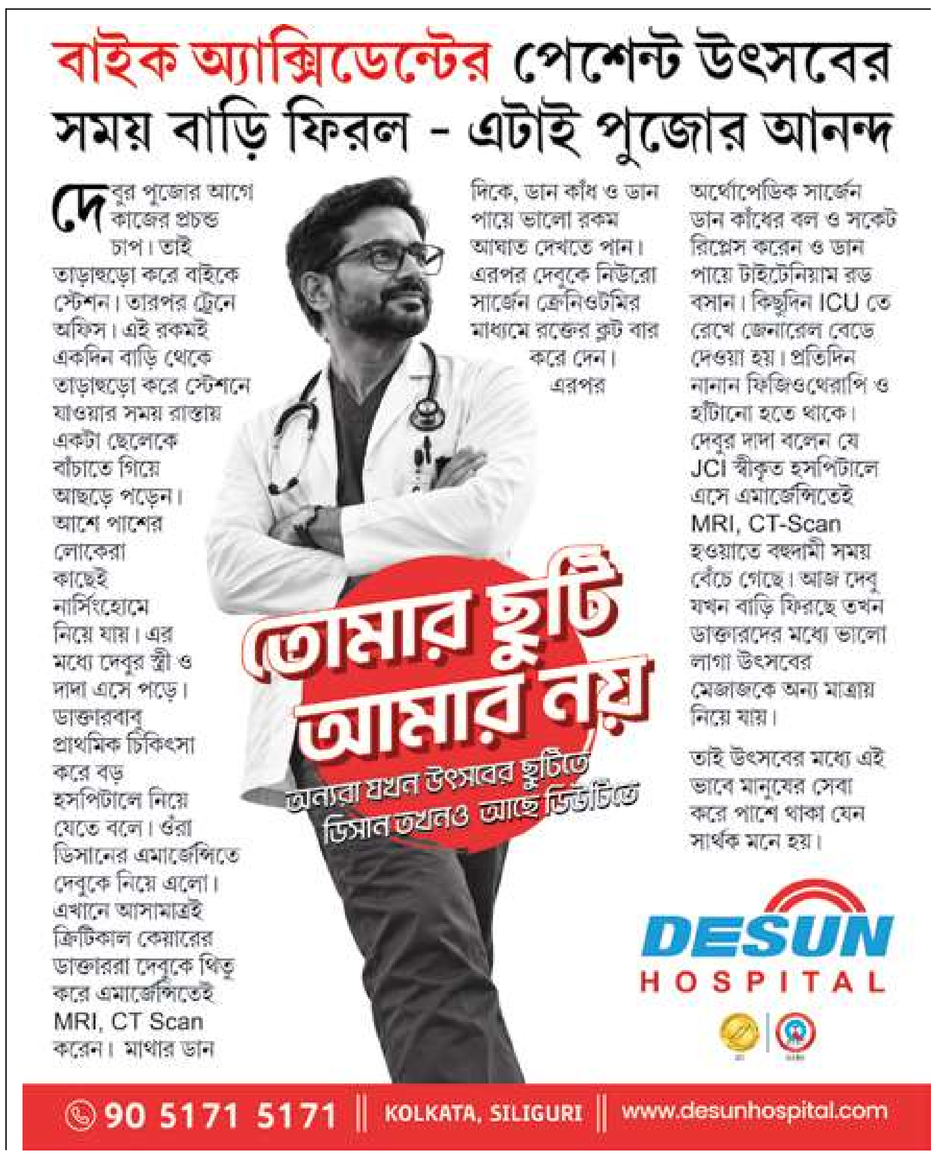

সৃষ্টিতে বুঁদ।। কোচবিহারের সুভাষপল্লিতে ছবিটি তুলেছেন মুন্না দে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পুরভোটের প্রার্থী হতে 'বাক্স' বসানোর দাবি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : কলকাতা পুরনিগমের ভোটে প্রার্থী হতে আগ্রহীদের জন্য বাক্স বসানোর ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সেখানে দলীয় অফিসের সামনে রাখা বাক্সে আবেদন জমা দিতে বলেছেন সুকান্ত। এবার শিলিগুড়িতেও সেই প্রক্রিয়ার দাবি উঠছে। কলকাতা ও হাওড়া পুরভোট শেষ হলে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভোট হতে পারে। সেখানেও যাতে আগ্রহীরা ভোটে প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছার কথা জানাতে পারেন, তার জন্য একই ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠছে। কিন্তু দলের তরফে বাক্স বসানো হবে কি না, তা এখনও ঠিক হয়নি।

গত পুরভোটে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেবের বিরুদ্ধে বিজেপির হয়ে লড়াই করেছিলেন একদা বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পরিমল সূত্রধর। তিনি বলেন, 'দলের নতুনদের প্রাধান্য বেড়েছে। দু'দিনের নেতারা ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। আমরা গুরুত্ব পাচ্ছি না। তাই বলে দল প্রার্থী ঠিক করতে সঠিক ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে না, এটা তো হতে পারে না। সেই পরামর্শটা দেওয়ার অধিকার অন্তত আমাদের দেওয়া উচিত।' ২০১৫ সালে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী হয়েছিলেন কল্যাণ সাহা। তিনি বলেন, 'মতামত নিয়ে দল যোগ্য মনে করলে প্রার্থী করবে।' ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর আদিত্য মোদকের বক্তব্য, 'দল মনে করলে বাক্স বসানো উচিত।'

রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর বক্তব্য, 'বাক্স বসানো যেতেই পারে। তবে দলীয় সিদ্ধান্তই শেষকথা। বসানো হলে ঘোষণা করেই তা দেওয়া হবে হয়তো।' শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি তথা শিলিগুড়ি বিভাগের যুগ্ম আহ্বায়ক রাজু সাহার বক্তব্য, 'শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ পেলে শিলিগুড়িতেও প্রার্থী বাছাইয়ে মতামত গ্রহণ করা হবে।'

জেলা বিজেপিতে কোন্দল নতুন নয়। ইতিমধ্যে পুরভোটের প্রার্থী হতে অনেকে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। কেউ কেউ কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং স্থানীয় নেতাদের নিজস্ব লবির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়েছেন। দলের তরফে ওয়ার্ডগুলিতে কোঅর্ডিনেটর ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের উপর নজরদারির জন্য বসানো হয়েছে দলীয় ইনচার্জ। এই কোঅর্ডিনেটরদের অনেকে পুরভোটের টিকিট পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতে পারেন বলে দলের অন্দরে আলোচনা হচ্ছে। কোঅর্ডিনেটরদের টিকিট দেওয়া হবে, দলের তরফে এমন কিছু বলাও হয়নি। ফলে একাধিক নেতা টিকিটের দৌড়ে রয়েছেন। দলের পুরোনো বা গত পুরভোটে প্রার্থী হয়েছেন এমন নেতাদের একাংশ টিকিটের আশা করছেন।

কম ভিজিটে চিকিৎসা, প্রস্তাব শংকরের

মধ্যবিত্তের জন্য ওপিডি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : হাসপাতালের যে সমস্ত চিকিৎসক বেসরকারি ক্ষেত্রে আর প্র্যাকটিস করেন না, তাঁদের নিয়ে বিকেলের পর আলাদাভাবে স্মার্ট ওপিডি চালানোর সিদ্ধান্ত নিল শিলিগুড়ি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বাইরের তুলনায় অনেকটাই কম টাকা ভিজিট দিয়ে রোগীরা সেখানে ডাক্তার দেখাতে পারবেন। এখানে রোগীর যাবতীয় ডিজিটাল তথ্য রাখা হবে। সোমবার শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকের পর পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ তেমনটাই জানালেন। এছাড়া জেলা হাসপাতালের উন্নয়নের জন্য কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) ফান্ড নিয়ে আসার বিষয়েও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলি যাতে হাসপাতালের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, সেই আবেদন শংকরও করেছেন।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। সোমবার।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রতিদিন দেড় হাজারেরও বেশি রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন। ফলে রোগীর চাপ অনেকটাই বেশি থাকে। চিকিৎসকরা প্রত্যেক রোগীকে আলাদা করে দেখার ক্ষেত্রে বাড়তি সময় দিতে পারেন না। ফলে বেসরকারি ক্লিনিকে গিয়ে বেশি টাকা দিয়ে রোগীরা ডাক্তার দেখাতে বাধ্য হন। এমনকি ভিজিট বেশি হওয়ায় অনেকে আলাদা করে ডাক্তার দেখাতেও পারেন না। শংকরের কথায়, 'হাসপাতালে আমরা স্মার্ট ওপিডি তৈরি করছি। বাইরে ক্লিনিকের তুলনায় অর্ধেকেরও কম টাকা ভিজিট দিয়ে রোগীরা হাসপাতালে চিকিৎসকদের কাছে পরিষেবা পাবেন। বহির্বিভাগে প্রচুর ভিড় হয় রোজ। অনেক মধ্যবিত্ত রয়েছেন যাঁরা অল্প টাকা দিয়ে একটু ভালোভাবে ডাক্তার দেখাতে চান। তাঁদের কথা ভেবেই এই পরিকল্পনা।' ইতিমধ্যে এই স্মার্ট ওপিডি তৈরির প্রস্তাব স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে বলেও শংকর জানিয়েছেন। এই হাসপাতালেই এর আগে সান্ধ্যকালীন বহির্বিভাগ চালু হয়েছিল। কিন্তু প্রচারের অভাবে রোগী না আসায় তা বন্ধ করা হয়।

এছাড়া জেলা হাসপাতালে নানা পরিকাঠামোগত সমস্যা সমাধানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সিএসআর ফান্ড নিয়ে আসতে চাইছে। শংকর এ নিয়ে জানান, হাসপাতালের অনেক চাহিদা রয়েছে। সরকার তা পূরণের চেষ্টা করবে। তবে অনেক সংস্থা রয়েছে, যাঁরা শহরের উন্নয়নে সহযোগিতা করে। সেই সহযোগিতা হাসপাতালের জন্য করা হলে আরও ভালো। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক, হাসপাতাল সুপার চন্দন ঘোষ প্রমুখ। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালকে নিয়ে একটি অ্যাপ তৈরির বিষয়েও এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়। হাসপাতালের কোন বিভাগে কতজন রোগী ভর্তি রয়েছেন, কতগুলি শয্যা ফাঁকা, ব্লাড ব্যাংকে কোন গ্রুপের কত ইউনিট রক্ত রয়েছে সেই সমস্ত তথ্য অ্যাপে নিয়মিত তুলে ধরা হবে। ফলে সমস্ত তথ্য সাধারণ মানুষ সহজেই পাবেন বলে শংকর জানিয়েছেন।

রাস্তার সংস্কার শুরু

খড়িবাড়ি, ১২ অক্টোবর : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে খড়িবাড়িতে দুটি রাস্তা সংস্কার কাজের সূচনা হল। সোমবার খড়িবাড়ি কেশরডোবা ও কল্যাণপুর এলাকায় কাজের সূচনা করেন শিলিগুড়ি জেলা পঞ্চায়েত কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অজয় ওরাওঁ। সংস্কারের জন্য কল্যাণপুর এলাকায় ৫৬ লক্ষ টাকা এবং কেশরডোবা এলাকায় ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে বলে চেয়ারম্যান জানান।

ঝুলন্ত দেহ

চোপড়া, ১২ অক্টোবর : চোপড়া থানার দাসপাড়া বালিয়াডাঙ্গিতে বাড়ি থেকে সোমবার এক মুদি ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম মহম্মদ ইলিয়াস (৩৪)। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাইকের ধাক্কা

চোপড়া, ১২ অক্টোবর : চোপড়ার সুভাষনগর এলাকায় জাতীয় সড়কে সোমবার বাইকের ধাক্কায় জখম হলেন এক বৃদ্ধা। রাস্তা পারাপারের সময় ইসলামপুরগামী একটি বাইক তাঁকে ধাক্কা মারলে তিনি ছিটকে পড়ে যান।

স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতির আশঙ্কায় তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বাইকটি আটক করেছে পুলিশ।

নেশামুক্তির বার্তা

খড়িবাড়ি, ১২ অক্টোবর : নেপাল সীমান্তবর্তী খড়িবাড়ি এলাকাকে সম্পূর্ণ মাদকমুক্ত করে গড়ে তোলার বার্তা দিলেন ভারতীয় জনতা তপশিলি মোর্চার রাজ্য সভাপতি বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। সোমবার সকালে খড়িবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় দলীয় কর্মীদের নিয়ে চা চক্র কর্মসূচি ও জনসংযোগে অংশ নেন তিনি। শুরুতেই বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের চেকরমারি এলাকায় চা চক্র হয়। পরে তিনি বালাইঝোরা রক্ষাকালী মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। এরপর বাতাসি শ্যামধনজোত এলাকায় সংগঠনের কর্মীদের নিয়ে আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় যোগ দেন তিনি। বিশ্বজিতের অভিযোগ, তৃণমূল ও বামফ্রন্ট সরকারের দুর্বল নীতির জন্য সীমান্তবর্তী গ্রামীণ এলাকার মানুষের মধ্যে মাদকাসক্তি বেড়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : ব্যাংকের কাজ সেরে স্বামীর সঙ্গে স্কুটারে বাড়ি ফেরার পথে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাটি ফুলবাড়ির। মৃতার নাম ফজিরুন খাতুন। তিনি রাজগঞ্জের ভাণ্ডারীগছ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। সোমবার স্বামী আখতার আলির সঙ্গে তিনি স্কুটারে ফুলবাড়িতে ব্যাংকের কাজে এসেছিলেন। অভিযোগ, ব্যাংকের কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে পিছন দিক থেকে একটি বড় লরি তাঁদের স্কুটারে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে রাস্তায় পড়ে যান ফজিরুন। এরপর লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

উচ্ছেদের শঙ্কায় ৭০ জন

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : পুজোর মুখে উচ্ছেদের আশঙ্কায় শিলিগুড়ি সংলগ্ন অম্বিকানগর বাজার এলাকার প্রায় ৭০ জন দোকানদার। রেলের তরফে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের পিছন দিকে নির্মিত নতুন প্রবেশের পথের সামনে থেকে এনজেপি রেল হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তা চওড়া করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেলের তরফে অনেক আগেই অম্বিকানগর বাজারের দোকানপাট সরিয়ে নেওয়ার জন্য নির্দেশিকা জারি হয়েছিল। গত শুক্রবার ফের রেলের তরফে সেই দোকান দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার জন্য দোকানদারদের আরেকবার মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়। সোমবার রেলের তরফে দোকান সরিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছিল। কিন্তু পুজোর মুখে দোকান সরিয়ে দেওয়া হলে মারাত্মক সমস্যা হবে বলে দোকানদাররা জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে এনজেপির এডিআরএম অজয় সিং বলেন, 'রাস্তা তৈরির জন্য অবৈধ দোকানগুলি যত দ্রুত সম্ভব সরিয়ে দেওয়া হবে, তত তাড়াতাড়ি কাজও শুরু করা যাবে।'

শিলিগুড়ি শহর ও আশপাশে রেলের জমিতে থাকা বিভিন্ন বাজার, বস্তিতে রেলের তরফে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে রেলের জমিতে বসবাসকারীরা রেলের জমি থেকে পুনর্বাসন ছাড়া উঠবেন না বলেও জানিয়েছেন। অম্বিকানগর বাজারে পোশাকের ছোট দোকান চালান বছর পঁয়ষট্টির নীতিন মোহন্ত। পুজোর মুখে দোকানে বিক্রিবাটা মোটামুটি ভালোই চলছে। নীতিনের কথায়, '৩০ বছরের বেশি সময় ধরে এখানে পোশাকের দোকান করছি। পুজোর মুখে দোকান ভেঙে দিলে মাঠে মারা পড়ব। রাস্তা চওড়া হোক, আমরাও চাই। কিন্তু দোকান করার জন্য কোথাও জায়গা করে দিলে ভালো হয়।'

পুজো আসার আগে গ্রাম-শহরের বাতাসে বদলে যায় গন্ধ, রং, শব্দ। নতুন জামার টান, কাশফুলের দোলা, ঢাকের অপেক্ষা- সব মিলিয়ে উৎসবের সেই চেনা ডাক। সেই ডাকের নামই 'আগমনী'

আগমনী

অষ্টমীতে কালীপুজো আচার্যদের

বাড়ির পুজো

আচার্য বাড়ির দুর্গা প্রতিমা। নকশালবাড়িতে।

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১২ অক্টোবর : অষ্টমীতে কালীপুজো! ভুল হচ্ছে না কোনও, বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসবের মধ্যে অষ্টমীর দিন দুর্গাপুজোর সঙ্গে হয় কালীপুজো। নকশালবাড়ির আচার্যবাড়ির পুজোয় নিয়মটা এমনই। দুর্গাপুজোর পরের অমাবস্যায় দীপান্বিতা কালীপুজো হয় না। একইদিনে অষ্টমীপুজো, সন্ধিপুজো ও কালীপুজোর আয়োজন থাকে। এছাড়া পুজোর মধ্যে প্রায় সাতটি পাঁঠাবলি হয়। আরও নানা বিশেষ রীতিনীতিতে পুজোর আয়োজন করে আচার্য পরিবার।

স্বাধীনতার আগে ১৮০৯ সালে পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ সদর চোহালী থানার কান্দাপাড়া গ্রামে পুজো শুরু হয়েছিল কমলাকান্ত আচার্যের বাড়িতে। এরপর ১৯৭৩ সালে কালীপদ আচার্য ওপার বাংলা থেকে নকশালবাড়িতে আসেন। সেখানে চলতে থাকে পুজো। এবার সেই পুজোর ৫৩তম বর্ষ। এই বাড়ির পুজোর নিয়মও বেশ আকর্ষণীয়। পূর্বপুরুষের প্রথা মেনে বিসর্জনের পর দেবীর পুরোনো কাঠামো তুলে এনে নতুন প্রতিমা গড়ে পুজো হয় প্রতিবার। বাড়িতে প্রতিমা তৈরি করেন স্থানীয় মৃৎশিল্পী অর্চনা পাল। দেবীর ডানদিকে লক্ষ্মীর পাশে থাকেন কার্তিক।

সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত মোট সাতটি পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। মহাষ্টমীর রাতে হয় কালীপুজো, যা অন্য সব বাড়ির পুজো থেকে এই পুজোকে আলাদা করে। আচার্য পরিবারের মেজো ছেলে কৌশিক আচার্য জানান, পঞ্চমীতে মনসাপুজো দিয়ে শুরু হয় পুজো। ষষ্ঠীতে কল্পারম্ভ আরাধনা হয়। তাতে ষষ্ঠীর ঘট বসিয়ে হয় চণ্ডীপাঠ। নবমী পর্যন্ত পাঁচবার চণ্ডীপাঠ। ষষ্ঠীর দিনে সন্ধ্যাবেলা বাড়ির বেল গাছের তলায় দেবী বোধন হয় ও পরে অধিবাস। বেলবরণের পর প্রতিমা মণ্ডপে স্থাপন করা হয়। সপ্তমীতে চক্ষুদানের পর কলাবৌকে স্নান শেষে প্রতিমার সঙ্গে তাঁকে বেঁধে দেওয়া হয়। সেইদিনই মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। মহাস্নানের পর ষোড়শোপচারে পুজো হয়। এরপর অষ্টমীতে কোটিযোগিনী। চতুষষ্ঠী যোগিনীপুজো দেওয়া হয়। ওইদিন সন্ধিপুজোতে থাকে ১০৮টি প্রদীপ, ১০৮টি জলপদ্ম।

এছাড়া ফল, মিষ্টি থাকে ভোগে। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত তিন বেলা মাছ, মাংসের আমিষ মহাভোগ নিবেদন করা হয় দেবীকে। প্রতিদিনই নিরামিষ এবং আমিষ দুই ধরনের প্রসাদ পান দর্শনার্থীরা। সন্ধিপুজোর বলির পাঁঠার মাথা মণ্ডপের পেছনে পুঁতে দেওয়া হয়। নবমীপুজোর রাতে মায়ের জন্য ৫২টি পদের মহাভোগে থাকে পোলাও, পাঁচ প্রকারের ভাজা, পাঁচ প্রকারের শাক, পাঁচ প্রকারের সবজি, পাঁচ প্রকারের মাছ, মাংস বিভিন্ন ধরনের পিঠে, পায়েস, দই, মিষ্টি ইত্যাদি।

অষ্টমি ও নবমী চলে খিচুড়ি বিতরণও। ভোগ রান্নার জন্য থাকেন চারজন ব্রাহ্মণ মহিলা। এবাড়িতে ঢাকি প্রতি বছর মালদা থেকে আসেন। পুজো শেষ হোমযজ্ঞের পর শতাব্দী প্রাচীন তালপাতার পুঁথি, বলির খড়্গ, মহার্ঘজল সহ অন্যান্য পুজোর সামগ্রী কুলোর মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। তাই বলা যায়, প্রাচীন রীতি ও পরিবার-আত্মীয়স্বজনের আনন্দে আচার্যবাড়ির পুজো ইতিহাসের দলিল।

দুয়া পরিবার।। ইসলামপুরের একটি স্কুলে রাজু দাসের তোলা ছবি।

প্যান্ডেল হপিং ছেড়ে ব্যবসায় জেন জেড

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : 'কী রে, এবার তোর কী প্ল্যান? অষ্টমীতে দাদাভাই মাঠে আড্ডা হচ্ছে তো?'— শরতের আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনার সঙ্গে চারপাশ কাশফুলে ছেয়ে যেতেই বন্ধুদের আড্ডায় এহেন কথোপকথন যেন বাধ্যতামূলক। কারণ, পুজো মানেই রাত জেগে বন্ধুদের সঙ্গে প্যান্ডেল হপিং আর আড্ডা। সেলফি তোলা থেকে শুরু করে ভুরিভোজ— সবটাই পুজোর অঙ্গ। যদিও এবার উৎসবের চেনা ভিড়ে গা ভাসাতে নারাজ জেন জেডের একাংশ। চিরাচরিত ধারণাকে রীতিমতো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজস্বতার খোঁজে অন্ট্রাপ্রেনিউর বা উদ্যোগপতি হিসেবে নিজেদের সফল ও প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাঁরা। এবারই প্রথম শহরের বিভিন্ন বড় পুজো মণ্ডপ থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ধারে একাংশ জেন জেডকে তাঁদের ক্রিয়েটিভিটির পসরা সাজিয়ে বসতে দেখা যাবে। ইতিমধ্যে তাঁরা প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছেন। তাঁদের কথায়, এবার পুজো একটু অন্যরকম। আড্ডা-ভুরিভোজ পিছনে ফেলে মুনাফা ও ব্যবসায়িক স্বীকৃতিই একমাত্র লক্ষ্য।

বলো দুগ্গা মাইকি

শিলিগুড়ি শহরের এসএফ রোড থেকে শুরু করে ডাবগ্রাম, বাঘা যতীন পার্ক, স্বামীজি মোড় সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ধারে টেবিল পেতে পসরা সাজাতে দেখা যায় জেন জেডদের। তাঁদের কেউ সবে কলেজের গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়েছেন, আবার কেউ কলেজে পড়াশোনার ফাঁকেই আত্মনির্ভরতার পাঠ নিতে অন্ট্রাপ্রেনিউর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁদের পসরায় ঢুঁ মারলেই আধুনিক মুখরোচক খাবারের স্বাদ মেলে। কেউ বাড়িতে মায়ের কাছে রান্নার হাত পাকিয়েছেন, আবার কেউ ইউটিউব দেখে তা রপ্ত করেছেন। পসরা সাজিয়ে পকেটমানি উপার্জনের পাশাপাশি সংসারের হাল ফেরাতে মরিয়া তাঁরা। আর পাঁচজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এবার পুজোর ক'টা দিন তাঁরাও রাত জাগার প্রস্তুতি শুরু করেছেন।

সূর্যসেন কলোনির বাসিন্দা শুভঙ্কর সোম ডাবগ্রাম এলাকায় মাস চারেক হল পসরা সাজিয়ে বসছেন। বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে চিপস চাট তৈরি করে ইতিমধ্যে খ্যাতিও পেয়েছেন। সেক্ষেত্রে পুজোর ক'টা দিন বাড়তি লাভের আশায় প্যান্ডেল হপিং থেকে মুখ ফিরিয়েছেন শুভঙ্কর। তাঁর কথায়, 'গত বছরও বন্ধুদের সঙ্গে চুটিয়ে প্যান্ডেল হপিং থেকে শুরু করে খাওয়া-দাওয়া সেরেছি। তবে এবার নিজের ব্যবসা সামলাতে হবে।'

২০ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গাদাস কলোনির বাসিন্দা ববিতা তালুকদার বলেন, 'ক্রেতারাই আবদার করছেন পুজোর সময় যাতে দোকান বন্ধ না থাকে।' এসএফ রোড এলাকায় আট বন্ধু মিলে হরেক খাবারের পসরা সাজিয়ে বসছেন। প্রত্যেকেই কলেজ পড়ুয়া। গত বছরও পুজোর ক'দিন তাঁরা চুটিয়ে মজা করেছেন। তবে এবার অন্ট্রাপ্রেনিউর হিসেবে ব্যবসায় মন দিয়েছেন। অমন প্যাটেল বলেন, 'সব বন্ধুরাই কম-বেশি রান্না পারি। তাই আত্মনির্ভর হতেই স্টার্ট-আপের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পুজোয় ব্যবসায় থাকবে মন।'

'দসৈঁ'-এ শুরু নেপালিদের দুর্গাপুজো

কলস স্থাপন করে নেপালি সম্প্রদায়ের দুর্গাপুজোর শুভসূচনা হয়ে গিয়েছে। পুজো, নবরাত্রির নানা উৎসব, শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে এবার মেতে উঠতে তৈরি শিলিগুড়ির প্রধাননগরের গুরুংবস্তি ভানুভক্ত সমিতি। এই পুজোয় নেপালিরা ছাড়াও বাঙালি, মাড়োয়ারি সহ সকলেই একসঙ্গে উপভোগ করেন উৎসব।

আশ্বিনের শারদপ্রাতে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : কলস বা ঘট স্থাপনের মধ্য দিয়ে শিলিগুড়িতে শুরু হয়ে গিয়েছে নেপালি সম্প্রদায়ের দুর্গাপুজো। যা তাঁদের কাছে 'দসৈঁ' নামে পরিচিত। নেপালিরা ঘটকে শুদ্ধতার প্রতীক বলে মনে করেন। তাই পবিত্র ঘট স্থাপন করেই এই পুজোর সূচনা হয়। এরপর থেকে নয়দিন ধরে সকাল ও বিকেলে উৎসব চলবে। শিলিগুড়ির প্রধাননগরের গুরুংবস্তি ভানুভক্ত সমিতির তরফে গত ৩৫ বছর ধরে ধুমধাম করে এই পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মহালয়ার পরদিন থেকেই এই নবরাত্রির অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে।

বাঙালিদের থেকে নেপালি সম্প্রদায়ের দুর্গাপুজোয় নানা আচার ও নিয়মরীতিতে বৈচিত্র্য রয়েছে। পুজোবেদির সামনে তাঁরা ধান ও গমের বীজ পোঁতেন। তাকে জামরা বলা হয়। নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাস, এটি শস্য উর্বরতা, সুস্বাস্থ্য ও ভালো ফসলের প্রতীক। পুজোর শেষ দিনে জামরা পাঁচ থেকে ছয় ইঞ্চি লম্বা হলে তা কেটে মাথায় ও কানের পেছনে আশীর্বাদ হিসেবে গুঁজে নেওয়া হয়। তার সঙ্গে প্রতিটি পরিবারের বড়রা ছোটদের কপালে চাল, দই ও আবিরের টিপ দেন।

আরও বিভিন্ন আকর্ষণীয় উপচারে ভরা দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়। নয়দিন নয় রকমের ফুল ব্যবহার করা হয়। যেমন জবা, গাঁদা, নীলকণ্ঠ, আমপাতা ও বেলপাতা দিয়ে পুজো করা হবে। সেইসঙ্গে প্রতিদিন পানপাতা ও সুপারি দেওয়া হয়। ভোগে থাকে কলা, ডালিম, মুসম্বি ও আপেলের মতো ফল। শুধু নানা উপকরণে পুজোর আয়োজনই নয়, সপ্তমীতে ঠাকুরের ছবি পালকিতে বসিয়ে একটি শোভাযাত্রাও বের হবে। রবিরত্ন বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রাটি হিলকার্ট রোড ও হাসমি চক অতিক্রম করবে। শোভাযাত্রায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দুর্গা, লক্ষ্মী, গণেশ ও কার্তিক সেজে অংশ নিয়ে মেতে উঠবে পুজোর আনন্দে।

গুরুংবস্তিতে নবরাত্রির পুজো।

নেপালি সম্প্রদায়ের পুজো হলেও উৎসবের দিনগুলিতে মাড়োয়ারি, বাঙালি সহ সব সম্প্রদায়ের মানুষ তাতে যোগ দেন। এপ্রসঙ্গে সমিতির সম্পাদক কৃষ্ণ লামা বলেছেন, 'আমরা পুজোর কয়েকদিন সবাই একসঙ্গে আনন্দ করে থাকি। নিয়মনিষ্ঠা মেনে পুজোর আয়োজন করা হয়। এবার ১৬ অক্টোবর প্রতিমা আনা হবে। ১৭ অক্টোবর হবে ফুলপাতি উৎসব। সেই উপলক্ষ্যে বড় শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। প্রচুর মানুষ একত্রিত হয়ে উৎসবের আনন্দে মেতে উঠবেন।' রিতারানি টিকাত্রী বলেন, 'নয়দিন নয় রকমের ফুল দিয়ে মায়ের পুজো করা হয়ে থাকে।'

বিশেষ প্রদর্শনী

পশ্চিমবঙ্গের আত্মপ্রকাশের ইতিহাস তুলে ধরতে বিশেষ ফোটোগ্রাফি ও আর্কাইভ প্রদর্শনী শুরু হল নন্দন চত্বরের গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শনশালায়। ‘ধানসিঁড়ি থেকে অঞ্জনার উপাখ্যান’ শীর্ষক এই প্রদর্শনীটি সোমবার থেকে শুক্রবার দুপুর ২টো থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে।

মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি

কৃষকদের টাকা নিয়ে দালালি করলে গণধোলাইয়ের হুঁশিয়ারি রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডলের। সোমবার বীরভূমের ময়ূরেশ্বরে কৃষিদপ্তরের বিশেষ শিবিরে এমন মন্তব্য করেন মন্ত্রী। ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষির আধুনিকীকরণের বার্তাও দেন তিনি।

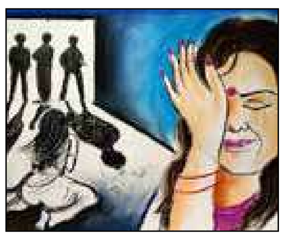

প্রেমের ফাঁদে

প্রেমের ফাঁদে ফেলে বাংলাদেশ থেকে ১৪ বছরের কিশোরীকে ভারতে এনে যৌন নির্যাতন ও নিষিদ্ধপল্লিতে বিক্রির অভিযোগ। এই মামলায় চারজনকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ বারাসত আদালতের।

ধরাশায়ী অশোক

পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচনে পরাজিত মমতা তৃণমূলের নেতা প্রার্থী অশোক দেব। ২০১৬ থেকে এই পদে ছিলেন তিনি। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৮। ১৮ ভোট পেয়ে জয়ী বিজেপিপন্থী সমীর পাল। ভাইস চেয়ারম্যান পদে জয়ী অজয় চৌবে।

পুজোর উদ্বোধন হতেই বিজেপি নেতা সজল ঘোষের সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে লম্বা লাইন। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

কলকাতায় আজ রাষ্ট্রদূতদের উপস্থিতিতে আলোচনা চক্র

শিল্পে গতি আনবে দশ দেশ

অদ্রি গরাই

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : বিশ্ব অর্থনীতির টানাপোড়েনের মধ্যেও ভারতের দিকে তাকিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমহল। তবে এবার আর শুধুই দিল্লি বা মুম্বইয়ের দরবারে সীমাবদ্ধ থাকছে না সেই আগ্রহ, আন্তর্জাতিক লগ্নির সলতে পাকাতে মঙ্গলবার কলকাতায় বসছে এক নজিরবিহীন কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সমাবেশ। নেপথ্যে ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি)। শহরের বাইপাস সংলগ্ন এক পাঁচতারা হোটেলে হতে চলেছে বিশেষ আলোচনাচক্র— ‘প্রিভেইলিং গ্লোবাল সিচুয়েশন অ্যান্ড ইমপ্যাক্টস অন ইন্ডিয়া’। ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার প্রায় দশটি দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার ও শীর্ষ অর্থনৈতিক কূটনীতিকদের উপস্থিতিতে এই সম্মেলন কার্যত পূর্ব ভারতের শিল্প মানচিত্রে এক নতুন যুগের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের পুনর্গঠনের আবহে ভারত এখন অন্যতম নিরাপদ ও সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ ক্ষেত্র। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই মহাসম্মেলন কেবল নিছক কূটনীতির আনুষ্ঠানিক বৈঠক নয়, বরং বাংলায় বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) টেনে আনার এক নিখুঁত রণকৌশল। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এই মঞ্চে একদিকে যেমন হাজির থাকছেন রাজ্য সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও অপ্রচলিত শক্তি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তাপস রায় এবং অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত, তেমনই উপস্থিত থাকছেন আন্তর্জাতিক মঞ্চে নীতি নির্ধারণের সঙ্গে যুক্ত প্রতিনিধিরা।

আলোচনার কেন্দ্রে থাকছে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলির সবুজ শক্তি ও আধুনিক পরিকাঠামো প্রযুক্তি। পরিবেশবান্ধব জ্বালানি রূপান্তরের ক্ষেত্রে নরওয়ে ও নেদারল্যান্ডসের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। একইভাবে উন্নত উৎপাদন ও ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে জার্মানি ও ইতালির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার জোরালো সুযোগ তৈরি হয়েছে। অপর দিকে মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া কিংবা কেনিয়া ও শ্রীলঙ্কার মতো দেশের শীর্ষ আধিকারিকদের সমাবেশ স্পষ্ট করে দিচ্ছে, বিশ্বায়নের জটিল সমীকরণে বাংলাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরাই প্রধান লক্ষ্য। আইসিসি-র সভাপতি পার্থিব নেওটিয়া ও সহ-সভাপতি কেশব ভজঙ্কার নেতৃত্বে এই উদ্যোগ দেশীয় বাণিজ্যমহল ও বিশ্ব কূটনীতির মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজটি সরাসরি সেরে ফেলেছে।

- থাকছে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলির সবুজ শক্তি ও আধুনিক পরিকাঠামো প্রযুক্তি।
- পরিবেশবান্ধব জ্বালানি রূপান্তরের ক্ষেত্রে নরওয়ে ও নেদারল্যান্ডসের ভূমিকা সর্বজনবিদিত
- উন্নত উৎপাদন ও ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে জার্মানি ও ইতালির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার জোরালো সুযোগ তৈরি হয়েছে

অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণে উঠে আসছে এক বিশেষ পর্যবেক্ষণ— বিনিয়োগের পালে হাওয়া লাগাতে প্রশাসনিক সমন্বয়ের কোনও বিকল্প নেই। কেন্দ্র ও রাজ্যের নীতিগতভাবে একমত হওয়া এবং প্রশাসনিক তৎপরতা থাকলে বহুজাতিক সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস, দ্রুত ছাড়পত্র এবং আধুনিক পরিকাঠামোর প্রতিশ্রুতি যেখানে স্পষ্ট, সেখানেই আন্তর্জাতিক পুঁজি নিশ্চিন্তে পা রাখে। অপ্রচলিত শক্তি, সমুদ্রবাণিজ্য সংক্রান্ত পরিকাঠামো এবং আধুনিক উৎপাদন ক্ষেত্রে বাংলা যেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাকে এই আন্তর্জাতিক মঞ্চের সামনে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরাই এই সমাবেশের মূল নির্যাস। এক ছাদের তলায় এতগুলি দেশের শীর্ষ প্রতিনিধির উপস্থিতি প্রমাণ করছে, আগামী দিনের বিশ্ব অর্থনীতির ঝড়ে ভারত যখন ভরসার নোঙর, তখন সেই অভিযাত্রায় বাংলাও নিজের আসনটি শক্তপোক্ত করে নিতে প্রস্তুত।

‘মূলস্রোতে না ফিরলে হারিয়ে যেতে হবে’

বিজয় মিছিল থেকেও সংখ্যালঘুদের বার্তা শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : সংখ্যালঘু মুসলিমদের বাদ দিয়ে রাজ্যের ক্ষমতা দখল অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে এই মিথকে ভেঙে ’২৬-এর ভোটে রাজ্যে সরকার গড়েছে বিজেপি। নতুন সরকারের পাঁচ মাসের মধ্যে নন্দীগ্রাম ও বিশেষত রেজিনগরের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আসনের উপনির্বাচনে বিধানসভা ভোটের সাফল্যকে ধরে রাখার বাধ্যবাধকতা ছিল বিজেপির। সেই লক্ষ্যেও এবার সফল হওয়ার পর সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, ‘মূলস্রোতে না থাকলে হারিয়ে যেতে হবে।’ রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও বলেছেন, আগামী ২০ বছর কেন্দ্রে বা রাজ্যে বিজেপি সরকারের বদল হওয়ার কোনও সম্ভবনা নেই।

রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভার মধ্যে প্রায় ১২৫টি আসনে সংখ্যালঘু ভোট ছিল নির্ণায়ক শক্তি। সেই অঙ্কে ৪৯ বছরে বিজেপির মেরুকরণের রাজনীতি এরাজ্যে সাফল্যের মুখ দেখেনি। শুভেন্দুকে হিন্দুত্ববাদী প্রচারের মুখ করে ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে হিন্দু ভোট একজোট করার লক্ষ্যে সাফল্য মেলে। যদিও শুধু হিন্দুত্ববাদী প্রচারই নয়, অনেকের ভোটাধিকার কাড়তে নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগানোর মতো নানা কৌশলও অবলম্বন করেছিল বিজেপি বলে অভিযোগ। কমিশনের এসআইআর-এর বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ এখন প্রকাশ্যে। বাংলা জয়ে দেশের সমস্ত বিজেপি শাসিত রাজ্যকে ঝাঁপাতে নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্র। বিজেপির এই রণনীতির মূল কথা হল সরকার গঠনে মুসলিমদের নির্ণায়ক শক্তি হতে না দেওয়া। এই যূথবদ্ধ রণনীতিতে বাংলায় যে সাফল্য মিলেছে, সেই রসায়নকে ধরে রেখে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এই মুহূর্তে বিজেপির অন্যতম লক্ষ্য। সদ্যসমাপ্ত নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচন ছিল তার অ্যাসিড টেস্ট। সেই পরীক্ষায় আপাতত সফল হওয়ার পর এদিন তার কারণ ব্যাখ্যা করে বিজয় মিছিল থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘২৬-এ বিজেপি শুধু হিন্দু ভোটে নির্বাচিত হয়েছে। হ্যাঁ, এটা ঘটনা।... তারা দেখেছে, ভোট না দেওয়া সত্ত্বেও বিজেপির বিজয়রথ আটকানো যায়নি। তাই তারা মূলস্রোতে ফিরতে চাইছে।’

নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মিছিল। সোমবার।

উপনির্বাচনের প্রচারে গিয়ে সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে এটাই সরকারের সঙ্গে (আসলে বিজেপির সঙ্গে) বন্ধুত্ব করার সুযোগ বলে বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জয়ের পর এবার খোলাখুলি বললেন, ‘তাঁদের সঙ্গে না থাকলে হারিয়ে যেতে হবে।’ সোমবার রেজিনগর ও নন্দীগ্রামে দলের জয় উদযাপন করতে বিজেপির রাজ্য দপ্তর থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করে বিজেপি। শেষ ২০০ মিটার নন্দীগ্রামের হাসিরানি রথ ও রেজিনগরের শাখারভ সরকার, দুই বিজয়ী প্রার্থীকে পাশে নিয়ে মিছিলে হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী।

চন্দ্রনাথ খুনে অভিষেককে নিশানা

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : রেজিনগর, নন্দীগ্রামের বিজয় সমাবেশ থেকে মমতাকে হৃদ মাঝারে রাখার কথা বললেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রী শোনালেন জেল বার্তা।

সোমবার রেজিনগর, নন্দীগ্রামের বিজয় উদযাপনে কলকাতায় বিজেপির রাজ্য দপ্তর থেকে বিজয় মিছিল করে এসে ধর্মতলায় সভা করল বিজেপি। মিছিলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্যের পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো ও দুই বিজয়ী প্রার্থী শামিল হন।

নন্দীগ্রামে বিজয়ী হাসিরানি রথের পুত্র প্রয়াত চন্দ্রনাথ রথ বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পরেই খুন হন। তিনি ছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ব্যক্তিগত সহায়ক। নন্দীগ্রামের উপনির্বাচন পর্বে এই খুনের পেছনে নাম না করে ডায়মন্ডহারবার যোগের অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন আরও একধাপ এগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘অনেক বেদনা নিয়ে হাসিরানি প্রার্থী হয়েছিলেন। আমি ধন্যবাদ জানাব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তাঁর প্রচেষ্টায় খুনিরা আজ জেলে। আর যারা খুন করিয়েছেন তাঁরা জেলে যাবার অপেক্ষায়।’

সম্প্রতি এই খুনের তদন্তের অগ্রগতির কথা জানিয়ে শুভেন্দু দাবি করেছিলেন, ৭০ শতাংশ কাজ করে ফেলেছে সিবিআই। বাকিটুকু খুব শিগগিরই হয়ে যাবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বার্তায় চন্দ্রনাথ খুনে ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই আবার নিশানা করলেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিকে, তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিনই ক্যামাক স্ট্রিটের বেআইনি দপ্তরের বিলবোর্ড কাণ্ডে ফের হাজিরা এড়িয়েছেন অভিষেক। পুলিশকে এক ইমেল মারফত অভিষেক জানিয়েছেন, এত কম সময়ের ব্যবধানে তাঁর পক্ষে হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয়। অন্তত ৪৮ ঘণ্টা সময় দিয়ে যেন তাঁকে ডাকা হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলন ও কমিশন অভিযানে মমতার শামিল হওয়াকে কটাক্ষ করে শমীক বলেন, ‘মাতৃপক্ষে আমরা রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে মিস করছি। মিস করছি।’

কুমোরটুলি থেকে মণ্ডপের পথে। সেই দৃশ্যের সাক্ষী বিদেশি পর্যটকরা। সোমবার কলকাতায়। -রাজীব মণ্ডল

কুণালের নিরাপত্তা নিশ্চিতের নির্দেশ

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : কালীঘাটপন্থী তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের ওপর হামলার ঘটনায় সোমবার প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। দুজন পুলিশকর্মী থাকার পরেও কীভাবে তাঁর ওপর দলগত হামলা হল তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। বিধায়কের জন্য আপাতত অতিরিক্ত কোনও পুলিশি নিরাপত্তার নির্দেশ দেয়নি আদালত। তবে, সোমবার কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কুণালের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে তাঁকে।

শ্রীরামপুরে মমতার সভায় যাওয়ার সময় এবং বেলেঘাটায় পরপর দু’বার গত মাসে হামলা হয়েছে কুণালের ওপর। এই অভিযোগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। তাঁর আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য এদিন অভিযোগ করেন, রাজ্যে সরকার বদলের পরেই কুণালের নিরাপত্তা কমানো হয়েছে। তাঁর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পাইলট কার সহ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়েছে। যদিও ডিম আক্রমণ সংক্রান্ত মামলাটি প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে শুনানি হবে বলে জানানো হয়েছে। কুণাল বলেন, ‘আমার এবং বাকি কর্মী-সমর্থকদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় দুটি মামলার শুনানি হয়েছে। রাজ্য সরকার ও পুলিশের ভূমিকায় কমিশন অসন্তুষ্ট। তারা যথার্থ রিপোর্ট দিচ্ছে না। ২ নভেম্বরের মধ্যে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট এবং কালীঘাট থানাকে আমার নিরাপত্তার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’

আজ শহরে ফের মমতার কর্মসূচি

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : জ্ঞানেশ কাণ্ডে দিল্লির রাজপথে ইন্ডিয়া জোটের প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন। আগামীকাল মঙ্গলবার কলকাতার রাস্তায় নামছে মমতা-তৃণমূল। সেই মিছিলে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থাকার সম্ভবনা প্রবল। সোমবার রাতেই কলকাতায় ফিরে এসেছেন। আগামীকাল রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল। সোমবার দিল্লিতে সুপ্রিম কোর্ট অভিযানের কর্মসূচিতে রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি, নেহা বোরাসহ বিরোধী নেতৃত্ব থাকলেও পুরো সময় থাকতে পারেননি মমতা। তাঁকে দেখা যায় কনস্টিটিউশন ক্লাবে বিরোধী সাংসদদের সঙ্গে। ছিলেন তৃণমূলের মমতাপন্থী সাংসদেরাও। সেখানে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষের বিচারের দাবি তুলে তৃণমূল নেত্রী বলেন, ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস, নাথিং এলস।’ নির্ধারিত সময়ে কলকাতার বিমান থাকার জন্যে তিনি ইন্ডিয়া জোটের মিছিলে শেষপর্যন্ত ছিলেন না বলে জানা গিয়েছে।

মঙ্গলবার কলকাতার কর্মসূচিতে মমতা উপস্থিতি নিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে খোলসা করা হয়নি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি নিয়েও স্পষ্ট বার্তা নেই। দলের একাংশের দাবি, মিছিলে যোগ দিতে পারেন নেত্রী। অন্য অংশের যুক্তি, মমতা অংশ নিলে তাঁর কর্মসূচির খবর আগেভাগেই ছড়িয়ে পড়ত। তবে তৃণমূল নেত্রীর রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি যাঁরা চেনেন, তাঁরা জানেন, শেষ মুহূর্তে কর্মসূচিতে হাজির হওয়া তাঁর কাছে নতুন নয়। সাম্প্রতিক অতীতে ধর্মতলা কিংবা শ্যামবাজারের কর্মসূচিতেও আচমকা পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। ফলে মঙ্গলবারও তেমন কোনও চমক অপেক্ষা করছে কি না, সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না দলের নেতারা।

ককরোচদের উৎখাতের ডাক

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : দিল্লি সহ দেশজুড়ে নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে ককরোচ পার্টি সহ বিরোধীদের আন্দোলনকে সম্পূর্ণ গুরুত্বই দিলেন না মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন কলকাতা ময়দানে পূর্ত দপ্তরের টেন্টে রাজ্য বার কাউন্সিলে রাষ্ট্রবাদীদের জয় উপলক্ষ্যে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পিছনে দেশের সাধারণ মানুষ ও গণতন্ত্র রয়েছে। তাই ‘দিমাগি নকশাল ও দেশবিরোধীদের’ এই চক্রান্ত সফল হবে না।

দিল্লির আন্দোলন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দিল্লিতে যে আন্দোলন চলছে, তার পিছনে রয়েছে ডিপ স্টেটের চক্রান্ত। ওরা কিছুই করতে পারবে না। ওদের মোকাবিলা করতে আমাদের রাষ্ট্রবাদীরাই যথেষ্ট।’ পার্টি চাইলে রাষ্ট্রবাদীরা ময়দানে নেমে এই আন্দোলনের মোকাবিলা করতে পারত। তিনি বলেন, বর্তমানে দিল্লি পুলিশই এই পরিস্থিতি দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিচ্ছে। দেশবিরোধী শক্তিরা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে কখনই সফল হতে পারবে না, মন্তব্য তাঁর।

রাজ্যের আসন্ন পুজো ও আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সপ্তমীর দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা রাজ্যে আসতে পারেন। পুজোয় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসন পুরোপুরি সজাগ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্ক সার্কাস এলাকার একটি মিছিলের কর্মসূচি নিয়ে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ভালো জায়গা বেছে নিয়েছেন তিনি।’

‘নিয়োগে আর দুর্নীতি হবে না’

পুলিশে ৯ হাজার পদে, কলকাতা পুলিশে ৪ হাজার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নভেম্বর-ডিসেম্বরে : মুখ্যমন্ত্রী

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : রাজ্যে সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে শতভাগ স্বচ্ছতা ও ত্রুটিমুক্ত হওয়ার আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, নিয়োগ ঘিরে আর কোনও দুর্নীতি হতে দেওয়া হবে না এবং প্রার্থীদের এর জন্য আদালতের দরজায় দৌড়াতে হবে না।

সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে নবনিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবলদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার অনুষ্ঠান থেকে তিনি আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ১৩ হাজার নতুন পুলিশ পদে নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। এর মধ্যে কলকাতা পুলিশেই ৪ হাজার শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করা হবে। পাশাপাশি, পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মারফত রাজ্য পুলিশে আরও ৯ হাজার নতুন কনস্টেবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এছাড়াও, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে পুলিশ বিভাগে ৬৫০ জন ‘গ্রুপ-সি’ ক্লার্ক পদেও নিয়োগ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, আগামী দুই বছরের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের চেয়েও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বাহিনীর শক্তি ও সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

পূর্ববর্তী সরকারের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওবিসি তালিকা সংক্রান্ত আইনি জটিলতা ও ভুল প্রশাসনিক নীতির কারণেই এতদিন নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে ছিল এবং রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছিলেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শীর্ষ আদালতে আইনি জট ছাড়িয়ে দ্রুত এই আটকে থাকা নিয়োগ সম্পন্ন করেছে। পুলিশি পরিকাঠামো শক্তিশালী করার ওপর জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে কখনও থানা চালানো যায় না। থানা চালাতে প্রশিক্ষিত কনস্টেবলদেরই প্রয়োজন।’ তবে সিভিক ভলান্টিয়ারদের প্রতি সরকারের কোনও বিদ্বেষ নেই উল্লেখ করে তিনি জানান, ইতিপূর্বেই তাঁদের বেতন ২ হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে।

চাকরিপ্রার্থীদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চলতি অর্থবর্ষের মধ্যেই রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে পড়ে থাকা প্রায় এক লক্ষেরও বেশি শূন্যপদ মেধা ও সততার ভিত্তিতে পূরণ করা হবে।

সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কর্মীদের ২০ শতাংশ বকেয়া ডিএ চলতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যেই মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সপ্তম বেতন কমিশন নিয়ে তিনি জানান, কমিশনের চূড়ান্ত সুপারিশ সংক্রান্ত রিপোর্ট সরকারের হাতে পৌঁছানো মাত্রই দ্রুত কার্যকর করা হবে। চলতি অর্থবর্ষের মধ্যেই রাজ্যের সমস্ত দপ্তরে শূন্য থাকা প্রায় ১ লক্ষেরও বেশি পদে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হবে বলে পুনর্ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দুই মনীষীর নামে প্রবেশদ্বার

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : বিশিষ্ট মনীষীদের নামে নামকরণ করা হবে লোকভবনের বিভিন্ন প্রবেশদ্বারের। সোমবার রাজ্যপাল এন রবির উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, ক্ষুদিরাম সহ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের নামে নামাঙ্কিত হল লোকভবনের ছয়টি গেট। ভবনের দক্ষিণ দিকের মূল ফটক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি প্রবেশ করেন। সেই গেটটির নাম রাখা হয়েছে ‘ঋষি বঙ্কিম দ্বার’। তবে শুধু মূল ফটকই নয়, এই প্রবেশদ্বার থেকে ভবনের ভিতরের গেট পর্যন্ত যে রাস্তা আছে, সেটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘কর্তব্য পথ’। অন্যদিকে, এজি বেঙ্গল ও কলকাতা হাইকোর্টের দিকের প্রবেশদ্বার দিয়ে লোকভবনে যাতায়াত করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সেই গেটটির নামকরণ হয়েছে ‘ডঃ বিধানচন্দ্র রায় দ্বার’।

ভবনের উত্তর দিকে সর্বসাধারণের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত প্রবেশদ্বারটির নাম রাখা হয়েছে ‘কবিগুরু দ্বার’।

নয়া চেয়ারম্যান

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : পুজোর আগেই জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদগুলিতে রদবদল। রাজ্যের ১৯টি জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ করল সরকার। সোমবার স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই নিয়োগের কথা জানানো হয়েছে। শিলিগুড়ি প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেবেন মণিকুমার লামা। জলপাইগুড়ি প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে ধীরজমোহন ঘোষ, আলিপুরদুয়ারে দিলীপ পাল, কোচবিহারে সাধনকুমার পাল, উত্তর দিনাজপুরে সুব্রত সরকার ও দক্ষিণ দিনাজপুরে দুর্গেশচন্দ্র দেবনাথ নতুন চেয়ারম্যানের ভূমিকা পালন করবেন।

প্রতারণা

নবগ্রাম, ১২ অক্টোবর : সেনাবাহিনীর ‘স্পেশাল কর্নেল’ পরিচয় দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে মুর্শিদাবাদে গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি। ধৃত তরুণ দাস সাগরদিঘির বাসিন্দা। অভিযোগ, সেনার পোশাক পরে ‘গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া’ লেখা গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন তিনি। চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। প্রাথমিক তদন্তের পর সোমবার তাঁকে লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশের তরফে ১০ দিনে পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানানো হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, তরুণের গতিবিধি ও আচরণে সন্দেহ হয়েছিল তাঁদের। ‘ভুয়ো কর্নেল’-এর কাছে সেনাবাহিনীর বৈধ নথি দেখতে চাওয়া হলে, তিনি তা দেখাতে ব্যর্থ হন। তাঁর কাছ থেকে তিনটি ওয়াকিটকি ও কয়েকটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

রাস্তার নামবদলে আপত্তি

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : রাজ্যে পালা বদলের পরেই একের পর এক ভাঙা হয়েছে লেনিন, মার্কসের মূর্তি। এমনকি তাঁদের নামে থাকা রাস্তাগুলির নামকরণ বদলের প্রসঙ্গও বারবার তুলেছে রাজ্য সরকার। এই পরিস্থিতিতে আরএসএস ও বিজেপির বিরুদ্ধে বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের অপমানের অভিযোগে একত্রিত হল বামপন্থীরা। রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পরে বামপন্থী ও তাদের ধ্যানধারণার ওপর যেভাবে ক্রমাগত আক্রমণ ধেয়ে এসেছে তা নিয়ে সোমবার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের সামনে ৬টি বামপন্থী দলের আহ্বানে সমাবেশ হয়। লেনিন মূর্তির পাদদেশে কর্মসূচি করতে চাইলেও শেষ মুহূর্তে পুলিশের তরফে অনুমতি বাতিল করা হয়। তাই সভাস্থলও বদল করতে হয় বামেদের।

বাধ্য হয়ে সভার স্থান বদল

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভগৎ সিং, স্বামী বিবেকানন্দ, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, লালা লাজপত রায় সহ ব্যক্তিত্বদের উদ্ধৃতি তুলে ধরে সমাবেশ স্থলে প্রতিবাদ দেখায় বাম নেতৃত্ব। কেন লেনিন, কাল মার্কসরা বিশ্ববরেণ্য তা তুলে ধরে এই সমাবেশকে বিজেপিকে সরানোর প্রস্তুতি সভা বলে উল্লেখ করেন তাঁরা। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, ‘ওরা যদি লেনিনের মূর্তি ভাঙে তাহলে গান্ধিজিও অক্ষত থাকবে না। আর যদি গান্ধিজির মূর্তি ভাঙে তাহলে নেতাজিও অক্ষত থাকবে না। থাইল্যান্ড, চিন, জাপানেও গৌতম বুদ্ধের মূর্তি, মন্দির রয়েছে। তারা কি বলবে গৌতম বুদ্ধ ভারতীয়?’ বিজেপিকে কটাক্ষ করে এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, ‘ওরা বলছে লেনিন, মার্কস কী করেছেন? আমাদের দেশের মনীষীরাও লেনিন সম্পর্কে বলে গিয়েছেন।’ সিপিআই-এর রাজ্য সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ‘লেনিন, হো চি মিন কি বিদেশি? শুধু মার্কস বলেননি ধর্ম আফিমের মতো। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরও ধর্মের মোহ নিয়ে বলে গিয়েছিলেন।’

বড় দায়িত্ব। নবনিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবলদের হাতে নিয়োগপত্র।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম আহ্বানের নোটিশ
নং. সিওএম/পার্সেল/লিজিং/ই-এইউসি/এইচডব্লিউএইচ/পিটি-IV, তারিখ: ৯.১০.২০২৬
আইআরইপিএস-এর ই-নিলাম মডিউলের মাধ্যমে পার্সেল লিজিং চুক্তি প্রদানের জন্য সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিশন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৪র্থ তলা, রেল মিউজিয়াম এর কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। (১) রেলওয়ে প্রশাসন আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-নিলাম মডিউলের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে ছেড়ে যাওয়া ০৪ টি যাত্রী বহনকারী ট্রেনে ০৪ টি এসএলআর লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করছে। (২) বিশদ শর্তাবলী সম্বলিত নিলাম ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ রয়েছে। তাৎক্ষণিক ই-নিলামের জন্য বিডিং www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম মডিউলের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-নিলাম মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের এককালীন নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর গ্রহণ করাও আবশ্যক। নিলাম ক্যাটালগ নং : পিসিএল-এইচডব্লিউএইচ-২৬-১০সি; কম্পার্টমেন্ট : ০৪টি যাত্রী বহনকারী ট্রেনে ০৪ টি এসএলআর; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়: ১৬.১০.২০২৬ তারিখে ১৪:৩০ টায়। HWH-389/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৪৭ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৫ আশ্বিন ১৪৩৩

কলরব ও ভয়

পুলিশরাজ নাকি! নাহলে কেন প্রশ্ন করতে দেওয়া হবে না! নাহলে কেন অভিযোগ থাকলে করা যাবে না! প্রশ্ন করতে চাইছে তরুণসমাজ। অভিযোগে সরব জেন জেড। যে অধিকার সংবিধান সম্মত। সেই অধিকার দূরের কথা। নিরস্ত্র দেশের নাগরিককে আটকাতে গড়ে তোলা হয়েছে ব্যারিকেড। দেশের রাজধানীর পথে পথে যুদ্ধের প্রস্তুতি যেন। রোজ দলে দলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দামাল তরুণকে ধরপাকড় করা হচ্ছে। এমনভাবে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মনে হচ্ছে তাঁরা দাগি অপরাধী।

তরুণ নাগরিকরা দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি করছেন। দাবিটি নিয়ে আলোচনা হতে পারত। দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেত। দাবি তোলা নাগরিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। সেই অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার অর্থ কি সংবিধানের মূল ভাবনার ওপর আঘাত নয়? আইনজীবী থেকে শুরু করে সংবাদমাধ্যম পর্যন্ত বাধার মুখে। সাংবাদিকরা রাষ্ট্রের সন্দেহের চোখে। স্বাধীন সংবাদ সংগ্রহে লাগাম পরানো হয়েছে।

কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু সংবাদমাধ্যমকে সীমাবদ্ধ অধিকার দেওয়া হলেও বাকিরা বঞ্চিত। এই বঞ্চনার কারণ জানতে চাইলে সাংবাদিকদের জোর করে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি টেনেহিঁচড়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। আটকে রাখছে। একই পদক্ষেপ আইনজীবীদের সঙ্গে। যাঁরা নাগরিক অধিকার রক্ষায় পেশাগত কারণেই সরব। সঠিক সংবাদ পরিবেশন ও নাগরিক অধিকারের পক্ষে সরবতাই যেন অপরাধ। কেন এই আচরণ? মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবি তোলা কি নিষিদ্ধ?

যদি সেটাই হয়ে থাকে দিল্লি পুলিশের আচরণের কারণ, তাহলে পিছনে যুক্তি কী? কোনও প্রশ্নের উত্তর নেই। সরকারের শীর্ষকর্তাদের মুখে কুলুপ। দিল্লি পুলিশের কমিশনার চুপ। মাঝে মাঝে কিছু সাফাই দেওয়ার জন্য ডিএসপি পদমর্যাদার কাউকে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু সাফাই ছাড়া তাঁর কাছে কোনও কিছুর ব্যাখ্যা নেই। নয়াদিল্লি এখন নাগরিকদের কাছেও অবরুদ্ধ শহর।

যে শহরে স্থানীয় বাসিন্দারাও স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারছেন না। গণপরিবহণ আটকে রেখে দেওয়া হল ক'দিন ধরে। মেট্রো বন্ধ। কিছু দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল। বাইরে ট্রেনে গেলে স্বচ্ছন্দে দিল্লিতে ঢোকা যাবে- এমন নিশ্চয়তা নেই কারও। দেশের রাজধানীতে যদি এমন শ্বাসবন্ধ করার মতো পরিস্থিতি থাকে, তাহলে গণতান্ত্রিক পরিবেশ আছে কি না, প্রশ্ন কি উঠবে না? সংবিধানের মৌলিক অধিকার কি তালাবন্ধ হয়ে যাচ্ছে না?

দিল্লি পুলিশের পদক্ষেপ কি আন্দোলন মোকাবিলা নাকি শাসকের ভয়ের কারণে? বিরোধীরা এই আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে চাইছে বৈকি। কিন্তু বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘুম কেড়ে নিয়েছে তরুণ প্রজন্ম। ককরোচ জনতা পার্টি আন্দোলনের ডাক দিচ্ছে বটে, কিন্তু তাতে বিপুল সাড়া মিলছে তরুণ প্রজন্মের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কারণে। এই অংশগ্রহণ আসলে জেন জেড-এর রাগ, ক্ষোভ, হতাশার বহিঃপ্রকাশ।

বেকারত্ব, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, বিভাজনের চেষ্টা ইত্যাদিতে বিরক্ত, ক্রুদ্ধ তারুণ্য তাই পথে নেমেছে। এই জনোচ্ছ্বাস তাই কাঁপন ধরিয়েছে শাসক শিবিরে। সরকার মুখ বুজে থাকলেও সর্বভারতীয় শাসকদল এই আন্দোলনের নেপথ্যে বিদেশি শক্তির হাত আছে বলে প্রচার করছে। এই প্রচারের প্রমাণটাও নেহাত ঠুনকো। বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের জুলাই আন্দোলনের নেতা নাহিদ ইসলামের মন্তব্যই প্রমাণ। নাহিদ আন্দোলনকে সমর্থন করে সমাজমাধ্যমে নিছক পোস্ট করেছেন।

সেটাকেই বিদেশি শক্তির হাত হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা হাস্যকর। পূর্বতন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করার পর কেন্দ্রীয় সরকার ও শাসকদল তরুণসমাজের সঙ্গে সংযোগ বাড়ানোর নানা পরিকল্পনা নিয়েছিল। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ওই কর্মসূচিতে জোর দেন। বাস্তবে যে নবীন প্রজন্মের সঙ্গে সংযোগ বিন্দুমাত্র তৈরি হয়নি, তা স্পষ্ট। দেশের যুব সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণে ভরসা তাই পুলিশ ও বলপ্রয়োগ। চুলোয় যাক গণতন্ত্র!

অমৃতধারা

আত্মমর্যাদাকে কখনও হারাইও না। ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতাই মহাশক্তি- এই মহামন্ত্র সতত স্মরণ করিয়া চলিও। আত্মপ্রতারণা করিয়া কখনও কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিও না। সংকল্প, সাধন বা প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যে কোনও দুঃখ-দৈন্য-দুর্বিপত্তিকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রকৃত মানুষ সেই আরব্ধ কর্ম সম্পাদনে জীবনকে উপেক্ষা করিয়া থাকে। মানুষের শক্তির বিকাশ প্রকাশ হয় কার্যের দায়িত্বের মধ্য দিয়া। কর্মও যেমন করিবে জপধ্যানও তেমনি করিবে। বিবেক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া গেলে ধর্মভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবে। তাহা না হইলে কর্মের ভিতর নানা প্রকার বিঘ্ন আসিয়া ধর্মজীবন নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম হয় ভগবচ্চিন্তা ও ভগবৎ ধ্যানে। যে লোক আদর্শ হইবে তাহাকে বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হইবে।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

আন্দোলন মানেই কি তবে ডিটেনশন?

দিল্লির বিধিনিষেধে নাগরিক প্রতিবাদের অধিকার নিয়ে আদালত ও ইতিহাস ফের প্রশ্ন তুলল।

আবীরলাল মণ্ডল

মনে পড়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের কথা? ১৯৪২ সালের ৮ অগাস্ট বোম্বেতে কংগ্রেসের অধিবেশনে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের দাবিতে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরদিন ভোরে মহাত্মা গান্ধি সহ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গান্ধিজিকে আগা খান প্যালেসে এবং জওহরলাল নেহরু সহ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের আহমেদনগর দুর্গে বন্দি রাখা হয়েছিল। শাসকের ধারণা ছিল, আন্দোলনের নেতৃত্বকে আটক করলেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা স্তিমিত হবে। কিন্তু নেতাদের বন্দি করেও ব্রিটিশ সরকার মানুষের স্বাধীনতার দাবি থামাতে পারেনি। আজ স্বাধীন ভারতে দাঁড়িয়ে, অন্য প্রেক্ষাপটে হলেও, সেই ইতিহাসের প্রতিধ্বনি কি শোনা যাচ্ছে না?

সম্প্রতি দিল্লির যন্তরমন্তরকে ঘিরে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার দাবিতে বিক্ষোভের ডাক দেয়। ১০ অক্টোবরের কর্মসূচির আগে ব্যাপক পুলিশি বন্দোবস্ত করা হয়। সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কাকে দিল্লিতে পৌঁছানোর পর বিমানের ভিতরেই আটক করা হয়। অনুমতি না মেলায় তাঁরা যন্তরমন্তরে পৌঁছাতে পারেননি। রাজধানীর বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু বিক্ষোভকারীকে আটক করার খবর আসে। পুলিশের বক্তব্য, সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শান্তিপূর্ণ সমাবেশের আগেই এত ব্যাপক আটক ও যাতায়াতে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন কতটা ছিল, সেই প্রশ্ন উঠেছে।

১২ অক্টোবরও বিতর্ক থামেনি। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে স্মারকলিপি দিতে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ নাকচ হওয়ার পর কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধীরা সুপ্রিম কোর্টের দিকে মিছিল করেন। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, বিষয়গুলি আদালতের বিচারাধীন থাকায় সরাসরি বৈঠক করা বিচারিক শিষ্টাচারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে না। বরং আবেদন জানানো যেতে পারে। ওই দিন নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে দিল্লির ছ'টি মেট্রো স্টেশনের প্রবেশ ও নির্গমন পথ সকাল ছ'টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়। স্টেশনগুলি ছিল জনপথ, মান্ডি হাউস, বারাখাম্বা রোড, সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট, রাজীব চক ও প্যাটেল চক। কুড়িটিরও বেশি পথে যান চলাচলেও বিধিনিষেধ জারি হয়। সিজেপি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের দিন ও সময় জানাতে দিল্লি পুলিশকে ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা দেয়।

এদিকে, দিল্লি পুলিশ যন্তরমন্তরকে নির্ধারিত প্রতিবাদস্থলের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে রামলীলা ময়দান, বুরারি ময়দান ও পূর্ব দিল্লির সিবিডি ময়দানকে বিকল্প স্থান হিসেবে চিহ্নিত করে। দীর্ঘদিনের পরিচিত প্রতিবাদস্থল থেকে আন্দোলন সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে প্রশ্ন উঠেছে, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের বাস্তব সুযোগ কতটা থাকছে। যন্তরমন্তর বন্ধ এবং বিকল্প স্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন করা হয়। ১২ অক্টোবর আদালত জরুরি শুনানিতে রাজি হয়নি, বিষয়টি ১৩ অক্টোবর শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত হয়। ইন্ডিয়ান ইউথ কংগ্রেসের আবেদনেও কেন্দ্রকে অবস্থান জানানোর জন্য একদিন সময় দেওয়া হয়। ১০ অক্টোবর কনট প্লেস ও যন্তরমন্তরের আশপাশে বিক্ষোভকারীদের উপর হামলার অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়ে করা আরেকটি আবেদনও ১৩ অক্টোবর শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত হয়। অভিযোগগুলি যাচাই হওয়া বাকি, তবে বিক্ষোভে আসা মানুষের নিরাপত্তা ও প্রতিবাদের জায়গা নিয়ে প্রশ্নগুলি উপেক্ষা করা যায় না।

জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের উদ্দেশে পদযাত্রায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। সোমবার নয়াদিল্লিতে।-পিটিআই

এর আগের দিন, ১১ অক্টোবর, সুপ্রিম কোর্ট দিল্লির পরিস্থিতি নিয়ে শুনানিতে শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েত হওয়া মানুষকে বেআইনিভাবে আটক না করার কথা বলে। আদালত মেট্রো ও রেল পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা, ইন্টারনেট পরিষেবায় বিঘ্ন না ঘটানো এবং আইনজীবী ও সাংবাদিকদের পেশাগত কাজে বাধা না দেওয়ার নির্দেশও দেয়। যান চলাচল ও আইনশৃঙ্খলার বাস্তবতা মেনে ব্যারিকেডের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা করার কথাও বলা হয়। আদালত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নোটিশ দিয়ে ১৩ অক্টোবরের মধ্যে জবাব চেয়েছে। তবে আদালত প্রতিটি পুলিশি পদক্ষেপকে চূড়ান্তভাবে বেআইনি ঘোষণা করেছে, এমন বলা ঠিক হবে না। নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা ও নাগরিক অধিকারের মধ্যে ন্যায্য ভারসাম্য বজায় থাকছে কি না, সেটিই বিচার্য।

ভারতীয় সংবিধানের ১৯(১)(ক) ধারায় বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার এবং ১৯(১)(খ) ধারায় শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার স্বীকৃত। এই অধিকারগুলি অবশ্য সীমাহীন নয়। জনশৃঙ্খলার স্বার্থে সংবিধান সম্মত যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ থাকতে পারে। তাই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেই কোনও আটক স্বয়ংক্রিয়ভাবে অসাংবিধানিক, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না। কিন্তু আটক করার আইনি ভিত্তি কী, ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় ও আনুপাতিক কি না এবং নাগরিকের প্রতিকার চাওয়ার সুযোগ রয়েছে কি না, তার উত্তর দিতে হবে। সরকারের সমালোচনা করা বা নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা কোনও অপরাধ নয়।

১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন থেকে ১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থা, রাষ্ট্রের আটকনীতি বারবার নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন তুলেছে। দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভ ঘিরে হাজারো মানুষকে আটক, মেট্রো স্টেশনে বিধিনিষেধ এবং যন্তরমন্তরকে সরকারি প্রতিবাদস্থলের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সেই বিতর্ক ফের সামনে এনেছে। ১২ অক্টোবরও ছ'টি স্টেশনের প্রবেশপথ বন্ধ ছিল, বিরোধীরা সুপ্রিম কোর্টের দিকে মিছিল করেন, আর সিজেপি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের দিন জানতে পুলিশকে ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা দেয়। প্রশ্ন একটাই, নিরাপত্তার নামে নাগরিক প্রতিবাদের পথ কতটা সংকুচিত করা যায়? সেই উত্তরই জরুরি।

প্রতিরোধমূলক আটক ও বিরোধী মত নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস দীর্ঘ। ১৮১৮ সালের বেঙ্গল স্টেট প্রিজনার্স রেগুলেশন ব্রিটিশ শাসনকে বিচার ছাড়াই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আটকে রাখার ক্ষমতা দিয়েছিল। ১৯১৯ সালের রাওলাট আইনও বিচার ছাড়াই আটক রাখার বিধান আনায় তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়ে। সেই সময়ের দমননীতি ও গ্রেপ্তারের আবহের মধ্যেই জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটে, যদিও ঘটনাটিকে শুধু রাওলাট আইনের প্রতিবাদের সরল ফল হিসেবে দেখা যায় না। স্বাধীনতার পর ১৯৫০ সালে প্রিভেনটিভ ডিটেনশন অ্যাক্ট চালু হয়। ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধির সরকার মেইনটেন্যান্স অফ ইন্টারনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বা মিসা আনে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালের জরুরি অবস্থায় জয়প্রকাশ নারায়ণ, অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানি ও জর্জ ফার্নান্ডেজ সহ বহু বিরোধী নেতা আটক ছিলেন। ১৯৭৭ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধির সরকার পরাজিত হয়। জরুরি অবস্থার অবসান ঘটে ২১ মার্চ। ইতিহাসের শিক্ষা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিয়ে সাময়িকভাবে প্রতিবাদ থামানো গেলেও জনমতের প্রশ্ন মুছে ফেলা যায় না।

পরবর্তী সময়ে জাতীয় সুরক্ষা আইন, টাডা, পোটা ও বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন বা ইউএপিএ নিয়ে নাগরিক অধিকার ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ভারসাম্য নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। তবে এই আইনগুলির উদ্দেশ্য ও বিধান এক নয়; প্রতিটির প্রয়োগ আলাদা করে বিচার করা প্রয়োজন। ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৭ এবং ১৫১ ধারার বদলে এখন ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহতির ১২৬ এবং ১৭০ ধারায় যথাক্রমে শান্তি বজায় রাখার মুচলেকা এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রতিরোধমূলক গ্রেপ্তারের বিধান রয়েছে। এই ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইন মেনে চলা এবং অযথা ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব না করা জরুরি। রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বাকস্বাধীনতার গুরুত্ব তুলে ধরে। মানেকা গান্ধি বনাম ভারত সরকার মামলাও ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণকারী প্রক্রিয়ায় ন্যায়সংগত ও যুক্তিসংগতর প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা করে।

তা হলে রাষ্ট্র এই ধরনের আটক ও বিধিনিষেধ থেকে কী অর্জন করতে চায়? নিরাপত্তা রক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, কিন্তু সেই দায়িত্বের অজুহাতে প্রতিবাদের পথ এমনভাবে বন্ধ করা যায় কি, যাতে নাগরিকের অধিকার কাগজে থাকে, বাস্তবে নয়? ১২ অক্টোবর যন্তরমন্তরকে নির্ধারিত প্রতিবাদস্থলের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া, ছ'টি মেট্রো স্টেশনের প্রবেশপথ বন্ধ রাখা এবং বিক্ষোভের অনুমতি নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখিয়েছে, বিতর্কটি শেষ হয়নি। সিজেপি জানিয়েছে, পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তারিখ না জানালে তারা নিজেরাই নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করবে। আদালতেও আটক, চলাচল ও সমাবেশের অধিকারের প্রশ্ন উঠেছে। গণতন্ত্রে আন্দোলন সব সময় শাসকের কাছে সুবিধাজনক নয়, কিন্তু বিরোধী মত প্রকাশের জায়গা থাকা জরুরি। আন্দোলন মানেই কি তাহলে ডিটেনশন, নাকি ভিন্নমত শুনে তার জবাব দেওয়াই গণতান্ত্রিক শাসনের আসল পরীক্ষা?

(লেখক অক্ষরকর্মী)

আজ

১৯৮৭

কিংবদন্তি শিল্পী কিশোরকুমারের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯১১

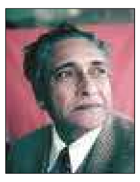

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অশোককুমার।

আলোচিত

আমি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বলতে চাই, আপনার সরকারের ২০০ জন আধিকারিক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। (জ্ঞানেশ কুমার) রাজসাক্ষী হয়ে যান। পদত্যাগ করুন। সেটাই হবে আপনার দেশসেবা। আপনি (জ্ঞানেশ) অপরাধ করেছেন। কিন্তু সত্যি বলতে কী, আপনি মূল অপরাধী নন। আপনি ভুল করেছেন। কিন্তু এই ভুলের নেপথ্যে আপনার মস্তিষ্ক নেই। আমরা জানি, আপনি কী পরিমাণ চাপের মধ্যে রয়েছেন। সংবিধান আক্রান্ত হচ্ছে। এই প্রতিরোধ একদিনের নয়। এটা চলবে। জন আন্দোলন হবে এটা।

-রাহুল গান্ধি

ভাইরাল/১

বিহারের একটি মন্দির চত্বরে ক্যাঙারু আকৃতির ডাস্টবিন বসানো ছিল। একদল মহিলা হাতে ঘটি ভর্তি গঙ্গাজল নিয়ে ক্যাঙারুর মাথায় ঢালেন। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। কোণে রাখা ডাস্টবিনের মধ্যে কিছু ফুলও ছড়িয়ে দেন।

ভাইরাল/২

গভীর রাতে তেলেঙ্গানার কামারেড্ডি জেলার এসবিআই এটিএমের সামনে একটি অ্যাম্বুল্যান্স থামে। গাড়ি থেকে নাইটি পরা কয়েকজন এটিএম কাউন্টারে ঢোকে। গ্যাস কাটার দিয়ে মুহূর্তে এটিএম মেশিনটি কেটে টাকা লুট করে তারা পালিয়ে যায়।

দেবীবন্দনার আড়ালে নারীর নীরব লড়াই

দুর্গোৎসবের আবহে ঘরের নারীর মতামত, শ্রম, ইচ্ছা ও আত্মমর্যাদার যথাযথ স্বীকৃতি জরুরি।

শুভশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গাপুজোয় দেবী দুর্গার শক্তির বন্দনা হয়। অসুরদলনী দেবীর আরাধনায় মেতে ওঠে সমাজ। অথচ ঘরের ভিতরে নারীর নিজের ইচ্ছা, মতামত ও আত্মমর্যাদা কতটা গুরুত্ব পায়, সেই প্রশ্নটি প্রায়ই আড়ালে থেকে যায়। নারীর লড়াই মানেই যে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ, তা নয়। অনেক সময় সংসারের ছোট ছোট সিদ্ধান্তে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করা, অবহেলার মধ্যেও ব্যক্তিসত্তা ধরে রাখা কিংবা প্রতিদিনের দায়িত্ব সামলে নিজের জন্য সামান্য অবসর খুঁজে নেওয়াও এক ধরনের সংগ্রাম। বাইরে থেকে যে সংসারকে স্বাভাবিক ও সুখী বলে মনে হয়, তার ভিতরেও জমতে পারে অভিমান, অনিশ্চয়তা এবং অসম্মানের অভিজ্ঞতা। এই লড়াইয়ের কথা তাই উৎসবের আবহেও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। দেবীকে শক্তির প্রতীক হিসেবে বরণ করার পাশাপাশি বাস্তবের নারীর শক্তি ও স্বাধীনতাকেও স্বীকার করা জরুরি।

রান্না, বাজার, সন্তানদের পড়াশোনা, চিকিৎসা, পরিবারের প্রবীণদের দেখাশোনা, সবকিছুর দায় স্বাভাবিকভাবেই নারীর উপর বর্তায়। অথচ এই দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাঁরও যে নিজস্ব ইচ্ছা, পছন্দ ও বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে, তা অনেক সময় বিবেচনায় আসে না। কেন্দ্রীয় সরকারের ২০২৪ সালের সময়-ব্যবহার সমীক্ষাও এই বৈষম্যের ছবি তুলে ধরে। ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সি নারীদের মধ্যে ৯২.৯ শতাংশ গৃহস্থালির অবৈতনিক কাজে অংশ নিয়েছেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার ৩০.৪ শতাংশ। অর্থাৎ সংসারের কাজকে এখনও সমান দায়িত্ব হিসেবে দেখার অভ্যাস সর্বত্র তৈরি হয়নি। অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হলেও অনেক নারীকে বাড়ির ভিতরে নিজের সিদ্ধান্তের স্বীকৃতি পেতে হয়রান হতে হয়।

শরণ্যা ও শিবানীর অভিজ্ঞতায় এই সমস্যার দুটি দিক দেখা যায়। দুজনেই প্রতিষ্ঠিত, তবু নিজেদের সংসারে তাঁদের মতামত সব সময় গুরুত্ব পায় না। শরণ্যা দুই সন্তানের মা। বারো বছরের বিবাহিত জীবনে সন্তানদের স্কুল নির্বাচন থেকে চিকিৎসা, নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তাঁকে উপেক্ষিত হতে হয়েছে। শিবানী অধ্যাপক। উনিশ বছরের বিবাহিত জীবনে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা সম্পর্কেও তাঁকে আগে থেকে কিছু জানানো হয়নি। তবে এ বছর ১৬ বছর বয়সি ছেলের সঙ্গে আলোচনা করে নিজের মাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। অন্যদিকে, স্কুল শিক্ষিকা চিত্রার সংসারে স্বামীর পছন্দমতো রান্না না হলে থালা ছুড়ে ফেলার ঘটনা ঘটত। শাশুড়ির শেখানো কথা ছিল, 'পুরুষ মানুষ, এটুকু ঝাঁঝ থাকা কোনও অন্যায় নয়।' এমন ধারণা অসম্মানকেও স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে শেখায়।

প্রতীকী।

সর্বাণী ও জয়ার অভিজ্ঞতা আবার দেখায়, প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়ে নিজের জীবন গড়ার লড়াই কতটা কঠিন হতে পারে। ইঞ্জিনিয়ার সর্বাণীকে স্বামীর ঘনঘন মেজাজ বদল ও সন্দেহপ্রবণতার মধ্যে দীর্ঘদিন সংসার করতে হয়েছে। এক সময় জীবন শেষ করে দেওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন তিনি। পরে স্বামী বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে দুই সন্তানকে একাই বড় করার দায়িত্ব নেন সর্বাণী। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে অন্য নারীদের আত্মনির্ভর হতে উৎসাহ দেন তিনি। সামান্য লেখাপড়া জানা জয়ার স্বামী কাজের জন্য দিল্লি গিয়ে পরে অন্যকে বিয়ে করেন। সেলাই শিখে নিজের পরিবারকে আগলে রাখেন জয়া। শ্বশুর-শাশুড়ির দেখাশোনা করেন, ননদের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। এখন নিজের উপার্জনে সংসার চালানোর পাশাপাশি আরও পাঁচজন মহিলাকে সেলাই শিখিয়ে উপার্জনের পথ দেখিয়েছেন। তাঁদের জীবনে আত্মনির্ভরতা শুধু আর্থিক প্রয়োজন মেটায়নি, কঠিন পরিস্থিতিতে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর শক্তিও জুগিয়েছে।

এই অভিজ্ঞতাগুলিকে কেবল নারীর সহ্যশক্তি বা নীরব আত্মত্যাগের গল্প হিসেবে দেখলে মূল প্রশ্নটি আড়ালে থেকে যাবে। কেন নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করতে গিয়ে একজন নারীকে এত বাধার মুখে পড়তে হবে? কেন সংসারের দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার বদলে তাঁর উপরই সমস্ত চাপ বর্তাবে? কেন অসম্মানকে অনেক সময় স্বাভাবিক দাম্পত্যের অংশ বলে মেনে নিতে শেখানো হবে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা জরুরি। নারীর আত্মনির্ভরতা মানে শুধু উপার্জন করা নয়, নিজের মতপ্রকাশ করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া, অসম্মানের প্রতিবাদ করা এবং নিজের পছন্দমতো জীবন কাটানোর সুযোগ পাওয়াও।

(লেখক শিক্ষিকা। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

জনমত

শহরের মাঝে যেন আমাজন, সন্ধ্যা হলে বিপদ যখন-তখন

কোচবিহার শহর রাজার শহর- সব কিছু গোছানো, সুন্দর এক ঐতিহাসিক চেহারার রূপরেখা, যা কল্পনা করা যায় না। বাদ সাধল কিছু জায়গা নিয়ে- শহরের শিবেন্দ্রনারায়ণ রোডের শেষ প্রান্ত বার ভুঁইয়া কলোনি নামে পরিচিত। সেখানে একটি সরকারি আবাসন আছে, বেশ কিছু কোয়ার্টার আছে, যা আজ ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে এবং জলাজংলায় ছেয়ে গিয়েছে। আশপাশে অনেক ঘরবাড়ি আছে। দিনের পর দিন ভগ্ন অবস্থায় পড়ে থাকা কোয়ার্টারের ভিতরে মদের আসর থেকে শুরু করে অসামাজিক কার্যকলাপ হয়, বারবার বলার পরও কোনও সুরাহা হয়নি। কেউ প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁর জীবন সংশয় হতে পারে।

এই অবস্থায় ওই এলাকায় নতুন করে কেউ ঘরবাড়ি বানাতে চান না এবং কেউ নতুন করে আসতেও চান না। এমন আগাছা-জলাজংলায় পরিণত হয়েছে যে বলার নয়।

তাই প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, এই জলাজংলায় ছেয়ে যাওয়া জায়গাগুলো সাফাই করে এখানে বয়স্কদের জন্য বসার সুন্দর জায়গা তৈরি করা যেতে পারে। ভগ্নপ্রায় কোয়ার্টারগুলোও মেরামত করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। না হলে অচিরেই এই সরকারি জায়গা একটি হারিয়ে যাবে এবং দিনকে দিন পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দিলীপচন্দ্র চৌধুরী
গোয়ালাপট্টি, কোচবিহার।

বিন্দুবিসর্গ

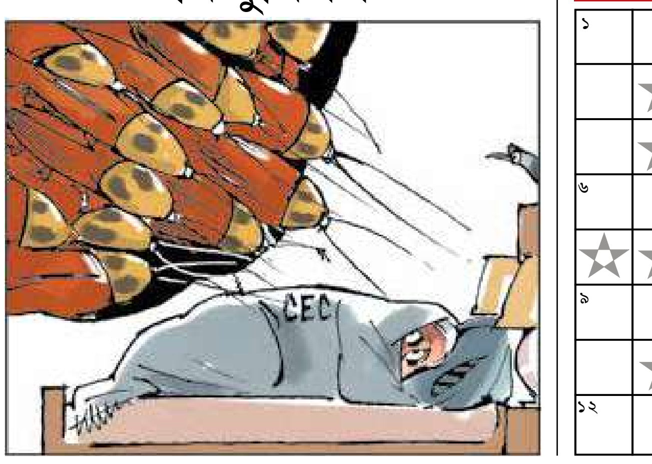

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৭৪

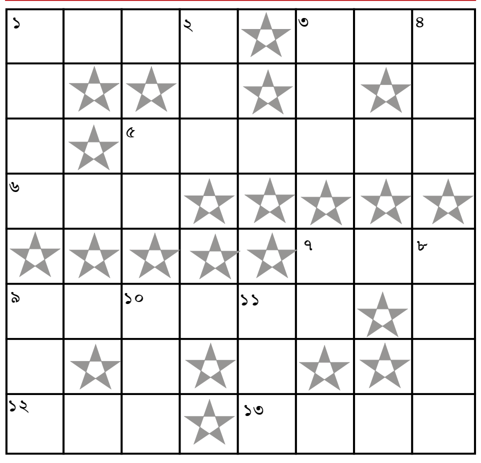

পাশাপাশি : ১। সাম্প্রতিক বা এখনকার ৩। মলিনতা, অপরিচ্ছন্ন বা নোংরা বস্তু ৫। ছড়ায় চামচিকড়ির আগের কথা ৬। গানে যাকে হাঁড়ি চাল দিতে বলা হচ্ছে ৭। যে ঘেরা জায়গায় পানের চাষ হয় ৯। যেখানে আকাশ এসে মাটিতে মিশেছে ১২। শাসকের অধীনে ছোট শাসক ১৩। যার কিছুই নেই, নিঃস্ব বা দরিদ্র।

উপর-নীচ : ১। এক ধরনের পোশাকের নাম ২। মূল্যবান ধাতু, যা দিয়ে তৈরি দুর্গা আছেন ঝাড়গ্রামে ৩। সাধারণ বুদ্ধির অতীত বা যে মর্ম বোঝে ৪। গাছের শুকনো ডাল ৫। মুসলিমদের পরব ৭। গায়ের জোর ৮। জন মানব শূন্য জায়গা ৯। দান করার ইচ্ছে ১০। গভীর অভিসন্ধি বা ষড়যন্ত্র ১১। যাদের চাঁদে হাত দেওয়া নিয়ে প্রবাদ আছে।

সমাধান ■ ৪৫৭৩

পাশাপাশি : ১। জলৌকা ৪। হাপর ৫। হাঁস ৭। কন্দর ৮। মসলিন ৯। বাতায়ন ১১। বার্ষিক ১৩। নাল ১৪। কীচক ১৫। লাগাম।

উপর-নীচ : ১। জনক ২। কাহার ৩। সরঞ্জাম ৬। সজ্জন ৯। বাটনা ১০। নলকীনি ১১। বাকলা ১২। কলম।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001. Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

হোম টাস্কে সফল, পরীক্ষায় ফেল!

এআই-এর সাহায্য নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : পড়াশোনার কাজে চ্যাটজিপিটি বা অন্যান্য কৃত্রিম মেধার দেদার ব্যবহারে হোম টাস্কে নম্বর হয়তো বাড়ছে, কিন্তু আদতে পড়ুয়াদের পড়াশোনার ভিত নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি 'ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২৬'-এ এই গুরুতর বিপদের কথা তুলে ধরে ভারত সহ বিভিন্ন দেশকে সতর্ক করেছে বিশ্ব ব্যাংক।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, জেনারেটিভ এআই-এর ব্যবহারের ফলে পড়ুয়ারা আগের মতো আর মাথা খাটাচ্ছে না, যার ফলে তাদের নিজস্ব যুক্তি, বোধ এবং লেখার ক্ষমতা মারাত্মকভাবে কমে যাচ্ছে। চিনে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ওপর করা একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে এআই-এর ব্যবহার প্রায় শূন্য থেকে ৮০ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। এআই ব্যবহারের প্রথম ছয় মাসে পড়ুয়াদের হোম টাস্কের নম্বর ১৮ শতাংশ বাড়লেও ক্লাসের মাসিক পরীক্ষায় তাদের নম্বর ২০ শতাংশ কমে গিয়েছে! এমনকি যে পড়ুয়ারা নিয়মিত এআই ব্যবহার করেছে, তাদের হাইস্কুল বা কলেজের

প্রবেশিকা পরীক্ষায় নম্বর অন্তত ৫ থেকে ৭ শতাংশ কম এসেছে।

রিপোর্ট প্রস্তুতকারী বিশ্ব ব্যাংক দলের প্রধান গৌরব নায়ার জানিয়েছেন, পড়ুয়ারা যদি পড়াশোনার গোটা প্রক্রিয়াটাই এআই-এর হাতে তুলে দেয়, তবে তা এক বিরাট সমস্যা তৈরি করবে। কারণ, হোম টাস্ক করার জন্য যে 'প্রোডাক্টিভ স্ট্রাগল' বা মস্তিষ্কের পরিশ্রম প্রয়োজন, তা বন্ধ হয়ে গেলে পড়াশোনার আসল উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হয়ে যায়। তবে বিশ্ব ব্যাংক এআই-এর সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেনি। শিক্ষকরা যদি পড়ুয়াদের সঠিকভাবে গাইড করার জন্য এআই-এর সাহায্য নেন, তবে তা অনেক বেশি ফলপ্রসূ হতে পারে।

শুধু পড়াশোনা নয়, চাকরির বাজারেও এআই-এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে হোয়াইট-কলার বা বসে কাজ করার মতো চাকরিতে জেনারেটিভ এআই ক্রমশ মানুষের জায়গা দখল করছে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এন্ট্রি-লেভেল বা জুনিয়ার কর্মীরা। ২০২২ সালের নভেম্বরে চ্যাটজিপিটি চালু হওয়ার পর থেকে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন সংস্থায় চাকরির বিজ্ঞাপন ১.৬ শতাংশ কমে গিয়েছে। এর মধ্যে যে ধরনের কাজ খুব সহজেই এআই-কে দিয়ে করানো সম্ভব, সেই কাজের ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ প্রায় ২০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

তবে গৌরব নায়ার আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন, এই প্রভাব সবার জন্য নেতিবাচক হবে না। কিছু জুনিয়ার পদের কাজ হয়তো এআই করবে, কিন্তু একইসঙ্গে প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ার বা এআই এথিক্স স্পেশালিস্টের মতো নতুন নতুন কাজের সুযোগও তৈরি হবে। তাঁর মতে, ভারতীয় আইটি সংস্থা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এখন এমন ধরনের শিক্ষা দিতে হবে, যাতে কর্মীরা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সহজেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। শুধুমাত্র কোডিংয়ের মতো একটি বিষয়ের ওপর নির্ভর না করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্বিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি।

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে জনসমুদ্র। সুপ্রিম কোর্টের পথে রাহুল, সঙ্গে প্রিয়াংকা ও নেহা। দিল্লির রাজপথ স্তব্ধ। (নীচে) বেঙ্গালুরুতে আন্দোলনরত ককরোচ জনতা পার্টির কর্মী-সমর্থকদের আটক করে পুলিশ। সোমবার।

জ্ঞানেশকে সরাতে কেরল বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ

তিরুবনন্তপুরম, ১২ অক্টোবর : ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগে দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের দাবিতে সোমবার বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করল কেরল।

১৪০ আসনের কেরল বিধানসভায় কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশন এই প্রস্তাব পেশ করেন। প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক জোট বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এলডিএফ) প্রস্তাবটিকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। কংগ্রেসের ১০২ জন এবং বিরোধী বামেদের ৩৫ জন বিধায়কের সম্মতিতে প্রস্তাবটি পাশ হয়। কেরল বিধানসভায় বিজেপির ৩ জন বিধায়ক রয়েছেন।

বিধানসভায় পাশ হওয়া এই প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মূলত তিনটি দাবি তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমত, বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়ার ভুলত্রুটি সংশোধন করে অন্যায়ভাবে নাম

কং-বাম একসুর

বাদ পড়া সমস্ত যোগ্য ভোটারের ভোটাধিকার অবিলম্বে পুনর্বহাল করতে হবে। দ্বিতীয়ত, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার স্বার্থে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে জ্ঞানেশ কুমারকে অবিলম্বে সরিয়ে দিতে হবে এবং তৃতীয়ত, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী ও লোকসভার বিরোধী দলনেতার পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে ফের যুক্ত করতে হবে।

প্রস্তাব পাশের পর সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী সতীশন বলেন, 'ভোটদানের অধিকারই আমাদের গণতন্ত্রের গোড়ার কথা। কোনও সংস্থাকেই নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে দেওয়া যায় না।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'আমাদের অবস্থান একেবারেই স্পষ্ট। সংবিধান ও গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করতে কেরল সবসময় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে রয়েছে। অবাধ নির্বাচনের স্বার্থেই এই পদক্ষেপ।'

ফর্ম ৬ নিয়ে মন্তব্য প্রধান বিচারপতির

'আমাদের মুখে কথা বসাবেন না'

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : ভোটার তালিকায় নাম তোলার সংশোধিত ফর্ম ৬ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দাবি আবারও নস্যাৎ করল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানাল, বিহারের এসআইআর মামলায় নতুন এই ফর্মের অনুমোদন বা খারিজ—কোনওটিই করা হয়নি।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে প্রিয়া মিশ্রর দায়ের করা মামলার শুনানিতে সোমবার এই অবস্থান ব্যাখ্যা করে শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে এই রিট পিটিশনটি শুনানির জন্য ওঠে।

শুনানিতে আবেদনকারীর আইনজীবী সওয়াল করার সময়ে নির্বাচন কমিশনের দাবি উল্লেখ করে জানান, গত ২৬ সেপ্টেম্বর এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কমিশন দাবি করেছিল, মে ২০২৬-এর বিহার মামলার বিচারে নাকি এই ফর্ম অনুমোদন পেয়েছিল।

আইনজীবীদের অসতর্ক মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি সরাসরি বলেন, 'আমাদের মুখে

- নতুন ফর্ম ৬ নিয়ে আদালত অনুমোদন বা খারিজ কিছুই করেনি
- বিহারে এসআইআর সংক্রান্ত রায়ের সময় 'নতুন ফর্ম'টির অস্তিত্বই ছিল না
- আদালতের শুনানির বক্তব্য নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াবেন না
- আগামী ২৭ অক্টোবর পরবর্তী শুনানি

কথা বসাবেন না।' বিচারপতি বাগচী আইনি বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন, 'নতুন ফর্ম ৬-এর বিষয়ে আদালতে কোনও আইনি সিদ্ধান্ত বা বিচার হয়নি।' তিনি আরও বলেন, 'মাননীয় প্রধান বিচারপতি আসলে বলেছিলেন, বিহারের এসআইআর রায়ের সময় নতুন ফর্ম ৬ ছিলই না। ফলে এতে আদালতের অনুমোদন বা অসংগতি— কোনওটিই বোঝায় না। আমরা পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখব।'

ভোটার তালিকায় নতুন নাম তোলা বা বাদ পড়া ভোটারদের পুনর্তালিকাভুক্তির জন্য এই ফর্ম ৬ ব্যবহার করা হয়। আবেদনে পিতা-মাতার এসআইআর সংক্রান্ত অতিরিক্ত তথ্য চাওয়ার নতুন শর্ত যুক্ত করায় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।

ভোটার নিবন্ধন বিধিমালা ১৯৬০ না বদলে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশিও আগে আপত্তি তুলেছিলেন।

শীর্ষ আদালতের এই স্পষ্ট বার্তা নির্বাচন কমিশনকে নতুন আইনি সংকটে ফেলল বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের।

নির্বাচন কমিশনের সমস্ত সংশ্লিষ্ট নথি খতিয়ে দেখতে আগামী ২৭ অক্টোবর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে তিন বিচারপতির বেঞ্চ।

রাম-লক্ষ্মণ বেশে... সোমবার দশেরা উৎসবে। প্রয়াগরাজে।

আদিবাসীদের ঘর ভাঙায় শিবরাজের তোপে মোহন

ভোপাল, ১২ অক্টোবর : যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া! যাদের সমর্থনে ভোটে জিতে কুর্সিতে বসেছেন, তাদের ওপরই নির্যাতন করছে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার।

রাজ্যের বুধনি বিধানসভার কোসমি গ্রামে ১২টি আদিবাসী পরিবারের ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়ার ঘটনায় নিজের দলের সরকারের

'যাদের ভোটে কুর্সিতে, তাদেরই নির্যাতন অন্যায়'

বিরুদ্ধেই প্রকাশ্যে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

নিজের সংসদীয় এলাকা বিদিশার অন্তর্গত বুধনিতে বরেলা আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভিটেমাটি ধ্বংসের খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছোন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ। দৃশ্যতই উত্তেজিত শিবরাজ বলেন, 'আমাদের দল যাদের ভোটে জেতে এবং যাদের রায়ে মোহন যাদবজি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, তাদের ওপর এই নির্যাতন বেদনাদায়ক। আমার এলাকায় অন্যায়ের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। সকালে যেখানে শিশুদের হাসিমুখ দেখা যেত, সেখানে এখন কান্না। ঈশ্বর এদের ক্ষমা করবেন না।'

বনভূমির দখল হটাতে ১০টি বেআইনি ঘর ভাঙার কথা বলা হলেও বাস্তবে ১২টি পরিবার ঠাঁইহারা হয়ে পড়েছে। জেসিবি চালিয়ে ঘর ভাঙা ছাড়াও ফসল নষ্ট ও জলের কুয়ো বুজিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রশাসনিক কর্মীদের বিরুদ্ধে। শিবরাজ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যসচিব অশোক বরনওয়ালকে ফোন করে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন এবং উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলিকে স্থায়ী ঘর ও খাবার জোগান দেওয়ার কথা জানান।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনীতির পারদ চড়তেই বিজেপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে দায়ী করেছে কংগ্রেস। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা উমঙ্গ সিংহার বলেন, 'বিজেপি সরকারের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াইয়ের খেসারত দিতে হচ্ছে গরিব আদিবাসী পরিবারগুলোকে।'

ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের পাশাপাশি দোষীদের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার বেড়ে ৫.৫৪ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামের আঁচে পুড়ছে আমআদমির পকেট। সোমবার প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, সেপ্টেম্বরে দেশে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির (রিটেল ইনফ্লেশন) হার এক লাফে বেড়ে হয়েছে ৫.৫৪ শতাংশ। অগাস্টে এই হার ছিল ৪.৮৩ শতাংশ।

মূল্যবৃদ্ধির এই রেকর্ড উত্থানের প্রধান কারণ খাদ্যপণ্যের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি। কনজিউমার ফুড প্রাইস ইনডেক্স (সিএফপিআই)-এর তথ্য অনুযায়ী, অগাস্টে যেখানে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৯৭ শতাংশ, সেপ্টেম্বরে তা একধাক্কায় বেড়ে হয়েছে ৭.৭৪ শতাংশ। পেঁয়াজের দামে যেন আগুন লেগেছে। এক মাসের ব্যবধানে পেঁয়াজের মুদ্রাস্ফীতির হার ৪৮.৭৮ শতাংশ থেকে আকাশ ছুঁয়ে ১০৮.০৯ শতাংশে

পেঁয়াজের দামে চোখে জল

পৌঁছে গিয়েছে। রসুন ও লেবুর দামও বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে।

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র লক্ষ্য হল খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার ৪ শতাংশের আশেপাশে রাখা, যা ২ থেকে ৬ শতাংশের সহনসীমার মধ্যে থাকবে। কিন্তু গত চার মাস ধরেই মূল্যবৃদ্ধির হার ৪ শতাংশের উপরে থাকায় উদ্বেগ বেড়েছে অর্থনৈতিক মহলে। মূল্যবৃদ্ধির চাপ সামাল দিতে গত সপ্তাহে আরবিআই রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৫.৫০ শতাংশ করেছে।

খাদ্যপণ্য ছাড়াও পরিবহণ, রেস্তোরাঁ ও ব্যক্তিগত পরিষেবার খরচ হু হু করে বেড়েছে। রেস্তোরাঁ ও হোটেলের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৯.৩৬ শতাংশে। অর্থনীতিবিদদের মতে, মূল্যবৃদ্ধির এই 'সাধারণীকরণ' অর্থাৎ প্রায় সব ক্ষেত্রেই দাম বৃদ্ধি অর্থনীতির জন্য চিন্তার বিষয়। ব্যাংক অফ বরোদার প্রধান অর্থনীতিবিদ মদন সবনভিস মনে করেন, অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে মূল্যবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলতে পারে। আর সেই কারণেই ডিসেম্বরে রেপো রেট আরও এক দফা বাড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এর অর্থ, আগামী দিনে সাধারণ মানুষের গাড়ি-বাড়ির ঋণে কিস্তির বোঝা আরও বাড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার নতুন মডেল

অর্থনীতিতে নোবেল দুই মার্কিন গবেষকের

মাইকেল উডফোর্ড (বাঁদিকে) ও রবার্ট ই হল (ডানদিকে)

স্টকহোম, ১২ অক্টোবর : সমষ্টিগত অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ব্যক্তিগত বা ছোট পরিসরে ব্যবসায়িক অর্থনীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণে বিশেষ অবদানের জন্য ২০২৬ সালের অর্থনীতিতে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পেলেন দুই আমেরিকান গবেষক রবার্ট ই হল এবং মাইকেল উডফোর্ড।

সোমবারে সুইডেনের 'রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস' বিজয়ী হিসেবে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট ই হল এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল উডফোর্ডের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। গত শতাব্দীর সাতের দশকে বিশ্বব্যাপী তেল সংকটের সময় বেলাগাম মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দা সামলাতে সমসাময়িক অর্থনৈতিক নীতি ব্যর্থ হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে এই দুই গবেষক পরিবার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার নিরিখে নতুন মডেল গড়ে তোলেন। তাঁদের তৈরি এই গাণিতিক কাঠামো বিশ্বজুড়ে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিকে মন্দা নিয়ন্ত্রণ ও ঠিক নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে।

নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান জন হাসলার বলেন, 'পুরস্কারপ্রাপকদের কাজ বিশ্বজুড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারগুলির জন্য একটি স্থিতিশীল তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করেছে। এর ফলে জ্বালানি সংকট বা ভোগব্যয়ের আকস্মিক পরিবর্তনের মতো ধাক্কা সামলাতে আমরা এখন বেশি প্রস্তুত।' টেলিফোনে মাইকেল উডফোর্ড বলেন, 'এটা বিরাট সম্মান এবং আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়ের।' আগামী ১০ ডিসেম্বর আলফ্রেড নোবেলের প্রয়াণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হবে।

দিল্লিতে বাণিজ্য জট খোলার চেষ্টা

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১২ অক্টোবর : ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হল দু-দেশের জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক। অন্যদিকে ঢাকার রাজনীতিতে ভারতবিরোধী আবহের রেশ এখনও অব্যাহত।

৮-৯ অক্টোবর দু-দেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত বৈঠকটি হয়। ভারতের তরফে বাংলাদেশের বাড়তি আমদানি শুল্ক (ফল, চাল, লোহা) এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির সঙ্গে বাণিজ্যে কড়াকড়ির বিষয়টি তোলা হয়। পালটা ঢাকা ভারতের কাছে পাট ও পেট ফিল্মের ওপর থেকে অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক প্রত্যাহার এবং নেপাল ও ভুটানে পণ্যবাহী ট্রাক যাতায়াতের ছাড়পত্র দাবি করেছে। স্থলবন্দরগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

এর মাঝেই সোমবার ঢাকায় আক্রান্ত হলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মহম্মদ কাদের। ঢাকার উত্তরায় তাঁর বাসভবনে হামলা চালায় একদল জনতা। ইট-পাথর ছুড়ে জানলার কাচ ভেঙে দেওয়া হয়। জিএম কাদেরের অভিযোগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামি এবং ইনকিলাব মঞ্চের সমর্থকরা এই হামলা চালিয়ে তাঁকে 'ভারতীয় চর' বলে স্লোগান দেয়। সম্প্রতি তিনি জানিয়েছিলেন, ভারতে নির্বাসিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে এবং হাসিনা দেশে ফিরতে চান। মনে করা হচ্ছে, এই মন্তব্যের জেরেই তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়েছে।

আমেরিকার বক্তব্যে না তেহরানের

শর্ত না মানলে আলোচনা নয় ইরান

তেহরান, ১২ অক্টোবর : হরমুজ প্রণালী খোলা নিয়ে আমেরিকার প্রস্তাব খারিজ করে দিল ইরান। তেহরানের দেওয়া ৭টি শর্তের বিষয়ে ওয়াশিংটনের জবাবকে 'অসম্পূর্ণ' বলেছেন ইরানের শীর্ষ নিরাপত্তা আধিকারিক মহসেন রেজাই। তিনি বলেন, 'আমাদের সব শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত প্রণালী খোলা হবে না এবং কোনও আলোচনাও হবে না।' ইরানের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, পরমাণু চুক্তি নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে আপাতত কোনও আলোচনা হচ্ছে না, তাদের মূল লক্ষ্য হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা।

অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ইরান উত্তেজনা বাড়ানোর চেষ্টা করলেও, আমেরিকা দ্রুত এই সংঘাতে ইতি টানতে পারে। তাঁর কথায়, 'ইরানের হাতে কোনওভাবেই পরমাণু অস্ত্র থাকবে না।' তবে আপাতত ইরানে হামলা হবে না বলেও তিনি আশ্বস্ত করেছেন।

পালটা হুঁশিয়ারি দিয়ে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেন, 'আমেরিকা ফের সামরিক পদক্ষেপ নিলে আত্মরক্ষার জন্য আমরা আগের চেয়েও বেশি তৈরি।' পাশাপাশি, হুথিদের রিয়াধ বিমানবন্দরে হামলার পর ইয়েমেনে সৌদি আরবের সামরিক অভিযানে আমেরিকা যোগ দিতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প। সব মিলিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে কূটনৈতিক অচলাবস্থা ও উত্তেজনা ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছে।

হুথি হামলায় মৃত ভারতীয়, নিন্দা দিল্লির

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : রিয়াধ বিমানবন্দরে হুথিদের হামলা এবং হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজে আক্রমণের ঘটনায় উদ্বিগ্ন ভারত। জোড়া হামলার কড়া নিন্দা করে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর জানিয়েছেন, অসামরিক পরিকাঠামো এবং বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর এই ধরনের আক্রমণ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

শনিবার সৌদি আরবের কিং খালিদ বিমানবন্দরে হওয়া প্রাণঘাতী হামলায় এক ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ১১ জন ভারতীয় সহ অন্তত ৩০০ জন। এ প্রসঙ্গে বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর বলেন, 'সাধারণ মানুষের ওপর এই কাপুরুষোচিত হামলা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। রিয়াধের ভারতীয় দূতাবাস আহতদের সবরকম চিকিৎসা ও সহায়তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলছে।' নিহত ভারতীয় নাগরিকের দেহ দ্রুত দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে, হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার জেরে দুই ভারতীয় নাবিক নিখোঁজ রয়েছেন। এই হামলার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এস জয়শংকর বলেন, 'আন্তর্জাতিক জলপথে স্বাধীন নেভিগেশন এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তা বিশ্ব বাণিজ্য ও সরবরাহ শৃঙ্খলে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। আন্তর্জাতিক আইনের এই চরম লঙ্ঘন অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।'

ভারত দ্রুত এই ধরনের হামলা বন্ধ করে ওই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফেরানোর আবেদন জানিয়েছে। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, এই জোড়া বিপর্যয় শুধু ভারত নয় গোটা মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এক বড়সড়ো অশনি সংকেত।

জন্মদিনে ভক্তের হাতে হাত রাখলেন না অমিতাভ

রবিবার অমিতাভ বচ্চনের বাংলো জলসার সামনে ভিড় জমে। অনুরাগীরা তাঁকে দেখতে আসেন। তিনিও তাদের দেখে হাত নাড়েন। হাসেন। হাতজোড় করে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। সদ্য পেরিয়ে আসা রবিবারে তাঁর জন্মদিন ছিল। ফলে ভিড়ও একটু বেশিই ছিল। অমিতাভ একটু সাজগোজও করেছিলেন জন্মদিনের দিন। লাল পাঞ্জাবি, সাদা পাজামা পরে ভক্তদের দেখে হাত নাড়ছিলেন। সেই সময় এক তরুণী নিরাপত্তা বলয় ভেঙে একেবারে তাঁর বাংলোর ভিতর ঢুকে পড়েন। তাঁর সঙ্গে হাত মেলানোর চেষ্টা করেন।এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে নেটে। তাতে দেখা যাচ্ছে. অমিতাভ ভক্তর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন না, সরিয়ে দিচ্ছেন, সেও নাছোড়। নিরাপত্তাকর্মীরা অবস্থা আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করছেন। অমিতাভ চোখের ইশারায় নিরাপত্তাকর্মীদের ওই ভক্তকে সরিয়ে নেবার যে নির্দেশ দিয়েছেন, তাও দেখা গিয়েছে। শেষে সেই তরুণীকে সরিয়ে নেওয়া হয়। অমিতাভ আবার আগের মতো অনুরাগীদের দেখে হাত নাড়া, হাসা ইত্যাদি করতে থাকেন।

এই ঘটনায় নেটমহলের মিশ্র প্রতিক্রিয়া এসেছে। কারও মতে, তিনি হাত না মিলিয়ে ঠিক করেছেন। যেকোনও মানুষের সঙ্গে হাত মেলানোয় চিকিৎসকের বারণ আছে, কারণ এতে সংক্রমণ হতে পারে। অন্যদিকে কেউ বলছেন, ওঁকে অত গুরুত্ব দেবার কী আছে... বাবা, মায়ের সঙ্গে সময় কাটান। সেলিব্রিটিদের সংসার সাধারণ মানুষের টাকাতেই চলে। এরকম কিছু বিরূপ মন্তব্যও এসেছে কমেন্ট বক্সে।

পুজোয় তৃণা কী করেন, জানেন?

নীলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে ঠিক কোন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, এ কথা কেউ জানে না। নীল বা তৃণা কেউ সে কথা সামনেও আনেন না। জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে যান। তবে পুজোর কদিন যে কলকাতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক থাকে না, এ কথা স্পষ্ট জানালেন তৃণা।

তিনি বলেন, 'কিছু বছর ধরে পুজোতে এখানে আর থাকি না। কারণ একটাই, ওরকম ৪-৫টা দিন টানা ছুটি আর পাই না। যেটা খুব দরকার, আমার মনে হয় প্রত্যেকটা মানুষের দরকার। পুজোয় এখানে থাকলেও, কেউ না কেউ এই কাজ সেই কাজ বলে। তাই আমি এখান থেকে একরকম পালিয়ে যাই।'

আসছে এক অনন্য সম্মান

পুজোর মুখে আরও এক আনন্দের খবর দিই। অভিনেত্রী পায়েল মিঠাই সরকারের প্রযোজনায় আসতে চলেছে এই বছরের সব থেকে বড় জমকালো অনুষ্ঠান, 'স্টারলাইট অনন্য সম্মান ২০২৬'। প্রতি বছরের মতো এই বছরও জাঁকজমক করেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই অনন্য সম্মান। পায়েল শুধু একজন অভিনেত্রী বা জনপ্রিয় মডেল নন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চিত একটি নাম, কারণ অভিনয়ের পাশাপাশি ওঁর কাজের বিকাশ ঘটেছে অনেক কিছুতেই। কী নেই সেই তালিকায়? মানবিক কাজ হোক বা সামাজিক কিংবা ইন্ডাস্ট্রির কাজ, সবেতেই তিনি তাঁর ছাপ রেখেছেন। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরেই ওঁর প্রযোজনা সংস্থা পায়েল সরকার অর্গানাইজেশন প্রাইভেট লিমিটেডের প্রযোজনায় আয়োজিত 'স্টারলাইট অনন্য সম্মান' দুর্দান্ত ভাবেই সাড়া ফেলেছে। আর সেটা শুধু বাংলা নয়, সারা ভারত থেকেই নমিনেটেড ক্যান্ডিডেট পায়েলের প্রোগ্রামে সামিল হন।

একনজরে সেরা ৫

আবার দিলজিৎ

দিলজিৎ দোসাঞ্জ আবার কলকাতায় শো করবেন। তাঁর অরা ইন্ডিয়া ট্যুর শুরু হবে ৩০ অক্টোবর, দিল্লির নেহরু স্টেডিয়ামে। তারপর ইন্দোর, বেঙ্গালুরু, আহমেদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, চণ্ডীগড়ে শো করবেন, সেই তালিকায় কলকাতার নাম আছে। সল্টলেক স্টেডিয়ামে শো হবে, কবে হবে, জানা যায়নি। ২০২৪ সালে নিকোপার্কে তাঁর শো দারুণ সফল হয়েছিল।

নতুন ছবি

প্রার্জুন মজুমদারের ছবি এই শহরের গান-এর অফিশিয়াল টিজার এল। ছবিতে তিন জোড়া দম্পতির জীবনের তিনটি ভিন্ন পর্যায়ে নিজদের সমস্যা ও দ্বন্দ্বের সঙ্গে লড়াইয়ের গল্প থাকবে। তারা কেউ কাউকে চেনে না, কিন্তু এই শহরটাই তাদের যোগসূত্র। অভিনয়ে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ চক্রবর্তী, প্রিয়াঙ্কা সরকার, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

বহুভাষী রামায়ণ

নীতেশ তিওয়ারির রামায়ণ-এর প্রথম ভাগ ৪০টি ভাষায় ডাবিং করে মুক্তি পাচ্ছে ৫ নভেম্বর। শুধু আঞ্চলিক ভাষা নয়, বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার মানুষ যাতে নিজেদের ভাষায় রামায়ণ উপভোগ করতে পারে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। কোন কোন ভাষায় ডাবিং হবে, জানা যাবে আগামী সপ্তাহে। ভারতে এই পর্যায়ের ডাবিংয়ের উদাহরণ আর নেই।

ইন্সটায় সইফ

ইন্সটাগ্রামে পা রাখলেন সইফ আলি খান। পতৌদি লাইব্রেরিতে বইয়ের আলমারির সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, লিখেছেন, 'পতৌদি লইব্রেরি... প্রচ্ছদ দেখেই বইগুলো কেমন তা বিচার করছি।' তাঁর স্টাইল, আভিজাত্য, রসবোধ সবই স্পষ্ট তাঁর পোস্টে। নেটজেন মুগ্ধ তাঁকে দেখে। এতদিন সোশ্যাল মিডিয়া এড়িয়ে গিয়েছেন মানসিক শান্তি বজায় রাখতে। তবে এবার এসেই গেলেন।

ডার্টি পিকচার ২

প্রযোজক একতা কাপুর জানিয়েছেন তিনি ডার্টি পিকচার ২ বানাবেন। ১৫ বছর পর এই ছবির পরিকল্পনা করছেন। তাঁর কথায়, প্রথম ছবি ছিল সিল্ক স্মিতার জীবনী, তিনি যৌনতাকে উপভোগ ও উদযাপন করেছিলেন। এই বিষয়টিকে কে কেমনভাবে নেবে, এটা তার ব্যাপার। এবার কারওর জীবনী দেখা যাবে কি না, একতা জানাননি।

এবার পুজোয় নতুন ছবির ধামাকা

পুজোয় নতুন ছবির ভিড়ে এবার দারুণ বৈচিত্র্য। পিরিয়ড পিস, ফ্র্যাঞ্চাইজি, ডিটেক্টিভ—পর্দায় বাঙালির বিনোদনের স্বাদই আলাদা। লেখায় শবরী চক্রবর্তী

২০২৬। মহাপুজোয় দারুণ চমক নিয়ে আসছে বাংলা সিনেমা। এবার দেব-শুভশ্রীর রোমান্স, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বন্দ্ব, একেনবাবুর রহস্য উন্মোচন সবই আছে।

শরৎচন্দ্র ভার্সেস এম্পারার

১৯২৭। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন সব্যসাচী। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে লেখা এই উপন্যাসই ছবির বিষয়বস্তু। স্বাধীনতার লড়াইয়ে এই বই প্রেরণা দিয়েছিল মানুষকে। ব্রিটিশ শাসক সে বই নিষিদ্ধ করে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের লাল চোখ আর স্বদেশের জন্য মরণপণ লড়াইয়ে শামিল মানুষের বিরোধিতা—এই নিয়েই সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের পুজোর ছবি শরৎচন্দ্র ভার্সেস এম্পারার। শরৎচন্দ্রের চরিত্রে টোটা রায়চৌধুরি, সব্যসাচী হয়েছেন আবীর চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে মিমি চক্রবর্তী, কাঞ্চন মল্লিক প্রমুখ। ছবির অনুষঙ্গে আছে দেবদাসের অংশ। তাতে দেবদাস হয়েছেন কল্পন মিত্র, চন্দ্রমুখী কৌশানি মুখোপাধ্যায়। প্রথমবার সৃজিত মিউজিক কম্পোজারের দায়িত্বেও আছেন। আইএমডিবিতে বহু প্রতীক্ষিত ছবির রেটিংয়ে এই ছবি পয়লা নম্বরে। রামায়ণ বা জেলার ২-কেও হারিয়ে দিয়েছে। ১৫ অক্টোবর ছবির মুক্তি।

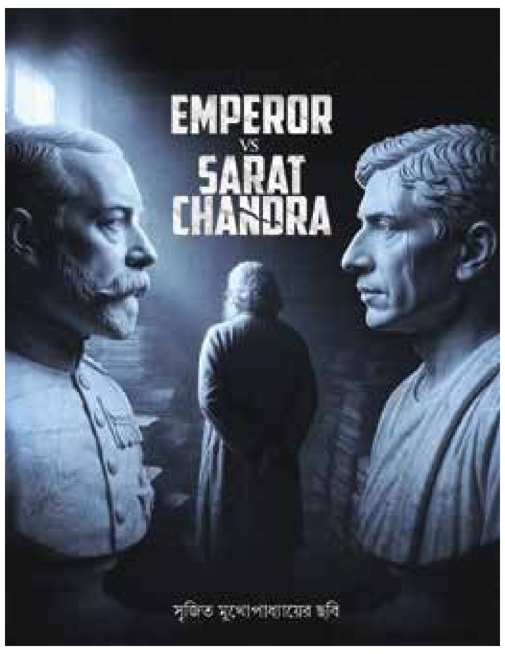

বহুরূপী, দ্য গোল্ডেন ডাকু

বহুরূপী, ফ্র্যাঞ্চাইজির তিন নম্বর ছবি এটি। সেই বিক্রম আর ঝিমলির প্রেম, বিক্রমের ডাকাতি, পুলিশের সঙ্গে তার লুকোচুরি নিয়েই ছবি। আগের ভাগের মতোই। তবে এবার তার ক্যানভাস বড়। পুলিশ অফিসার হয়েছেন যিশু সেনগুপ্ত, তাঁকে এই গল্পে এমন চরিত্রে পাওয়া বড় ব্যাপার। তাঁর স্ত্রীর চরিত্রে সোহিনী সরকার। এই জুটিও পর্দায় প্রথমবার আসছে। পরিচালনায় নন্দিতা রায় ও শিবপ্রাসদ মুখোপাধ্যায়। মুক্তি ১৫ অক্টোবর।

দেশু ৭

দেব আর শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের কামব্যাক হচ্ছে এই ছবিতে। অ্যাকশন, প্রেম, সম্পর্ক, সংঘাত নিয়েই চেনা ফর্মুলায় নির্মিত এই ছবি। অনির্বাণ ভট্টাচার্য ভিলেন। এই তিনজনের কেমিস্ট্রি দেখতে উদগ্রীব দর্শক। পরিচালনায় দেব, এখানেও চমক। এই প্রথমবার ছবি পরিচালনা করছেন তিনি। দেব আর শুভশ্রীর জুটি এক সময়ে দারুণ সাড়া ফেলেছিল। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ধূমকেতু ছবিতে সেই জুটি আবারও তোলপাড় করেছিল পর্দা। সেখান থেকেই দেবের পরিকল্পনায় তৈরি দেশু ৭। মুক্তি ১৬ অক্টোবর।

দ্য একেন, কেরালায় কুরুক্ষেত্র

রহস্য গল্প, গোয়েন্দার আবির্ভাব, রহস্যের সমাধান নিয়ে এবারের পুজো আরও রঙিন করতে আসছে একেনবাবু। এবার তার যাত্রা কেরালায়। এক হাই প্রোফাইল ব্যক্তি নিখোঁজ হয়ে গেলে তাকে খোঁজার ভার পড়ে একেনবাবুর হাতে। তার সঙ্গে থাকছে বাপি ও প্রমথ। অভিনয়ে অনির্বাণ চক্রবর্তী, সোমক ঘোষ, সুহোত্র মুখোপাধ্যায়, ঋত্বিক চক্রবর্তী প্রমুখ। পরিচালনায় জয়দীপ মুখোপাধ্যায়।

চমকদার ছবি প্রতি বছর পুজোতেই আসে, কেউ বক্স অফিসে জেতে, কেউ পারে না। তবে এটা ঠিক, দর্শক ছবি দেখার জন্য অপেক্ষায় থাকেব। প্রত্যেক বছরই। চলতি বছরও তার ব্যতিক্রম নয়।

দেশু ৭-কে চ্যালেঞ্জ, বহুরূপী মুক্তি পাচ্ছে বিদেশেও

পুজোর ছবির মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম প্রধান ছবি নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বহুরূপী, দ্য গোল্ডেন ডাকু । কলকাতায় এবং শহরতলিতে তো বটেই, ২০২৪ সালে এ ছবি আন্তর্জাতিক বাজারে নজর কেড়েছিল। তারই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে চলতি বছরেও। কেজিএফ, কান্টারার নির্মাতা হোমবেল ফিল্মস জানিয়েছিল এই জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজিকে তারা আন্তর্জাতিক স্তরের দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেবে। সেইমতো তারা প্রত্যঙ্গিরা সিনেমাসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আগামী ২৩ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, নিউজিল্যান্ডে বহুরূপীর মুক্তির ব্যবস্থা করছে।

দেশু ৭ নিয়ে মাতামাতি আছেই, ছবির নায়ক-নায়িকা দেব ও শুভশ্রী কোমর বেঁধে ছবির প্রচার করছেন। তার মধ্যে এভাবে বিদেশে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়ে দেশু ৭-কে প্রায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল বহুরূপী, দ্য গোল্ডেন ডাকু। প্রথমবার এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে আসছেন যিশু সেনগুপ্ত। তাঁর ও শিবপ্রাসদের মুখোমুখি হওয়া উপভোগ করতে উন্মুখ দর্শক, সেই উন্মাদনাই আন্তর্জাতিক স্তরে এবার পৌঁছে যাবে।

ঝগড়া মিটল, পুজোর বাংলায় আবার প্রেম

দুর্গাপুজোর মুখেই ভালো খবর। পুজোর মধ্যে আর নতুন করে বিচ্ছেদের সুর শোনা যাবে না। বনি আর কৌশানির মধ্যে সমস্ত বিভেদ মিটে গেছে বলে মনে করছে টালিগঞ্জ। কারণ পার্টির মধ্যেই একজন আরেকজনকে দেখলে সরে যাচ্ছিলেন। কেউ কারও মুখোমুখি হতে চাইছিলেন না। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন না–এইসব ব্যাপার দেখে মনে সন্দেহ উঁকি দিচ্ছিল। তবে সে সব আপাতত অতীত।

কৌশানি নিজে বলছেন, যেকোনও সম্পর্কেই বোঝাপড়ার ঘাটতি বা ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সম্পর্কে ইতি টেনে দিতে হবে। সব সমস্যার সমাধান খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব। আপাতত তাঁদের পুরো ফোকাস আসন্ন পুজো এবং একসঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলোর ওপর। পুজোয় মুক্তি পেতে চলা শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় পরিচালিত ছবি 'বহুরূপী'র সাফল্যে এবং বিশেষ করে কৌশানি ও শিবপ্রসাদের অনস্ক্রিন রসায়নে মজেছে দর্শক। আপাতত সেই সাফল্যে মজে আছেন কৌশানি।

চকোলেট দুর্গা

পুজোর নতুন চমক। চকোলেট দিয়ে তৈরি সাড়ে সাত ফুটের মা দুর্গা। সেই মায়ের উন্মোচন ও উদ্বোধনে মিঠুন চক্রবর্তী। সৌজন্যে হলিডে ইন, জৈন গ্রুপ।

দশভুজার শহরে

চাপা পড়ে জীবনযুদ্ধ

প্যান্ডেলে দশভুজার আরাধনা শেষ চারদিনেই। কিন্তু বাস্তবে নিত্যদিনের সংসারে ‘অভাবাসুর’কে বধের প্রচেষ্টায় এই মানুষগুলি দশ হাতে তুলে নিচ্ছেন লড়াইয়ের অস্ত্র। ঢাকের আওয়াজে সেই যুদ্ধ শোনা যায় না ঠিকই। কিন্তু নীরবে ছড়ায় এর বিস্তার। গ্রাম থেকে শহর, রাত থেকে দিন, নারী থেকে পুরুষ নির্বিশেষে।

অনুষ্কা বর্মন

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : ‘লিপস্টিকের এই শেডটি ট্রাই করুন ম্যাম। আপনাকে দারুণ মানাবে। ওই সিরামটি নিয়মিত ব্যবহার করুন, স্কিনের গ্লো বাড়বে অনেকটা।’

শপিং মলের ঝলমলে আলো। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হাওয়া। মেকআপ কাউন্টারে দাঁড়িয়ে সোনিয়া দাস। মুখে নিখুঁত পেশাদার হাসি। দম ফেলার ফুরসত নেই। পুজোর আগে চারদিকে তিলধারণেরও স্থান সংকুলান। যে মেয়েটি রোজ অন্যের মুখে লাবণ্য ফেরানোর চেষ্টা করেন, মেকআপের আড়ালে থাকা তাঁর চোখের তলার গাঢ় কালিটা নজর এড়ায় সবার।

‘ফেস্টিভ সিজনে’ মাত্র পনেরো দিন বা এক মাসের চুক্তিভিত্তিক কাজ। দশমী মিটলেই কাজ শেষ জেনেও তাঁরা দিনে ১০-১২ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকেন। কারণ, এই সামান্য রোজগারে মেয়ের পুজোর ফ্রকটা জুটবে। সোনিয়া বলেন, ‘কাস্টমারদের ত্বকের যত্নের নানা দিক বোঝাই, অথচ গত ১৫ দিন নিজের চুলের যত্নটুকুও ভালো করে নিতে পারছি না। নিজের শপিং কবেই ভুলেছি। মেয়ের জন্য দুটো ভালো জামা কিনতে পারলেই আমার পুজোর আনন্দ। যখন ও ওই জামা পরে ঠাকুর দেখতে বেরোবে, তখন ওর হাসিতে আমার খাটনিটুকু সার্থক হবে।’

বিধান মার্কেটের প্রসাধনী দোকানে কাজ করেন কুড়ি পেরোনো তিথি গোস্বামী। নামী মেকআপ বিপণি থেকে তাঁকে এক্সট্রা ডিউটি দেওয়া হয়েছে। উৎসবের আমেজ তিথিদের কাছে উদযাপনের নয়, আত্মত্যাগের। তিথি বলছিলেন, ‘সারাদিন পর বাড়ি ফিরে শরীর ছেড়ে দেয়। পুজোতে এত খাটছি মায়ের হাতে দুটো বেশি টাকা তুলে দেব বলে। দু’বছর আগে বাবা মারা যান। তারপর থেকে সংসারের দায়িত্ব আমার। সেকেন্ড ইয়ারে ড্রপ আউট হলাম। পড়াশোনার কত মূল্য আজকের দিনে। কিন্তু কী করব!’ হাসিমুখে কথাগুলো বলতে বলতে কাজল মাসকারার খাঁজে জমা নোনা জল সযত্নে গিলে নেন তিথি।

মহাবীরস্থানে কাপড়ের দোকানের কর্মী আফসানা খাতুন আর রূপা সাহা। একটানা দাঁড়িয়ে পায়ে তীব্র ব্যথা। আফসানার কথায় জীবনের রূঢ় সত্য, ‘শত ক্লান্তি নিয়েও হাসিমুখে খদ্দেরকে বোঝাই, কোনটায় তাঁকে মানাবে। অথচ আমাকে কোন জামায় ভালো লাগবে, তা বলার কেউ নেই। তবু শান্তি, যে সামান্য রোজগার করি, ছেলেমেয়েদের আবদার মেটাতে, উৎসবের দিনে ভালোমন্দ খেতে কারও কাছে ঘ্যানঘ্যান করতে হয় না।’

মাটিগাড়া থেকে রোজ আসেন রূপা। কাজ শেষে বেরোতে রাত ১১টা বেজে যায়। অত রাতে একা পথ চলতে ভয় লাগে ঠিকই। তবু রূপা বলেন, ‘নিরাপত্তা যে কোথাও নেই, তা তো কবে বুঝে গেছি। সে সব ভাবা বিলাসিতা। রোজ বাইরে পা রাখি, নিজের একটা জগৎ আছে। চেনা পরিচিতি আছে এখানে। এটাই মুক্তির স্বাদ। রাতে ভয় লাগলেও রাত দখলের স্বাধীনতাকে বাগে আনতে হবে আমাদের।’

উৎসবের অর্থনীতি এভাবেই ঘোরে। রং বদলায়। সংজ্ঞা বদলায় আনন্দ।

হংকং মার্কেটের এক পোশাকের দোকানের অস্থায়ী কর্মী সুমিতা দাসের কথায়, ‘অন্যের পুজো সুন্দর করাই তো আমাদের কাজ। অষ্টমীর রাতে সবাই যখন ঠাকুর দেখেন, আমরা তখন পা ফুলিয়ে বাড়ি ফিরে বিশ্রাম করি।’

ছবি : সূত্রধর

মলের কাচের দরজা পেরোলেই শরতের রোদ আর নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা তখন কাটাকুটি খেলছে। দর্শক, পুজোর গন্ধমাখা ফুটপাথ। সেখানে দাঁড়িয়ে একগুচ্ছ রঙিন বেলুন হাতে খদ্দের ডাকছে আট-নয় বছরের এক শীর্ণকায় খুদে। নাম নয়ন রাজবংশী। পুজোর ক’টা দিন বেলুন, বাঁশি বা খেলনা বিক্রি করে দু’পয়সা আয়ের আশায় মার্কেট, মণ্ডপগুলোর সামনে ঘুরছে সে। লাল, নীল, হলুদ নানা রঙের বেলুনগুলি ওর মাথার ওপর উড়ছে। অথচ, ওর নিজের শৈশবটা যে বড্ড বর্ণহীন।

ফুটপাথের ধারে মা আর ভাইকে নিয়ে থাকে। ঘামে ভেজা মুখে নয়ন বলে চলে, ‘এগুলো নিয়ে খেলতে তো আমারও ইচ্ছে করে। কিন্তু এগুলো মহাজনের। খেলতে গিয়ে কিছু হলে পয়সা কাটবে। আর খেললে টাকা পাব কীভাবে? তাই আমার বয়সি অন্য ছেলেমেয়েরা যখন কেনে, দূর থেকে দেখি। ওটুকুই ভালো লাগে।’ কথাগুলি শেষ হওয়ার আগেই এক দমকা হাওয়া বয়ে গেল। সেই হাওয়ায় যেন অকালে বড় হওয়ার দীর্ঘশ্বাস আছড়ে পড়েছে শৈশবে।

হকার্স কর্নারে রাস্তার এক কোণে কমদামের সফট টয় নিয়ে বসেছেন জলপাইগুড়ির সমীর রায়। গত বছর লক্ষ্মীপুজোর রাতের হড়পা তাঁর জীবনে মুছেছে ঘরের সংজ্ঞা। এখন স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ঠাঁই শিলিগুড়ির এক আশ্রমে। পাশে বসে সাত বছরের ছেলে শিবম। পুজোর মরশুমে সমীরের গলা কাঁপে, ‘যখন যেমন কাজ পাই করি। পুজো আসছে। বাচ্চারা ঘুরবে। এখন পুতুলের বিক্রি বেশ ভালোই হবে। অন্য বাচ্চারা যখন পুতুল কিনে হাসিমুখে চলে যায়, আমার ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বুঝি ওরও সাধ জাগে। কিন্তু আমি এমনই বাবা, ইচ্ছে থাকলেও সাধ্য যে আর ধরা দেয় না আমায়!’

চারপাশে যখন উৎসবের রোশনাই। আতিশয্যের লড়াই। তখন এই মানুষগুলি পড়ে থাকে আলোর নীচের ঘাপটি মেরে থাকা নিরেট অন্ধকারে। এরা কেউ অন্যের রূপ খোলে, কেউ বিক্রি করে নিজেদের শৈশব। পুজো শেষ হবে। বিসর্জনের বাজনা থামবে। শহরের কোলাহলও শান্ত হবে। কিন্তু সোনিয়া, তিথি, আফসানা, নয়ন, সমীরদের জীবনযুদ্ধ থামবে না। প্যান্ডেলের দশভুজার আরাধনা শেষ চারদিনেই। কিন্তু বাস্তবে নিত্যদিনের সংসারে ‘অভাবাসুর’কে বধের প্রচেষ্টায় এই মানুষগুলি দশ হাতে তুলে নেন লড়াইয়ের অস্ত্র। ঢাকের আওয়াজে সেই যুদ্ধ শোনা যায় না ঠিকই। কিন্তু নীরবে ছড়ায় এর বিস্তার। গ্রাম থেকে শহর, রাত থেকে দিন, নারী থেকে পুরুষ নির্বিশেষে।

টাউন স্টেশনের সংস্কারে এএসআই-এর সাহায্য চাইল রেল

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : ঐতিহ্যবাহী শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনকে পুরোনো রূপে ফেরাতে পুরোদমে কাজ চলছে। স্টেশনের সংরক্ষণের কাজ প্রায় শেষ। এবার শুরু হবে সংস্কারপর্ব। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের কর্তারা জানিয়েছেন, স্টেশন চত্বরে একটি মিউজিয়ামও গড়ে তোলা হবে। তবে সংস্কারের সময় স্টেশনের ঐতিহ্য যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা নিশ্চিত করতে রেল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (এএসআই) পরামর্শ নেবে। ঐতিহাসিক ভবনের কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে কাজ এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে রেল সূত্রে খবর। রেলের কাটিহার ডিভিশনের এক আধিকারিক বলেন, ‘ইতিমধ্যে

এএসআই কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষের পরামর্শ মতোই সংস্কারের কাজ করা হবে। আশা করছি, শীঘ্রই কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।’

শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের ইতিহাস দীর্ঘ। কয়েক দশক ধরে যথাযথ সংস্কার না হওয়ায় হেরিটেজ ভবনটি ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়েছিল। রাজ্যে পালাবদলের পর স্টেশনটির হাল ফেরাতে উদ্যোগী হয় রেল। শুরু হয় সংরক্ষণের কাজ। সেই কাজ এখন প্রায় শেষের পথে। এবার পুরো স্টেশন সংস্কার করে পুরোনো রূপ ফিরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

স্টেশনের গুরুত্ব বাড়াতে সেখানে মিউজিয়াম তৈরিরও সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে খবর, এই মিউজিয়ামে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ছবি, যন্ত্রাংশ ও দুর্লভ সামগ্রী রাখা হবে। পুজো মিটলে এএসআইয়ের আধিকারিকরা স্টেশন পরিদর্শনে আসতে পারেন। তাঁদের মতামতের ভিত্তিতেই সংস্কারের কাজ শুরু হবে।

রেলকর্তারা জানিয়েছেন, সংস্কার শেষ হলে দার্জিলিংগামী টয়ট্রেন শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে ১০ মিনিট দাঁড়াবে। পর্যটকেরা যাতে স্টেশনটির ঐতিহ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই সিদ্ধান্ত। পাশাপাশি, পর্যটনকেন্দ্র হিসেবেও রেল এই স্টেশনটির গুরুত্ব বাড়াতে চায়।

সাজাব যতনে।। শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে সোমবার। ছবি : সূত্রধর

শহর থেকে শহরতলিতে নজরদারি নেই

পথবাতি জ্বলছে দিনেও, অর্থের অপচয়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : সূর্য উঠেছে অনেক আগেই, চারদিকে ঝলমলে রোদ। অথচ রাস্তার ধারে একের পর এক বাতি সতেজভাবে জ্বলে রয়েছে। শহর শিলিগুড়ি এবং তার সংলগ্ন শহরতলি এলাকায় অহরহ দেখা যাচ্ছে এই চেনা ছবি। দিনের আলোয় এভাবে পথবাতি জ্বলে থাকায় একদিকে যেমন বিদ্যুতের অপচয় হচ্ছে, তেমনই রাজ্যের রাজকোষ থেকেও বিদ্যুৎ মাশুল বাবদ অনর্থক বাড়তি খরচ গুনতে হচ্ছে।

প্রশাসনের এই চরম উদাসীনতা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন সাধারণ মানুষ। পুরনিগমের কমিশনার তথা শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক বিন্দুবাসী তেজা দীপক বলেছেন, ‘এই বাতিগুলি সময়মতো জ্বালানো এবং নেভানোর জন্য কর্মী রয়েছেন। মাঝেমধ্যে হয়তো তাঁরা সঠিকভাবে কাজ করছেন না। আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছি।’ তাঁর দাবি, ‘পুজোর আগে শহর এবং শহরতলিতে পথবাতি মেরামত এবং নতুন পথবাতি বসানোর কাজ চলছে। হয়তো সেই কাজের জন্যও অনেক জায়গায় দিনে আলো জ্বলা অবস্থায় দেখা যেতে পারে।’

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তায় বেশিরভাগ সময়ই বেলা সাড়ে ৭টা, ৮টা পর্যন্ত পথবাতি জ্বলতে দেখা যায়। অথচ ভোর সাড়ে ৫টায় সকাল হয়। আবার সন্ধ্যা নামার আগেই পথবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে পুরকর্মী চলে যান। সোমবারও শহরের ডাবগ্রাম, সূর্যনগর, সুভাষপল্লি এলাকায় বিকেল ৪টেয় পথবাতি জ্বলতে দেখা গিয়েছে। অথচ ৫:১৫ মিনিটে সন্ধ্যা নেমেছে। প্রতিদিন সকাল, বিকেল মিলিয়ে গড়ে তিন ঘণ্টা করে অতিরিক্ত সময় পথবাতি জ্বলছে। যার জেরে

মেডিকেল মোড় সংলগ্ন এশিয়ান হাইওয়ে থেকে তোলা ছবি।

রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিকে প্রচুর টাকা বিল মেটাতে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে। শহরে এই সমস্যা দূর করার জন্য একাধিকবার টাইমার বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম। কিন্তু রাজ্যের বরাদ্দ না পাওয়ায় সেই কাজ করা যায়নি। ফলে চুক্তিভিত্তিক কর্মী দিয়েই পথবাতি জ্বালানো এবং নেভানোর কাজ করতে হয়। পুরনিগমের বিদ্যুৎ বিভাগের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়ালের কথায়, ‘বেশ কয়েকবার টাইমার কেনার জন্য রাজ্যের কাছে আর্থিক বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই আবেদনের কোনও জবাব আসেনি। ফলে পথবাতি সময়মতো জ্বালানো এবং নেভানোর ব্যবস্থা করা যায়নি।’

একই সমস্যা শহরতলিতেও লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশেষ করে নৌকাঘাট থেকে তৃতীয় মহানন্দা সেতু, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল হয়ে মেডিকেল মোড়, কদমতলার এশিয়ান হাইওয়ের দু’পাশে পথবাতি দিনেও জ্বলে থাকছে। সোমবারও অনেক বেলা পর্যন্ত পথবাতি জ্বলে থাকতে দেখা গিয়েছে। এই পথবাতিগুলি এসজেডিএ নিয়ন্ত্রণ করে। এসজেডিএ পুজো উপলক্ষ্যে এই রাস্তায় বাড়তি আলোর ব্যবস্থাও করছে।

সোমবার সুশ্রুতনগরের বাসিন্দা তপন বিশ্বাস বললেন, ‘পথবাতি তো সারা দিনরাত জ্বলে থাকছে। মাঝেমধ্যে কেউ এসে বন্ধ করে, বাকি দিনগুলিতে দিনরাত আলো জ্বলে থাকে।’ এভাবে বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণ সরকারের বক্তব্য, ‘আমাদের পাড়ার রাস্তার পথবাতি সময়মতো জ্বালানো এবং বন্ধ করা হয়। এশিয়ান হাইওয়ের পথবাতি আমাদের অধীনে নয়।’

অবরোধের হুঁশিয়ারি

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : ফুলেশ্বরী রেলগেট ইস্যুতে এবার বৃহত্তর আন্দোলনের ইঙ্গিত দিল সিপিএম। সোমবার এডিআরএম (এনজেপি) অফিসের সামনে বিক্ষোভরত অবস্থায় দলীয় নেতৃত্ব দাবি করে, সমস্যার সুরাহা না হলে দুর্গাপুজোর পর রেল অবরোধ করা হবে। দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শরদিন্দু চক্রবর্তী বলেন, ‘আমরা উন্নয়নের পক্ষে। তবে মানুষের জীবন অচল করে দিয়ে উন্নয়ন হতে পারে না। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে আমরা আমজনতাকে সঙ্গে নিয়ে রেল অবরোধে শামিল হব।’

প্রথম থেকেই আচমকা ফুলেশ্বরী রেলগেট বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদ করছে সিপিএম। এদিন সংগঠনের ২৪ নম্বর ওয়ার্ড শাখার তরফে এডিআরআর অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। অন্যদিকে, ফুলেশ্বরী রেলগেট সহ ডাবল লাইন প্রকল্পের জন্য উচ্ছেদ নোটিশের বিরোধিতা করে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সহ ১২ জুলাই কমিটি ও বস্তি উন্নয়ন সমিতি যৌথভাবে এডিআরএম অফিসে বিক্ষোভ দেখায়। পরে পুনর্বাসনের দাবি সহ ফুলেশ্বরী রেলগেটের সমাধান চেয়ে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : টাকা সংক্রান্ত বিবাদে মারধরের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম কেতু সাহা। তিনি নিরঞ্জননগরের বাসিন্দা। অভিযোগকারী টুলুরানি সরকারের দাবি, মহালয়ার দিন ভোরে তাঁর স্বামী নিরঞ্জননগরের বাড়ি থেকে তর্পণ করতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় কেতু সহ মোট তিনজন তাঁকে ঘিরে ধরে টাকা চান। টাকা নেই বলে তাঁর স্বামী জানালে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসতে বলা হয়। রাজি না হওয়ায় তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরে টুলু আশিঘর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ রবিবার রাতে কেতুকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পাঁচ ভ্যান

ইসলামপুর, ১২ অক্টোবর : ইসলামপুরেও চালু হল পুলিশের ‘ডায়াল ১১২’ পরিষেবা। সোমবার ইসলামপুরের তিস্তা ময়দানে এই সূচনার আগেই পাঁচটি পুলিশ ভ্যান এসে পৌঁছেছে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়া লক্ষ্য এই ভ্যানগুলির।

...যেন ফোন না আসে

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : অতিথিদের সারিতে বসে রয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গের প্রান্ত প্রচারক লক্ষ্মণ বনসল, বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা প্রবীণ আগরওয়াল, দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মণ্ডল সহ শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তাঁদের সামনেই পুজোর সময় কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হলে কেউ যেন ফোন না করেন, এমন বার্তা দিলেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রানা মুখোপাধ্যায়।

সোমবার চেক বিলি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ডিসিপির পরিষ্কার বক্তব্য, ‘আমরা ভালো কাজ করতে পারলেই শহরের সকলে ভালোভাবে পুজোয় আনন্দ করতে পারবেন। তার জন্য কিছু ক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছি। কেউ মদ্যপ অবস্থায় ঘোরাঘুরি করলে তাঁকে আমরা ধরব। কেউ হুজ্জুতি করলে তাঁদের আমরা ধরব। কেউ নিয়ন্ত্রণহীনভাবে গাড়ি চালালে আমরা তাঁকে ধরব। কোনও ফোন যেন না আসে।’ ক্লাব কর্তাদের কাছে তাঁর আরও বার্তা, ‘শেষ ভালো তো সব ভালো। বিসর্জনের সময়, বিশেষ করে তরুণরা উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন। সে ব্যাপারটা ক্লাবের বড়দের দেখতে হবে। আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে কাজ করতে হবে।’

সোমবার বর্ধমান রোডের একটি ভবনে শিলিগুড়ি থানা এলাকার পুজো কমিটিগুলোকে চেক দেওয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ডিসিপি যখন এই বার্তা দিচ্ছেন, প্রধাননগর থানা এলাকার পুজো কমিটিগুলোকে চেক দেওয়ার অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল মাল্লাগুড়ি এলাকার একটি হোটেলে। সেখানে উপস্থিত হয়ে পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কাছেও মতামত চাইলেন। তিনি বললেন, ‘দুর্গাপুজো মানে

নেতাদের সামনে বার্তা পুলিশকর্তার

দেবীর হাতে শত্রুর বিনাশ। আমরাও সারা বছর সমাজের অশুভ শক্তি নষ্টের কাজ করে চলেছি। সাইবার থেকে শুরু করে নেশার বিরুদ্ধে আমরা সারা বছর লড়াই করে চলেছি। নানা উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। আপনারা বলতে পারবেন, সেটা কতটা কার্যকরী হচ্ছে। আপনারাও আমাদের বিভিন্ন পরামর্শ দিতে পারেন।’ তাঁর আরও বক্তব্য, ‘পুজোর সময়ে আমরা বিভিন্ন নিয়ম-নির্দেশিকা জারি করেছি। শহরবাসী যাতে ভালোমতো ঘুরতে পারেন, তার জন্যই এই যাবতীয় নিয়ম। যাঁরা কানে কম শোনেন, তাঁদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’

এদিন নিজের বক্তব্যে পুজো কমিটিগুলোকে একাধিক বার্তা দেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, ‘ক্লাবগুলো পাড়ার পরিবেশ রক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিগত সরকারের আমলে ক্লাবগুলোর মধ্যে এক ধরনের মানসিকতা হয়ে গিয়েছিল। পুজোকে উৎসবের রূপ দেওয়া কার্যত রেষারেষির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। তাতে সমাজের লাভ কিছু হয়নি, উলটে ক্ষতি হয়েছে। তৃণমূল আমলে কলকাতার বড় ক্লাব উদ্যোক্তারা এখন জেলে রয়েছেন। পুজো নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে হোক। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হোক।’

তিনি আরও বলেন, ‘ক্লাবগুলোর মাধ্যমে অনুরোধ করব, সবুজায়নের পাশাপাশি ড্রাগসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের বার্তা দেওয়া হোক। আমি এটাও শুনেছি, শহরে ড্রাগসের দৌরাত্ম্য অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে।’ বিজেপি নেতা প্রবীণ আগরওয়াল বলেন, ‘এখন অনেক মণ্ডপের পাশেই একটি স্টেজ থাকে। রাত দশটার পর ওই স্টেজে বিভিন্ন ধরনের নাচ-গান হয়। এটা না হওয়াই ভালো। ক্লাবগুলোকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে হবে।’ অরুণ মণ্ডল, লক্ষ্মণ বনশল ও পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন একই সুরে বলেন, ‘মণ্ডপের ভিতরের পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে। সুষ্ঠু ও নিরাপদ রাখতে হবে।’

ভোটের সলতে পাকানো শুরু

দানধ্যানে মন বিজেপির

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমে শিলিগুড়িতে নজর কাড়ছে রাজনীতি ও সমাজসেবার নতুন রসায়ন। শহরের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডেই গেরুয়া শিবিরের ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটররা সাফাইকর্মীদের হাতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন। পাশাপাশি, সাধারণ ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের মাঝে পুজোর নতুন পোশাক বিলিতেও এগিয়ে এসেছেন তাঁরা। দানধ্যান ও সমাজসেবামূলক কাজের এই দৌড়ে আপাতত বিজেপির থেকে অনেকটাই পিছিয়ে বিরোধী দলগুলি। এ ব্যাপারে বিজেপির শিলিগুড়ি বিভাগের আহ্বায়ক রাজু সাহার বক্তব্য, ‘দলের তরফ থেকে কোঅর্ডিনেটরদের নতুন পোশাক বিলি করতে বলা হয়েছে। সাধ্যমতো সবাই বিলি করছেন। এর সঙ্গে রাজনীতির যোগ নেই।’

তবে বিজেপির এই সমাজসেবামূলক উদ্যোগ শহরের রাজনীতিতে জল্পনা বাড়িয়েছে। উপহার প্রদান ও দানধ্যানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সশরীরে হাজির থাকছেন স্বয়ং রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। তবে স্থানীয় রাজনীতিতে বিষয়টি নজর কাড়ছে অন্য কারণে। বিগত বছরগুলিতে বিজেপির যে সমস্ত মাঝারি ও প্রথম সারির নেতাকে পুজোর উদযাপনে বা উপহার বিলিবণ্টনে সেভাবে দেখা যেত না, এবার তাঁরাই একদম

সামনের সারিতে থেকে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন।

এই সক্রিয়তাকে আগামী পুরভোটের সলতে পাকানো হিসেবেই দেখছেন অনেকে। তাঁদের মতে, পুজো পার হলেই শিলিগুড়িতে বাজতে পারে পুরভোটের বাদ্যি। ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের সঙ্গেই কার্যকর হয়ে যাবে নির্বাচনি আচরণবিধি। ফলে সেই সময় এ ধরনের দানধ্যান অনুষ্ঠানে আইনি বাধা আসতে পারে। তাই উৎসবের মরশুমকে পাখির চোখ করে ভোট প্রস্তুতি সেরে রাখছেন পদ্মের কোঅর্ডিনেটররা। বাদ নেই নেতাদের অনেকেও।

যদিও দলীয় নেতৃত্বের একাংশ এমন জল্পনা উড়িয়ে দিচ্ছেন। তাঁদের দাবি, এটি কোনও রাজনৈতিক চমক বা ভোটের অঙ্ক নয়, বরং প্রতি বছরের মতো জনসেবার একটি সাধারণ সামাজিক রীতিমাত্র। তবে প্রকাশ্যে যা-ই দাবি করা হোক না কেন, উৎসবের আবহকে কাজে লাগিয়ে বিরোধীদের থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকার কৌশল যে বিজেপির কোঅর্ডিনেটরদের মনে কাজ করছে, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির কোঅর্ডিনেটর আদিত্য মোদক বলেন, ‘কাউন্সিলার নেই। ফলে আমাদের কাছে আসা করাটা স্বাভাবিক।’ ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর তুফান সাহা বলেন, ‘নিজেদের টাকায় সাধ্যমতো দেওয়ার চেষ্টা করছি। বিধায়কের তরফ থেকে অল্প কিছু দিতে পারে। তাতে হবে না।’ এক কোঅর্ডিনেটর দুই হাজারের বেশি নতুন পোশাক বিলি করছেন বলে দলকে ইতিমধ্যে জানিয়েছেন।

পৃথিবীর পাঠশালা

পিঠের ব্যাগের বিবর্তন

পিঠে বোঝা বইবার প্রথা মানুষের জীবনে নতুন কিছু নয়, এর শেকড় লুকিয়ে আছে প্রায় কুড়ি লক্ষ বছরের পুরোনো ইতিহাসে। তবে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত খোঁজ মেলা সবচেয়ে প্রাচীন পিঠের ব্যাগটি ব্যবহার করা হত যিশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় তেত্রিশশো বছর আগে। আল্পস পর্বতের বরফে জমে থাকা প্রাচীন এক বরফমানবের কাছে এর সন্ধান মেলে। দুটি কাঠের তক্তা আর একটি সাধারণ গাছের ডাল দিয়ে অত্যন্ত সাদামাঠা কাঠামোয় এটি তৈরি হয়েছিল। অন্যদিকে, আজকের দিনে আমরা যে আধুনিক পিঠের ব্যাগ ব্যবহার করি, তার চল শুরু হয় আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়। এক ব্যক্তি পিঠের থলে আর খাবারের ব্যাগ আলাদাভাবে বইতে গিয়ে দারুণ বিরক্ত হচ্ছিলেন। সেই বিরক্তি থেকেই তিনি মোটা কাপড়ের এক কাঠামোওয়ালা ব্যাগের নকশা বানান, যা পিঠের ওপর ওজন নিখুঁতভাবে ভাগ করে দিতে পারত।

বরফের বুকে রক্তের ঝরনা

অ্যান্টার্কটিকার চরম বরফশীতল প্রান্তরে এক নির্দিষ্ট হিমবাহ থেকে যখন জলের ধারা নীচের দিকে নামে, তখন তার রং থাকে টকটকে লাল। দূর থেকে দেখলে শিউরে উঠতে হয়, মনে হয় ধবধবে সাদা বরফের বুক চিরে যেন আসল রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণায় আবিষ্কার করেছেন যে, এই বরফ স্তরের নীচে এক অতি প্রাচীন হ্রদ লুকিয়ে আছে। সেই হ্রদের জলে লোহার পরিমাণ এতটাই বেশি যে, বাইরের বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসামাত্র তাতে মরচে ধরে যায়। আর ঠিক সেই রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণেই সাধারণ জলের রং নিমেষে একদম রক্তের মতো গাঢ় লাল হয়ে ওঠে। প্রকৃতির এই জাদুকরি রূপ সত্যিই অবাক করার মতো।

মহাকাশের রহস্যময় সংকেত

উনিশশো সাতাত্তর সালে আমেরিকার এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী তাঁর বিশেষ বেতার দূরবিনে মহাকাশ থেকে আসা এক অদ্ভুত শক্তিশালী সংকেত ধরেছিলেন। বাহাত্তর সেকেন্ড ধরে চলা এই সংকেতটি এতই তীক্ষ্ণ এবং নিখুঁত ছিল যে, তিনি চূড়ান্ত অবাক হয়ে মুদ্রিত কাগজের পাশে বিস্ময় প্রকাশ করে একটি মন্তব্য লিখে রেখেছিলেন। বিজ্ঞানীরা আজও নিশ্চিতভাবে জানেন না, এত দূরের অজানা নক্ষত্রমণ্ডল থেকে কে বা কারা এই বিশেষ সংকেত পাঠিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় হল, এরপর অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে বহু চেষ্টা করেও মহাকাশের ওই নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আর কোনওদিন দ্বিতীয় কোনও সংকেত পাওয়া যায়নি। অনন্ত মহাকাশে অন্য প্রাণের অস্তিত্বের এই ইঙ্গিত আজও এক বিশাল অমীমাংসিত রহস্য।

বিনা পয়সায় কল্পনার খাবার

মাঝরাতে হঠাৎ জিভে জল এলে ঢুঁ মেরে আসতে পারেন অন্তর্জালের এক অভিনব ঠিকানায়। সেখানে পছন্দের সব খাবারের ফরমায়েশ দেওয়া যায়, অথচ পকেট থেকে এক পয়সাও খরচ হয় না। শর্ত একটাই, সেই খাবার কোনওদিন আপনার দরজায় পৌঁছাবে না। উদয়পুরের দুই তরুণ সম্পূর্ণ নিজেদের ভাবনায় এমন এক অদ্ভুত উদ্যোগ তৈরি করেছেন। সেখানে পছন্দের খাবার বেছে নেওয়া থেকে শুরু করে তা আসার পথ নজরদারি করা, সব রোমাঞ্চই উপভোগ করা যায়। আসলে অনেক সময় আমাদের পেটে আসল খিদে থাকে না, কেবল খাবার আনানোর আনন্দটুকু পাওয়ার লোভ থাকে। মুম্বইয়ে কাজ করার সময় এক তরুণ শুধুমাত্র এই অভ্যাসের বশেই প্রতি সপ্তাহে প্রায় দশ হাজার টাকা ওড়াতেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এমন অভিনব মঞ্চ তৈরির ভাবনা তাঁর মাথায় আসে।

এনবিএসটিসির নিয়োগে বেনিয়ম

শোকজ দুই অফিসারকে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : কর্মী নিয়োগে বেনিয়মের অভিযোগ ঘিরে সরগরম উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের শিলিগুড়ি ডিভিশন।

সূত্রের খবর, সেপ্টেম্বরে এখানে চারজনকে নিয়োগ করা হলেও বিতর্ক তৈরি হওয়ায় এ মাসে তাঁদের মাইনে দেওয়া হয়নি। নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠায় সংশ্লিষ্ট ডিভিশনাল ম্যানেজার ও অ্যাকাউন্টস অফিসারকে শোকজ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও সোমবার বিকেলে ডিভিশনাল ম্যানেজার সৌভিক দে বলেন, 'আমি এখনও পর্যন্ত শোকজের চিঠি পাইনি। অনেকে অনেক কথা বললেও নিয়োগ বৈধভাবেই হয়েছে।' শোকজ প্রসঙ্গে ম্যানেজিং ডিরেক্টর অশ্বিনী রায়ের বক্তব্য, 'এটা সম্পূর্ণভাবে এনবিএসটিসি-র অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।' তবে তিনি বলেছেন, 'ষাট বছর বয়সে অবসর নেওয়ার পর এজেন্সি নতুন কর্মী নিয়োগ করতে পারে। এর বাইরে আর কোনও ধরনের নিয়োগ হবে না।'

সম্প্রতি আরও দশজন ডিভিশনের বিভিন্ন বিভাগ ও ডিপোতে ঢুকে যাওয়ায় বিতর্কের ঝাঁঝ বেড়েছে। এদিকে, তাঁরা নিজেদের বিজেপি নেতাদের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। শিলিগুড়ির একাধিক কর্মীর দাবি, নতুনদের নিয়োগ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তাঁরা নিজেদের 'এমএলএ'-এর লোক বলছেন। এই নিয়ে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনকে বিকেল ৪টা ১৬ মিনিট, সন্ধ্যা ৭টায় ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। হোয়াটসঅ্যাপে ৪টা ১৬ মিনিটে মেসেজ করা হয়েছিল, ডেলিভার হলেও সিন হয়নি।

শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি, যে কোনও ধরনের নিয়োগের ক্ষেত্রে নোটিফিকেশন দেওয়া বাধ্যতামূলক। সেই নোটিফিকেশন করেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তার ভিত্তিতে এজেন্সিগুলি বরাত নিয়ে কর্মী নিয়োগ করে। অভিযোগ, রাজ্যে পালাবদলের পর যে নতুন ১৪ জন ঢুকেছেন শিলিগুড়ি ডিভিশনে, তাঁদের ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে বিজ্ঞপ্তি জারিই করা হয়নি। প্রথম চারজনের সময় ডিভিশনাল অফিস থেকে ইন্টারভিউয়ের জন্য একটি টিম গঠন করা হয়। যদিও সেবিষয়ে শীর্ষ আধিকারিকরা অন্ধকারে ছিলেন। অন্যদিকে, পরবর্তী দশজনের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ অবধি হয়নি।

তাঁদের ইতিমধ্যে ডিভিশনাল অফিস সহ বিভিন্ন ডিপোতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুইক্ষেত্রে কর্মীরা ছাব্বিশদিনের দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজে ঢুকেছেন। সম্প্রতি যোগ দেওয়া দশজনের বেতনের সময় হয়নি। তবে, প্রথম চারজনের বেতন আটকে দেওয়া হয়েছে।

বিরোধী দল প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনের এক নেতার কথায়, 'সবকিছুরই নির্দিষ্ট একটি নিয়ম রয়েছে। সেই নিয়ম মেনে সমস্ত কাজ হওয়া প্রয়োজন।'

> **এটা সম্পূর্ণভাবে এনবিএসটিসি-র অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ষাট বছর বয়সে অবসর নেওয়ার পর এজেন্সি নতুন কর্মী নিয়োগ করতে পারে। এর বাইরে আর কোনও ধরনের নিয়োগ হবে না।**
>
> **অশ্বিনী রায়** ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এনবিএসটিসি

এসএসবি'র অনুষ্ঠানে ২ মন্ত্রী

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : শিলিগুড়ির রানিডাঙ্গায় এসএসবি ফ্রন্টিয়ার সদর দপ্তরে চতুর্থ পর্বতারোহণ অভিযান শিখরের ফ্ল্যাগ-ইন অনুষ্ঠান হয় সোমবার। অনুষ্ঠানে নিরাপত্তাকর্মীদের দ্বারা অভিযানের সাফল্য উদযাপনও করা হয়। মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শংকর ঘোষ এবং নিশীথ প্রামাণিক। অনুষ্ঠানটির ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে নিশীথ মাউন্ট ডোমেখাং (৭,২৬৪ মিটার) অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করা এনডিআরএফ-এর ৩৮ জওয়ানকে স্যালুট জানান। তিনি বলেন, 'তাঁদের সাহস, শৃঙ্খলা ও দৃঢ় সংকল্প সমগ্র দেশকে গর্বিত করেছে।'

চালকদের হেনস্তা

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : শিবমন্দির এলাকায় ডাম্পার আটকে চালকদের হেনস্তার অভিযোগ উঠল বজরং দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার সকালে শিবমন্দিরে দুটি বাছুরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ডাম্পারের ধাক্কায় বাছুর দুটির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এরপর রাতে একের পর এক ডাম্পার বেরোনোর সময় বজরং দলের সদস্যরা রাস্তা আটকান। এর জেরে ডাম্পারের লাইন পড়ে যায়। মাটিগাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বালুরঘাটের একটি স্কুলে আগমনী অনুষ্ঠানে। ছবি : মাজিদুর সরদার

ছাত্র বিক্ষোভে লাঠি

প্রথম পাতার পর

একাংশ স্কুলের পোশাক পরেই রাস্তায় নেমে পড়ে। তাদের সঙ্গে বহিরাগতদের একাংশ যোগ দিয়ে উসকানি ছড়ায় বলে অভিযোগ। পড়ুয়ারা প্ল্যাকার্ড হাতে 'হেডস্যরকে ফেরত চাই' স্লোগান দিয়ে জাতীয় সড়কের ওপর বসে পড়ে। তাদের অভিযোগ, ডিসেম্বরে ফাইনাল পরীক্ষা। অথচ অতিথি শিক্ষকরা কাজ ছাড়ায় এবং স্থায়ী শিক্ষকদের একাংশের গাফিলতিতে সিলেবাস শেষ হচ্ছে না। ছ'টি ক্লাসের মধ্যে মেরেকেটে তিনটি হচ্ছে। এমনকি পড়ুয়ারা যাতে আন্দোলন করতে না পারে, সেই কারণেই স্কুল কর্তৃপক্ষ কৌশলে অনলাইন ক্লাসের নাটক করছে বলে পড়ুয়াদের একাংশের দাবি। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে এসডিপিও (নকশালবাড়ি) সৌম্যজিৎ রায়, ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি সুদীপ বিশ্বাস, ঘোষপুকুর ফাঁড়ির ওসি সঞ্জয় তিরকি এবং বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রের ওসি অনির্বাণ নায়েক বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এসডিপিও বলেন, 'জাতীয় সড়ক অত্যন্ত সংবেদনশীল জায়গা। সেখানে সাধারণ পড়ুয়াদের সামনে রেখে কিছু স্থানীয় দুষ্কৃতী প্ররোচনা দিয়ে এই অবরোধ তৈরি করেছিল। আমরা পথ অবরোধমুক্ত করেছি এবং চিহ্নিত করে কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, পড়ুয়াদের নিরাপত্তার স্বার্থে বেশ কয়েকজনকে 'রেসকিউ' করে পরে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, উসকানি দেওয়ার অভিযোগে বহিরাগতদের চিহ্নিত করে আটক করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ১৭ জনকে এদিন আটক করা হয়েছিল, যাদের মধ্যে ১০ জন পড়ুয়া ছিল। পরে পড়ুয়াদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বহিরাগত সন্দেহে কয়েকজন ফাঁসিদেওয়া থানায় এখনও আটক রয়েছেন।

এদিকে, প্রধান শিক্ষক সামসুল আলমের বদলি ও রিলিজ অর্ডার ঘিরে প্রশাসনিক এবং আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছে। গত ৯ অক্টোবর ইসলামপুরের একটি স্কুলে তাঁর বদলির নির্দেশপত্র আসে। আগামী ১৪ অক্টোবরের মধ্যেই তাঁকে নতুন কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে সোমবার পর্যন্ত তিনি ব্যক্তিগত কারণে সিএল নিয়েছিলেন। সামসুল আলমের অভিযোগ, 'আমি ছুটিতে থাকা অবস্থাতেই সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে সেই ছুটি বাতিল করে একতরফা রিলিজ অর্ডার ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী ছুটিতে থাকাকালীন কাউকে এভাবে রিলিজ করা যায় না। আমি কাউকে চার্জ হ্যান্ডওভার করিনি। এমনকি ওই রিলিজ অর্ডারে কোনও সময়ের উল্লেখ নেই। এর ফলে আমার দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে অন্যায়ভাবে দাগ ফেলে দেওয়া হল।'

এদিকে, স্কুল পরিদর্শক (এসআই)-এর নির্দেশে বিদ্যালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন শিক্ষক স্বপনকুমার রায়। তিনি বলেন, 'প্রশাসনের নির্দেশে আমরা অনলাইন ক্লাস চালাচ্ছিলাম। বহিরাগতরা পড়ুয়াদের ভুল বুঝিয়ে প্ররোচনা দিয়ে রাস্তায় নামিয়েছে। সোমবার ডিআই স্কুলেও এসেছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত অফলাইন ও অনলাইন সমস্ত ক্লাস বন্ধ থাকবে। পুজোর ছুটির পরই স্কুল খুলবে।'

দিনের পর দিন স্কুলে এমন অচলাবস্থা তৈরি হলেও স্থানীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরে নির্লিপ্ততা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেন পড়ুয়া ও অভিভাবকদের সঙ্গে বসে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খোঁজা হল না, তা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানার জন্য ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মুকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। পাশাপাশি বিধাননগর সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক সাধন বিশ্বাসকে চারবার ফোন করা হলেও প্রথম দু'বার তিনি ফোন তোলেননি। পরে তাঁর মোবাইল ফোন সুইচড অফ থাকায় শিক্ষা দপ্তরের বক্তব্য জানা যায়নি।

সীমান্ত সুরক্ষায় জনসংযোগে জোর

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : সীমান্ত এলাকার সুরক্ষায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং দেশ গঠনে তাঁদের সক্রিয় অংশীদার করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে সীমান্ত চেতনা মঞ্চ। ভারত-বাংলাদেশ এবং ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায় এই সংগঠনের তৎপরতা বর্তমানে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের সহযোগিতা নিয়ে মাদক পাচার রোধ এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে চেতনা মঞ্চ। সীমান্তবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে জওয়ানদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং এলাকার যে কোনও সন্দেহজনক গতিবিধির ওপর নজর রাখতে উৎসাহিত করছে এই মঞ্চ। কোথাও মাদকের অবৈধ কারবার কিংবা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনওকিছুর খবর পেলেই তা সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট জায়গায় জানিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর বিনিময়ে সীমান্ত এলাকার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নানা কল্যাণমূলক পদক্ষেপ করছে সংগঠনটি। এলাকার মহিলাদের সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং সম্প্রতি প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করা মহিলাদের হাতে শংসাপত্রও তুলে দেওয়া হয়েছে। ফাঁসিদেওয়ায় গত শনিবার একাধিক মহিলাকে এই শংসাপত্র তুলে দিয়েছেন সংগঠনের কর্মকর্তারা।

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের নতুন পোশাক ও পুজোর সামগ্রী উপহার দেওয়া হয়েছে। যুবসমাজকে সঠিক পথে রাখতে এবং খেলাধুলোর প্রতি উৎসাহী করতে শিশুদের হাতে বিভিন্ন খেলার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে সীমান্ত চেতনা মঞ্চের উত্তরবঙ্গের নেতা সত্যরঞ্জন রায় বলেছেন, 'সীমান্ত এলাকায় অতীতে মাদক কারবারের মাত্রা অনেক বেশি ছিল। তবে বর্তমান সরকারের আমলে তা অনেকটাই কমেছে। যেসব এলাকায় কাঁটাতার ছিল না, সেখানে কাঁটাতার বসানোর কাজ হয়েছে, যার ফলে সুরক্ষা আরও সুদৃঢ় হয়েছে।'

ইতিমধ্যে সীমান্ত এলাকায় সংগঠন বৃদ্ধিতে জোর দিয়েছে আরএসএস। তারা সীমান্ত চেতনা মঞ্চের মাধ্যমে যেমন এলাকায় জাতীয়তাবাদী কর্মসূচি বাড়িয়েছে, তেমনই সংঘ তাদের শাখা বৃদ্ধিতে তৎপরতা দেখাচ্ছে। শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়ায় তাদের শাখা অন্য ব্লকের তুলনায় কম। বিজেপিও বিভিন্ন ভোটে ফাঁসিদেওয়ার সংখ্যালঘু প্রধান এলাকায় বুথের এজেন্ট দিতে পারেনি। সেকথা মাথায় রেখেই সংঘ পরিবার সীমান্ত এলাকাতেও যে তাদের প্রভাব বাড়াতে তৎপর, তা বলাই বাহুল্য।

> **সীমান্ত এলাকায় অতীতে মাদক কারবারের মাত্রা অনেক বেশি ছিল। তবে বর্তমান সরকারের আমলে তা অনেকটাই কমেছে।**
>
> **সত্যরঞ্জন রায়** নেতা সীমান্ত চেতনা মঞ্চ

পুলিশের ফতোয়া

প্রথম পাতার পর

দিল্লি পুলিশের নির্দেশিকায় অবশ্য বিক্ষোভ প্রদর্শনের তিনটি বিকল্প জায়গার উল্লেখ আছে। সেই জায়গাগুলি হল রামলীলা ময়দান, বুরারি ও সিবিডি ময়দান। যদিও আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজের কথায়, 'রামলীলা ময়দান ইতিমধ্যে দখল হয়ে রয়েছে। সেখানে দুটি রামলীলার আয়োজন চলছে। তা হলে সেখানে কীভাবে বিক্ষোভ করা সম্ভব?' তিনি প্রশ্ন তোলেন, প্রতিবাদ জানানোর বিকল্প জায়গা হিসেবে রামলীলা ময়দানকে চিহ্নিত করে সরকার কি ফের প্রতারণা করল? সেখানে বিক্ষোভ আয়োজনের সুযোগ না থাকায় সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে চাইছে বলে সৌরভ অভিযোগ করেন। যন্তরমন্তরে এই নিষেধাজ্ঞাটির মূল সুপারিশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের গঠিত কমিটির সুপারিশ। দিল্লি পুলিশ ওই মন্ত্রকেরই অধীনে। ২০২২ সালের ২৮ এপ্রিলের মূল নির্দেশিকাটির শুধু আংশিক সংশোধন করেছে দিল্লি পুলিশ।

পুলিশের সাফাই, প্রতিবাদের অধিকার বজায় রাখার স্বার্থে নতুন স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। রামলীলা ময়দান সংসদ ভবন থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে। বুরারি উত্তর-পশ্চিম দিল্লিতে। অন্যটি পূর্ব দিল্লির শাহদরায়। যন্তরমন্তর নিষিদ্ধ করায় সংসদ ভবন ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক এলাকায় প্রতিবাদের সরাসরি প্রভাব পড়বে না। রাজনৈতিক আন্দোলন ও গণবিক্ষোভের ইতিহাসে অবশ্য রামলীলা ময়দানের গুরুত্ব রয়েছে।

১৯৭৫ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে শুরু করে ২০১১ সালে আন্না হাজারের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে এই ময়দান বড় জমায়েতের সাক্ষী। কিন্তু যন্তরমন্তরের মতো সংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক এলাকার কাছাকাছি না হওয়ায় প্রতিবাদের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার তাৎপর্য একইরকম নয়। গত জুনে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যন্তরমন্তর উত্তপ্ত হয়। তখন দাবি ছিল, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ ও শিক্ষা সংস্কার। চলতি অক্টোবরে যন্তরমন্তর চলো ডাক দেওয়া হয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে। দিল্লিকে প্রায় অবরুদ্ধ করে সেই সমাবেশ ঠেকিয়েছে পুলিশ। কিন্তু রোজই যন্তরমন্তরমুখী অভিযানে দিল্লি পুলিশের একেবারে নাস্তানাবুদ অবস্থা। অস্বস্তি এড়াতে তাই বন্ধ করে দেওয়া হল যন্তরমন্তরকে। ককরোচ পার্টির প্রতিষ্ঠাতার কথায়, 'কাপুরুষ স্বৈরশাসক আগেই জায়গাটিকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে। আজ মোদি যন্তরমন্তরকে বিক্ষোভের নির্ধারিত স্থানের তালিকা থেকে বাদ দিলেন। কাল তিনি গণতন্ত্রকেই বাতিল করে দেবেন।'

তিনি মনে করেন, 'স্বৈরশাসকের সমস্যা কখনও বিক্ষোভের জায়গা ছিল না। তাঁর আসল সমস্যা মানুষের প্রতিবাদ করার অধিকার।' একই দলের সহ আহ্বায়ক সৌরভ দাসের প্রশ্ন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যন্তরমন্তরকে ভয় পাচ্ছেন কেন?' পুলিশের নির্দেশিকার দিনই ককরোচ পার্টি আবার যন্তরমন্তরে পুনরায় সভা করার অনুমতি চেয়ে দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় আবেদন করে। তারপর ওই স্থান বাতিলের নির্দেশে পুলিশের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আরেক ককরোচ নেতা আশুতোষ রাঙ্কা।

এনবিইউ-এর ভবিষ্যৎ

প্রথম পাতার পর

ভর্তির দায়িত্বে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নৃতত্ত্ববিদ্যা এবং চা বিজ্ঞান- দুই বিভাগে চলতি শিক্ষাবর্ষে একজন ছাত্রছাত্রীও ভর্তি হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সমরকুমার বিশ্বাস নৃতত্ত্ববিদ্যার বিভাগীয় প্রধান। তাঁর বিভাগেই ভর্তি শূন্য হওয়ায় ক্যাম্পাসে চর্চা শুরু হয়েছে।

শুরু থেকেই ভর্তি নিয়ে এই উদ্বেগজনক তথ্য ধামাচাপা দিতে চাইছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কেন এই পরিস্থিতি, তার উত্তর দিতে নারাজ আধিকারিকদের কেউই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সচিব রূপক সরকারকে একাধিক দিন ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। বিজ্ঞান অনুষদের সচিব জয়দীপ সরকারও বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ভর্তি সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন সপ্তর্ষি ঘোষ। তাঁর ব্যাখ্যাও জানা যায়নি। ভর্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত এক আধিকারিক বলেন, 'ভর্তি তলানিতে ঠেকেছে- এই বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে যাতে হইচই না হয় তারজন্য আমাদের সতর্ক করা হয়েছে। কোনও কথা বললে শাস্তির খাঁড়া নেমে আসতে পারে। তাই কেউ কিছু বলছেন না।' এতদিন ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে মিললেও এবার সেই সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। কেন এত লুকোচুরি করা হচ্ছে তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক এবং প্রাক্তন উপাচার্য মহেন্দ্রনাথ রায়ের কথা, 'পড়ুয়া ভর্তি নিয়ে যে তথ্য পেয়েছি তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। উপাচার্য না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসতে চাইছে না। জাতীয় শিক্ষানীতির ফলে অনেক কলেজেই স্নাতকোত্তরে পড়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে, তার ফলে সামান্য হলেও প্রভাব পড়েছে। তবে মূল কারণ খুঁজে বের করে সমাধান করা অত্যন্ত জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছবি উঠে এসেছে তা আমাদের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক।'

স্ক্রিনে 'বন্দি' উৎসব

প্রথম পাতার পর

শিলিগুড়ির লতা বর্মনের কথায়, 'এই মাতামাতি আজকের প্রজন্মে ট্রেন্ডি। সারাবছর পুজোর অপেক্ষায় থাকি। ঘুরে ঘুরে পছন্দের ড্রেস কিনি। সঙ্গে মানানসই জুয়েলারি। সে সব পরে ফোটো, ভিডিও বানাব না- তা আবার হয় নাকি!'

পুজো কি তবে শুধুই 'ভিজুয়াল ইভেন্ট'? ঢাকের আওয়াজ, প্রতিমার দিকে তাকিয়ে প্রণামের চেয়ে ফ্রেম আর ফিল্টারে ভালো লাগা বেশি? কয়েক বছর আগেও দুর্গাপুজো মানে ছিল পাড়ার প্যান্ডেলে আড্ডা, ঠাকুর দেখার দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা আর প্রতিমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে প্রণাম। উৎসব উদযাপনের সেই ব্যাকরণটাই বদলে গিয়েছে। মণ্ডপে ঢুকে প্রতিমার দিকে তাকানোর আগে পকেট থেকে বেরিয়ে আসছে স্মার্টফোন। তারপর রিলসের দুনিয়ায় টিকে থাকার লড়াই।

এত ভিড়ের মধ্যে প্যান্ডেলের ঠিক কোথায় দাঁড়ালে মুখে 'স্পটলাইট'টা 'পারফেক্টলি' পড়বে কিংবা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে লোকজনকে বাদ দিয়ে কীভাবে নিখুঁত 'সোলো পিকচার' তোলা যায়- তাতেই তখন ফোকাস। এতকিছুর পর মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে গ্যালারি ঘেঁটে ছবিটা একটু 'ব্লার' হয়ে গিয়েছে বা মনের মতো হয়নি দেখলে মন খারাপ হয় বটে। তবে পরদিন ফের সেই একই মণ্ডপে হানা একেবারে অবধারিত।

ছবি তোলা বা রিলস বানানো অনুচিত নয়। কিন্তু সেই ছবির তাগিদে আমরা আসল মুহূর্তটা ভুলে যাচ্ছি না তো? শিলিগুড়ির সীমা সরকারের কথায়, 'এগুলো এখন আমাদের জীবনের অংশ। আমিও করি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, শুধু ছবি তোলায় ব্যস্ত থাকি। ছবি তুলে মন ভরে মা-কে দর্শনও করি।' অনেকের কাছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি বা ভিডিও আপলোড করাটা নিছক শখ নয়, পেশাও বটে।

পেশায় অ্যাঙ্কার এবং কনটেন্ট ক্রিয়েটর শিলিগুড়ির সাহানার মতে, কাজের জন্য অনেক সময় ভিড়ের মধ্যে ভিডিও বানানোর চাপ নিতে হয়। তিনি বলছিলেন, 'কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে পুজোর আগে আমাদের অনেক কাজ থাকে। তাই প্যান্ডেলে গিয়ে ঠাকুর দেখার চেয়ে ভিডিও শুট করাটা কখনও বেশি প্রায়োরিটি হয়ে দাঁড়ায়।' সাহানা পুজোর আগে অনেক কাজ শেষ করে ফেলেন। যাতে পুজোর ক'টা দিন পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, মজা করে কাটাতে পারেন।

সাহানার ভাষায়, 'সময়ের সঙ্গে আমিও ব্যালেন্স করাটাও শেখার চেষ্টা করি।' এই ভাবনা সকলের হলে ভার্চুয়াল দুনিয়ার ট্রেন্ডের জাঁতাকলে পড়ে পুজোর আসল অনুভূতি স্ক্রিনের আড়ালে হারিয়ে যাবে না।

মন্দির থেকে অলংকার চুরি

রাজগঞ্জ, ১২ অক্টোবর : সিসি ক্যামেরা ভেঙে দুর্গাপুজোর মুখে কালী মন্দির থেকে কয়েক লক্ষ টাকার সোনা ও রুপোর গয়না চুরির ঘটনা ঘটল। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে রাজগঞ্জ ব্লকের ভুটকিরহাট এলাকায়।

সোমবার সকালে কালী মন্দিরের তালা ভাঙা অবস্থায় দেখেন মন্দির মালিক লিটন পাল। মুহূর্তেই ঘটনাটি চাউর হয়ে যায় এলাকায়। গ্রামবাসীরা ভিড় জমান মন্দির চত্বরে এবং সংলগ্ন এলাকায়। পরিবারের তরফে রাজগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দু'দিন আগে একটি বড় মালবাহী গাড়ি থেকে প্রায় ১২ হাজার টাকার তেল চুরির ঘটনা ঘটে। ফলে পরপর চুরির ঘটনায় উদ্বেগে এলাকার বাসিন্দারা। পাশাপাশি, রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের সোনার কানের গয়না ও গলার চেনও উধাও বলে অভিযোগ।

সুপ্রিম কোর্টে 'গণতন্ত্রের যাত্রা'

প্রথম পাতার পর

সাধারণ প্রবেশপথে আইনি নথি জমা দেওয়ার কাউন্টারে যেতে দেওয়া হয় তাঁদের। তবে গেটের বাইরে বহু আইনজীবীকেও লাল রঙের সংবিধান হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

'ইন্ডিয়া' জোটের নেতারা ছাড়াও সোমবারের সুপ্রিম কোর্ট অভিযানে ছিলেন আইসা সভাপতি নেহা বোরা। মিছিলের সামনের সারিতে প্রিয়াংকা গান্ধির সঙ্গে হাঁটতে দেখা যায় তাঁকে। ওই মিছিলে কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় অর্ধেক দিল্লি। তবে ককরোচ জনতা পার্টি বা বাম ছাত্র সংগঠনের কোনও কর্মসূচি ছিল না। যদিও কনট প্লেস, জনপথ, যন্তরমন্তর সহ নয়াদিল্লির বিভিন্ন এলাকা ছিল কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে মোড়া।

মিছিলের আগে কংগ্রেসের সদর দপ্তর ইন্দিরা ভবনে সাংবাদিক বৈঠক রাহুল দাবি করেন, মোদি সরকারের ২০০-র বেশি আধিকারিক তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করছেন। ইডি, সিবিআই, এমনকি বিদেশমন্ত্রক থেকেও তথ্য আসছে। জ্ঞানেশ কুমারের উদ্দেশে তাঁর কথায়, 'রাজসাক্ষী হয়ে যান। পদত্যাগ করুন। সেটাই হবে আপনার দেশসেবা।'

তিনি বলেন, 'আপনি অপরাধ করেছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, আপনি মূল অপরাধী নন। আপনি ভুল করেছেন। কিন্তু এই ভুলের নেপথ্যে আপনার মস্তিষ্ক নেই। আমরা জানি, আপনি কী পরিমাণ চাপে আছেন।' রোজ এখন আন্দোলন হবে বলে হুমকি দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। বিরোধী জোটের নেতাদের পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট অভিযানে অংশ নেন বহু আইনজীবী এবং ছাত্র-যুব সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

রিট পিটিশনে রাহুল ছাড়াও স্বাক্ষর করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, মমতা- তৃণমূলের সাংসদ সৌগত রায়, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, শিবসেনার (উদ্ধব) সঞ্জয় রাউত, সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি, সিপিআইয়ের ডি রাজা, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার মহুয়া মাঝি এবং এনসিপির (শারদ) সুপ্রিয়া সুলে।

বিক্ষোভের বড় কোনও কর্মসূচি না থাকলেও রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও সংযোগস্থলে ব্যারিকেড, নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন ছিল সোমবারও। নানা নিয়ন্ত্রণের জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয়। রাহুলের অভিযোগ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে রক্ষা করতে দিল্লিকে কার্যত দুর্গে পরিণত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজধানীতে ২০ থেকে ৩০ হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'দিল্লিতে যে আন্দোলন চলছে, তা বিচ্ছিন্ন কর্মসূচি নয়। গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে চলা প্রতিরোধের প্রকাশ। আমরা চাই, দেশের মানুষ দেখুন, সরকার কীভাবে জ্ঞানেশ কুমারকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে।' রাহুলের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এবং শিল্পপতি গৌতম আদানির চাপের মুখে জ্ঞানেশ কুমার কাজ করেছেন।

আন্দোলনরত ছাত্র-যুবদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'আমাদের প্রতিদিন বাধা দেওয়া হবে, কিন্তু পিছিয়ে গেলে চলবে না। এটা একদিনের লড়াই নয়। এক মাস, দু'মাস, এমনকি কয়েক বছর লাগলেও আমরা পিছিয়ে যাব না। সত্য আমাদের সঙ্গে রয়েছে। এটি কোনও ছক বাঁধা আন্দোলন নয়। এই লড়াইয়ে যোগ দেওয়ার জন্য কোনও নির্দিষ্ট পরিচয় বা রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রয়োজন নেই।'

হোপকে নিয়ে পরিকল্পনা ছিল : অর্শদীপ

নেটেই 'মশালা' প্রস্তুত করেন অভিষেক

ইন্দোর, ১২ অক্টোবর : বিশ্বমানের খেলোয়াড়। প্ল্যান 'এ' ব্যর্থ হওয়ার পর প্ল্যান 'বি' প্রয়োগ করেছি আমরা। ঝাঁঝ কিছুটা কমলেও অভিষেক শর্মাকে চুপ করিয়ে রাখার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। রবিবার ইন্দোরে তৃতীয় ম্যাচে হারের পর প্রতিপক্ষকে নিয়ে অকপট ক্যারিবিয়ান পেসার শামার স্প্রিংগার। হাফডজন চার ও পাঁচ ছক্কায় ৩০ বলে ৬৯। সূর্যকুমার যাদবের রেকর্ড ভাঙার পাশাপাশি জয়ের ভিত গড়ে দেন অভিষেক। নাহলে ১৪ রানে ভারতে জয়ের স্ক্রিপ্টটা বদলে যেতেও পারত।

প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দেওয়া, ধারাবাহিক সাফল্যের রহস্য এদিন নিজেই ফাঁস করেন অভিষেক। প্র্যাকটিসেই লুকিয়ে সাফল্যের রেসিপি। বলেছেন, 'এই মেজাজে খেলতে চালিয়ে যেতে এবং দলের দাবি মেটাতে হলে যথাযথ অনুশীলনের বিকল্প নেই। প্রতিপক্ষ কোন দল এবং বোলারের বিরুদ্ধে খেলব, তার ওপরও নির্ভর করে পরিকল্পনা। সপ্তাহ দুয়েক হোক বা দিন দুয়েক, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে। বোলারদের যাবতীয় পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে আধিপত্যের ভাবনাও অগ্রাধিকার পায় স্ট্র্যাটেজিতে।'

অভিষেকের মতে, তিনি যেমন বোলারদের নিয়ে ভাবেন, ঠিক উলটোটা ঘটে বোলারদের ক্ষেত্রেও। তাই মাঠে নামলে একাধিক পরিকল্পনা তৈরি রাখা জরুরি। তাই প্র্যাকটিসেই নিজেকে নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জে ফেলেন। ম্যাচ পরিস্থিতিতে সুবিধা হয়। বোলার, প্রতিপক্ষ দলের পরিকল্পনা তাই খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারে না। বিস্ফোরক ইনিংস প্রসঙ্গে অভিষেকের সাফজবাব, 'সবসময় ছক্কা মারতে হবে, তেমনটি নয়। ভালো শুরু পেয়ে গেলে কাজ সহজ হয়ে যায়। কটা ছক্কা মারলে তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাওয়ার প্লেতে কত বেশি রান করা গেল।'

তিন উইকেট নিয়ে ইন্দোরে ভারতকে জয়ের রাস্তা দেখান অর্শদীপ সিং।

সতীর্থ ঈশানের সঙ্গে বোঝাপড়ার কথা শোনালেন সাংবাদিক সম্মেলনে। অভিষেকের মতে, ব্যাটিং করতে নেমে সবসময় সিরিয়াস থাকে ঈশান। হাসে কম। ওর চাপ হালকা করতে হাসানোর চেষ্টা করেন। আরও বলেছেন, 'সহজে হাসে না ব্যাটিংয়ের সময়। নিজের নির্দিষ্ট একটা খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে। চেষ্টা করি হাসিয়ে ওর চাপ কিছুটা কমাতে। আইপিএল কিংবা জাতীয় দল, বেশ কিছু ভালো পার্টনারশিপ রয়েছে দুজনের। বোঝাপড়াও বেশ ভালো।' অভিষেকের হাফ সেঞ্চুরির পাশে ঈশানও ১৮ বলে ৩৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে যান।

ম্যাচের সেরা অবশ্য অভিষেক নন, অর্শদীপ সিং। ইনিংসের দ্বিতীয় এবং নিজের প্রথম ওভারেই ভারতের প্রধান কাঁটা শাই হোপ সহ তিন উইকেট নিয়ে জয়ের রাস্তা মসৃণ করেন। ৪৪ রান দিয়ে তিন শিকারের সুবাদে ম্যাচের সেরাও। সেই পুরস্কার হাতে অর্শদীপ বলেছেন, 'ম্যাচের আগে হোপকে আটকাতে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল আমাদের। মাঠে সেটাই প্রয়োগ করেছি। আর যখন ভাবনাগুলি মিলে যায়, আলাদা তৃপ্তি মেলে।'

পিচ এবং সতীর্থ বোলারদের প্রশংসা করে অর্শদীপ আরও বলেছেন, 'বল শুকনো থাকা (শিশিরের উপদ্রব কম ছিল) পক্ষে গিয়েছে। রিভার্স সুইংও হয়েছে। আর পিচ থেকে রিভার্স সুইং মিললে বোলিংয়ের আলাদা মজা। শুধু আমি নয়, মায়াঙ্ক (যাদব) সহ প্রত্যেকে ভালো বল করেছে। ব্যাটিং নিয়ে বলতে পারি, প্র্যাকটিস করি। এদিন হাতেনাতে ফল। একদম ঠিকঠাক ব্যাটে লেগেছে।'

অভিষেক শর্মার ঝোড়ো ইনিংসে ভারতের বড় রানের মঞ্চ তৈরি হয়।

সুদীপ-অভিষেকের শতরান

সুবিধায় বাংলা

দিল্লি-২৪০ বাংলা-৩০৪/৩
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণী, ১২ অক্টোবর : এভাবেও ফিরে আসা যায়!

৩৬ দিন জেলে। এমন অভিজ্ঞতা হলে বেশিরভাগ মানুষই হতাশার সাগরে তলিয়ে যান। নষ্ট হয়ে যায় জীবন।

কিন্তু তিনি, অভিষেক পোড়েল (অপরাজিত ১১৪) ভিন্ন ধাতুতে গড়া। জামিন পাওয়ার পর থেকেই মাঠে নেমে পড়েছিলেন। নিজের উপর ভরসা যেমন ছিল। তেমনই বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার থেকে পেয়েছিলেন অভিভাবকসুলভ পরামর্শ। যার নিট ফল আজ দেখল দুনিয়া।

শতরান করলেন। আর শতরানের পরই মাঠে অভিনব সেলিব্রেশনের মাধ্যমে ক্রিকেট দুনিয়াকে জানান দিলেন নিজের প্রত্যাবর্তন। সঙ্গে মাঠেই অঝোরে কাঁদলেন।

বাংলার ক্রিকেট সংসারে প্রত্যাবর্তনের অভাব নেই। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, লক্ষ্মীরতনদের কামব্যাক ক্লাবের নয়া সদস্য অভিষেক। তিন নম্বরে নামা সুদীপকুমার ঘরামিকে (অপরাজিত ১২২) সঙ্গে নিয়ে ১৯৯ রানের পার্টনারশিপ গড়ে বাংলাকে দিলেন ভরসা। যে ভরসার অপর নাম জয়ের গন্ধ। গতকালই দিল্লি ২৪০ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল। সোমবার সারাদিন ধরে ব্যাট করে দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলার সংগ্রহ ৩০৪/৩। শতরান করে অপরাজিত রয়েছেন সুদীপ ও অভিষেক। ৬৪ রানে এগিয়ে থেকে দিল্লির বিরুদ্ধে সরাসরি ম্যাচ জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে বাংলা দল।

কথায় বলে, সকাল দেখলে নাকি বোঝা যায় দিনের বাকিটা কেমন যাবে। এই আপ্তবাক্যের সেরা উদাহরণ হতেই পারে টিম বাংলা। গতকাল প্রথম দিনের খেলার শেষে পিচ নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন মহম্মদ সামি। তাঁর অপছন্দের পিচেই বাংলাকে ব্যাট হাতে ভরসা দিলেন সুদীপ-অভিষেক। দেখিয়ে দিলেন, স্কিল ও ইনটেন্ট ঠিক থাকলে পিচ প্রতিবন্ধকতা হতে পারে না। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে চালকের আসনে থাকা বাংলা দলের কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'অভিষেক-সুদীপ দুজনই দুর্দান্ত ব্যাটিং করল। ওদের জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। যদিও খেলার এখনও অনেক বাকি। ৬৪ রানের লিডটা আরও বাড়াতে হবে। সরাসরি ম্যাচ জয়ের পথে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

দ্বিতীয় দিনের শুরুতে বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৩৪) ও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া অঙ্কুর পাল (১৭) শুরুটা খারাপ করেননি। বিশেষ করে অঙ্কুর। জীবনের প্রথম ম্যাচে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত কিছু শট খেলে নজর কেড়েছেন তিনি। নভদীপ সাইনির ভিতরে আসা বলে তিনি আউট হওয়ার পর দলকে ভরসা দিতে নামেন ঘরামি। কিছু পরে জঘন্য শট খেলে দিল্লিকে নিজের উইকেট উপহার দিয়ে আসেন বাংলা অধিনায়ক। অভিমন্যু হতাশার মধ্যেই শুরু হয় সুদীপ-অভিষেকের অবিচ্ছেদ্য পার্টনারশিপ। দ্বিতীয় দিনের শেষে সেই জুটি এখনও ভরসা দিচ্ছে টিম বাংলাকে।

নিয়মিতভাবে ভারতীয় 'এ' ও পূর্বাঞ্চল দলে সুযোগ পাওয়ার আত্মবিশ্বাস ছিল সুদীপের ব্যাটে।

যদিও একটা সময় তাঁকে ছাপিয়ে যান অভিষেক। দুইবার জীবন পেয়েছেন। ব্যক্তিগত ২ ও ২৩ রানে দুইবার জীবন পেয়েছিলেন অভিষেক। কিন্তু এমন ঘটনা তো ক্রিকেটে নতুন নয়। বরং নতুন হল জীবন বদলে যাওয়ার পর পোড়েলের আত্মবিশ্বাস। যার মূল কৃতিত্ব অভিষেকের সঙ্গে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনেরও। কারণ, তাঁর প্রত্যাবর্তনের মঞ্চটা তৈরি করেছিলেন বাংলার কোচই। অপরাজিত শতরানের পর সাজঘরে ফিরে বাংলার কোচের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে তার প্রতিদানও দিয়ে গেলেন অভিষেক।

শতরানের পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সুদীপকুমার ঘরামির। ছবি : সিএবি

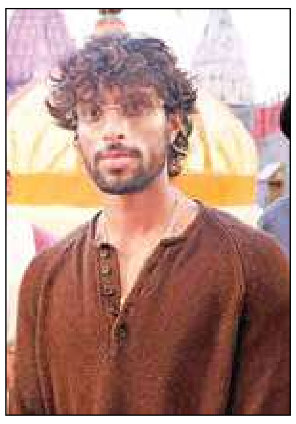

মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির দর্শন করে এলেন তিলক ভার্মা। উজ্জয়িনীতে সোমবার।

বৈভবদের আমন্ত্রণ মোদির

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের সঙ্গে দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। খবর, আগামী বৃহস্পতিবার নিজের বাসভবনে বৈভব সূর্যবংশী সহ শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন সোনাজয়ী দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এশিয়ান গেমসে সফল ক্রীড়াবিদদের উৎসাহ দিতেই এই পদক্ষেপ। পদকজয়ী এক ঝাঁক ক্রীড়াবিদের সঙ্গে যে আমন্ত্রিতের তালিকায় রয়েছে সোনাজয়ী ক্রিকেটাররাও। তবে শ্রেয়সরা বর্তমানে ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজ খেলতে ব্যস্ত। ১৪ তারিখ হায়দরাবাদে চতুর্থ ম্যাচ রয়েছে। শেষ ম্যাচ ১৭ ডিসেম্বর বেঙ্গালুরুতে। হায়দরাবাদ থেকে দিল্লি হয়ে বেঙ্গালুরু- ব্যস্ত সূচির মধ্যে আদৌ কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়েও টানাপোড়েন থাকছে।

দিল্লিতেই ভারত-শ্রীলঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : অরুণ জেটলি ক্রিকেট স্টেডিয়াম এই মুহূর্তে তৈরি নয় আন্তর্জাতিক ম্যাচের জন্য। সতর্কতা হিসেবে ১৩ ডিসেম্বর ভারত-শ্রীলঙ্কা ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচ নয়াদিল্লি থেকে আহমেদাবাদে সরানোর ভাবনাচিন্তা করছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচ (১৯ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে আহমেদাবাদে। যদিও রাজধানী থেকে ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ সরানোর খবরকে এদিন নস্যাৎ করল বিসিসিআই। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া বলেছেন, 'দিল্লি থেকে আহমেদাবাদে ম্যাচ সরানো নিয়ে যে খবর শোনা যাচ্ছে, তা সঠিক নয়। বিসিসিআইয়ের মধ্যে এখনও এরকম কোনও আলোচনা হয়নি। আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই পদক্ষেপ করা হয়েছে।' প্রসঙ্গত, ১৩ থেকে ২৭ ডিসেম্বরের ভারত সফরে তিনটি করে ওডিআই ও টি২০ ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কা। তিনটি টি২০ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে ২২, ২৪ ও ২৭ ডিসেম্বর।

অভিষেকে মজে রাহানে

রনজি ট্রফি নিয়ে 'অসন্তুষ্ট' সানি

মুম্বই, ১২ অক্টোবর : দেশের সেরা ঘরোয়া টুর্নামেন্ট রনজি ট্রফি শুরু হয়েছে রবিবার থেকে। পাশাপাশি ভারতীয় 'এ' দলের নিউজিল্যান্ড সফর শুরু হতে চলেছে। ফলস্বরূপ দেশের এক ঝাঁক সেরা ক্রিকেটারকে এবার দেখা যাবে না প্রায় নয় দশক পুরোনো ঐতিহ্যবাহী রনজি ট্রফিতে। যা একেবারেই নাপসন্দ সুনীল গাভাসকারের। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের যে ভূমিকায় অসন্তুষ্ট গাভাসকারের মতে, রনজিকে নিয়ে 'অবহেলা'র ছবি বদলায়নি, সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে।

ভারতীয় 'এ' দলের আসন্ন নিউজিল্যান্ড সফরের ফলে রজত পাতিদার, দেবদত্ত পাডিক্কাল, রুতুরাজ গায়কোয়াড় সহ এক ঝাঁক ক্রিকেটারকে পাবে তাঁদের রনজি দল। যে প্রসঙ্গ টেনে গাভাসকার লিখেছেন, 'সহজ সমাধান নেই। নিঃসন্দেহে 'এ' সফরগুলি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখার আগে ভালো মঞ্চ। কিন্তু এই ধরনের সফর কখনও রনজি ট্রফির সময় হওয়া উচিত নয়। একই সময়ে হলে অনেক ক্রিকেটারকে পাওয়া যায় না। ফলে টুর্নামেন্ট আকর্ষণ হারাবে, মান কমবে।'

> সহজ সমাধান নেই। নিঃসন্দেহে 'এ' সফরগুলি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখার আগে ভালো মঞ্চ। কিন্তু এই ধরনের সফর কখনও রনজি ট্রফির সময় হওয়া উচিত নয়। একই সময়ে হলে অনেক ক্রিকেটারকে পাওয়া যায় না। ফলে টুর্নামেন্ট আকর্ষণ হারাবে, মান কমবে।
> -সুনীল গাভাসকার

একইভাবে আন্তর্জাতিক টি২০-তে অ্যাসোসিয়েট দেশ এবং পূর্ণ সদস্য দেশের মধ্যে আলাদা আলাদা রেকর্ড থাকার যৌক্তিকতাও তুলে ধরেছেন গাভাসকার। কিংবদন্তির মতে, অ্যাসোসিয়েটভুক্ত দেশগুলির ম্যাচে এমন সব রেকর্ড হয়, তা প্রথম সারির দলগুলির দ্বৈরথে হওয়া কার্যত সম্ভব নয়। আর প্রতিযোগিতার মানেরও বিস্তর ফারাক। রেকর্ডের ক্ষেত্রেও যা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত।

এদিকে, অভিষেক শর্মাকে প্রশংসায় আজিঙ্কা রাহানে। তৃতীয় ম্যাচে দ্রুততম ২০০০ রানের গণ্ডি স্পর্শ করা অভিষেককে নিয়ে বলেছেন, 'দুর্দান্ত প্রতিভা। প্রতিটি ম্যাচে ওর তাগিদ, সাফল্যের খিদে চোখে পড়ার মতো। সবচেয়ে ভালো লাগছে, ও রান করার নিত্যনতুন রাস্তা খুঁজে নিচ্ছে। যখন কোথাও সমস্যা হচ্ছে, তার সমাধান অন্যভাবে ঠিক বের করে নিচ্ছে। আর তা করছে নিজস্ব আগ্রাসী ব্যাটিং স্টাইল বজায় রেখেই। যেভাবে দ্রুত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে, তা প্রশংসনীয়।'

প্রতিজ্ঞায় বাজিমাত অভিষেকের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণী, ১২ অক্টোবর : জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময়টা কাটিয়ে ফেলেছেন। দেখে ফেলেছেন, জীবন কিছু সময় কতটা কঠিন ও দুর্বিষহ হতে পারে।

৩৬ দিন জেলে কাটিয়ে আসার পর খুব বেশি ক্রিকেটারের সফলভাবে ক্রিকেটে ফিরে আসার নজির নেই। সেই তালিকায় আজ নাম লিখিয়ে ফেলেছেন অভিষেক পোড়েল। শেষ কয়েক মাস তাঁর জীবনের উপর দিয়ে 'সুনামি' বয়ে গিয়েছে। জেল থেকে জামিন পাওয়ার পরই তিনি অনুশীলন শুরু করেছিলেন। সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার সমর্থন ছিল অভিষেকের দিকে। সোমবার কল্যাণীর মাঠে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্বিতীয় শতরান করে একসঙ্গে সবার আস্থার প্রতি মর্যাদা দিলেন অভিষেক। অপরাজিত শতরানের পর দ্বিতীয় দিনের শেষে সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়ে অভিষেক বলে দিলেন, 'মুখে নয়, ব্যাটে জবাব দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে নেমেছিলাম।'

শতরানের পরই অভিনব সেলিব্রেশন দেখা গিয়েছিল অভিষেকের থেকে। সঙ্গে আবেগে ভেসে কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি। নিজের শতরান ও আবেগ প্রসঙ্গে বাংলার উইকেটকিপার-ব্যাটার বলছিলেন, 'কান্না কখনও ভেবেচিন্তে হয় না। শতরানের পর আবেগটা অন্তরের ভিতর থেকে এসেছিল। নিজেকে সংযত করতে পারিনি। আসলে শেষ কয়েক মাসে জীবনে একসঙ্গে অনেক কিছু দেখে ফেলেছি। তার একটা প্রভাব তো আমার খেলায় পড়বে, সেটাই তো স্বাভাবিক।' বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার কাছে চিরকৃতজ্ঞ অভিষেক। একইসঙ্গে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছেও তিনি ঋণী। কঠিন সময়ে টিম ইন্ডিয়ার অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষানরা তাঁর খোঁজ রেখেছিলেন। সেই সতীর্থদের কাছেও কৃতজ্ঞ বাংলার অভিষেক। বলছিলেন, 'জীবনে এমন ওঠাপড়া দেখলাম, যার কোনও ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। কঠিন সময়ে অনেকের সঙ্গে অভিষেক, ঈশানরাও আমার খোঁজ নিয়েছিল। ওদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা থাকবে। আসলে শেষ কয়েকটি রনজি মরশুম ভালো যায়নি আমার। তাই এবার মাঠে নামার জন্য একটু বেশিই আগ্রহী ছিলাম। ভালো লাগছে শেষপর্যন্ত ব্যক্তিগত জীবনের ঝড়ঝাপটা সামলে ফের মাঠে নামতে পেরে।'

কঠিন সময় পেরিয়ে প্রত্যাবর্তনে শতরানের স্বাদ পেলেন অভিষেক পোড়েল। ছবি : সিএবি

সিএবি-র কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস, বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের কাছেও কৃতজ্ঞতার শেষ নেই অভিষেকের। জামিন পাওয়ার পর মাত্র ১০ দিনের অনুশীলনে মাঠে নেমেই বাজিমাত। অভিষেক বলছিলেন, 'আজকের এই সাফল্যের পর জানি আমায় ক্রিকেটার হিসেবে আরও সতর্ক হয়ে সামনে তাকাতে হবে। লক্ষ্মীস্যর যেভাবে কঠিন সময়ে আমার পাশে থেকে নিয়মিত ভরসা দিয়েছে, মানসিক শক্তি বাড়িয়েছে, তার কোনও তুলনা হয় না।' আজ শতরানের আগে নার্ভাস নাইন্টিসের ঘরে রীতিমতো চাপে পড়ে গিয়েছিলেন অভিষেক। সেই সময় তাঁর মনে পড়ে যায়, বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি। মুখ নয়, ব্যাটে জবাব দিবি। বাকিটা দুনিয়া বুঝে নেবে। সেটাই করে দেখিয়ে অভিষেক এখন তৃপ্ত।

আরও বড় সাফল্যের স্বপ্ন দেখাও শুরু করে দিয়েছেন তিনি।

সংক্ষিপ্ত তালিকায় সৌরাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবর : বড় দায়িত্ব পাওয়ার পথে আরও একধাপ এগোলেন সৌরাশিস লাহিড়ি। ন্যাশনাল জুনিয়ার নির্বাচক কমিটির সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা পেলেন বাংলার এই প্রাক্তন তারকা। নির্বাচক পদের জন্য একঝাঁক প্রাক্তন ক্রিকেটার আবেদন করেছিলেন। ১৫ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ১৫ জনে রয়েছেন সৌরাশিস। অপেক্ষা এবার ১৫ থেকে পাঁচ নির্বাচক কমিটির মূল প্যানেলে ঢুকে পড়ার।

দ্বিতীয় ইনিংসেও অর্ধশতরানের পথে ম্যাট রেনশ। ডারবানে।

সেঞ্চুরি জাদেজার, তুষারের হ্যাটট্রিক

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৬তম সেঞ্চুরি রবীন্দ্র জাদেজার। সৌরাষ্ট্রের হয়ে এদিন ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে ১০২ রান করেন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সফরের আগে রনজি ট্রফিতে লাল বলের প্রস্তুতি সেরে নিতে চাইছেন। ব্যাট হাতে সেই প্রস্তুতি ভালোমতোই সারলেন জাদেজা। গতকাল ৭২ রানে অপরাজিত ছিলেন। এদিন আউট হন ১০২ রানে।

রান পেলেন না সুদর্শন

সেঞ্চুরি করেছেন সতীর্থ প্রেরক মানকড়ও (১২৯)। পঞ্চম উইকেটে জাদেজা-প্রেরক ২০৫ রান যোগ করেন। তবে ৩৫৬/৪ স্কোর থেকে ৩৬ রানে শেষ ৬ উইকেট হারিয়ে সৌরাষ্ট্র ৩৯২-এ গুটিয়ে যায়। ছত্তিশগড়ের দেব আদিত্য সিং ৬ উইকেট নেন। জবাবে ছত্তিশগড় দিনের শেষে ১২২/৩। ৭২ রানে খেলছেন অধিনায়ক অনুজ তিওয়ারি।

মুম্বইয়ের হয়ে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছেন তুষার দেশপান্ডে (১৭/৫)। একাদশতম ওভারে টানা তিন বলে উইকেট নিয়ে ধসিয়ে দেন চণ্ডীগড় টপ অর্ডারকে। শেষপর্যন্ত মুম্বইয়ের ৪২৯ রানের জবাবে ৭৮-এ গুটিয়ে যায় চণ্ডীগড়। ফলোঅন করে খেলতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসেও উইকেট হারিয়েছে কোনও রান করার আগেই। এর আগে গতকালের ২৪৯/৫ থেকে শুরু করে মুম্বইকে চারশো পার করে দেন তনুষ কোটিয়ান (৫৮), তুষার দেশপান্ডে (৪৪)-রা।

রনজি ট্রফিতে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে শতরানের পর সেলিব্রেশন রবীন্দ্র জাদেজার।

এদিকে, জয়পুরে অনুষ্ঠিত ম্যাচে রাজস্থানের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে রান পাননি তামিলনাড়ুর বি সাই সুদর্শন (৩)। কিউয়ি সফরের আগে প্রতিটি ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এদিন প্রস্তুতির সুযোগ নিতে পারেননি। চোটও পেয়েছেন তিনি। নারায়ণ জগদীশান (৫৫), প্রদোষরঞ্জন পাল (৫৮) হাফ সেঞ্চুরি করলেও রাজস্থানের (৩৬৩) বিরুদ্ধে চাপে রয়েছে তামিলনাড়ু (১৬৭/৪)।

রাজগির অনুষ্ঠিত ম্যাচে বিহারের বিরুদ্ধে রানের পাহাড় তৈরি করল উত্তরপ্রদেশ। ম্যাচের প্রথম দিনেই রিঙ্কু সিং (১১২), মাধব কৌশিক (১৫০) সেঞ্চুরি করেছিলেন। এদিন ২৮৭/৩ থেকে ইনিংস ৫৪০-এ পৌঁছে যায় আরাধ্যা যাদব (৮৪) ও জিশান আনসারির (৫৮) অর্ধশতরানের সুবাদে। জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে বিহার ৪৪/২।

নেই 'এ' সিরিজের দুই ম্যাচে

চোটে ছিটকে গেলেন ঋষভ

মুম্বই, ১২ অক্টোবর : ভারতীয় 'এ' দলের নিউজিল্যান্ড সফরে প্রথম দুই ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন ঋষভ পন্থ। ফিটনেস সংক্রান্ত সমস্যার কারণেই এই পদক্ষেপ। ইরানি ট্রফিতে খেলার সময় চোট পান। বাঁদিকের মাংসপেশিতে চোট। চিকিৎসকরা বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছে। বোর্ডের মেডিকেল টিমের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলবে। সফরে চারদিনের প্রথম দুই বেসরকারি টেস্টে খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে শেষ তথা তৃতীয় ম্যাচে ঋষভের খেলা নিয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। শারীরিক পরিস্থিতিতে দেখেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে, জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ঋষভ পন্থের পরিবর্ত হিসেবে প্রথম দুই ম্যাচের জন্য ভারতীয় 'এ' দলে ডাক পেয়েছেন কুমার কুশাগ্র।

বাভুমাদের ব্যর্থতায় খাদের কিনারে প্রোটিয়ারা

ডারবান, ১২ অক্টোবর : ৪২১ রান তাড়ার চ্যালেঞ্জ। কিন্তু শুরুতেই ফিরলেন রায়ান রিকেলটন (২), টেম্বা বাভুমা (১), ট্রিস্টান স্টাবস (১)। চতুর্থ দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসে দাঁড়িয়ে ১০২/৪ স্কোরে। ক্রিজে আইডেন মার্করামের (৪৫) সঙ্গে উইয়ান মুল্ডার (৫)। জোশ হ্যাজেলউড জোড়া উইকেট নিয়েছেন। একটি করে উইকেট গিয়েছে প্যাট কামিন্স ও ম্যাট রেনশের দখলে।

কিরমানির নজিরে সঙ্গী লাবুশেনও

এর আগে আরও একটি অর্ধশতরান করে রেনশ (৮২) দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে ৩১৪/৬ স্কোরে পৌঁছে দেন। প্রথম ইনিংসে ৩৩ বল খেলেও খাতা খুলতে না পারা অজি ওপেনার নিক ম্যাডিনসন ৩৮ বলে করেছেন ৪৮ রান। প্রথম ইনিংসের মতোই দ্বিতীয় ইনিংসেও মার্নাস লাবুশেন ৫৮ বলে ৩৭ রান করেন। দুই ইনিংসে একই বল খেলে সমান রান করার ৪৮ বছর পুরোনো সৈয়দ কিরমানির নজির স্পর্শ করেছেন লাবুশেন। ১৯৭৮ সালে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইনিংসে কিরমানি ৬২ বলে ২৯ রান করেছিলেন।

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে চ্যালেঞ্জ লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

এমবাপের নজিরের সামনে ইয়ামাল

ইস্তানবুল, মাদ্রিদ ও লন্ডন, ১২ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক বিরতির পর প্রায় এক মাস বাদে ফিরছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। প্রথম দিন মাঠে নামবে বার্সেলোনা, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, আর্সেনাল এবং বায়ার্ন মিউনিখ।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে গালাতাসারে ১-৩ গোলে হেরেছিল স্পোর্টিং লিসবনের কাছে। অন্যদিকে, ফের্নুর্দকে ৫-১ গোলে উড়িয়েছিল বার্সেলোনা। আন্তর্জাতিক বিরতির পরও একই ছন্দ ধরে রেখেছে তারা। গত শনিবার ৩-০ গোলে গেটাফেকে হারিয়ে লা লিগায় ৮ ম্যাচে ৮টি জয় পেয়েছে তারা এবং মরশুমের প্রথম ৯টি ম্যাচের প্রতিটিতেই জিতেছে বার্সেলোনা। যা ক্লাবের ইতিহাসে ১৯৩৫-'৩৬ সালের পর প্রথমবার। দুরন্ত ছন্দে থাকা রাফিনহা চোটের কারণে গেটাফের বিরুদ্ধে খেলেননি। ইস্তানবুলেও তাঁর নামার সম্ভাবনা নেই। তবে রাফিনহার জায়গায় নেমে স্বদেশীয় গ্যাব্রিয়েল জেসুসের গোল পাওয়া স্বস্তিতে রাখবে বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিককে।

অন্যদিকে, ব্যক্তিগত নজিরের হাতছানি লামিনে ইয়ামালের সামনে। গালাতাসারের বিরুদ্ধে ১টি গোল করলেই ২০ বছরের আগে ১৩টি গোল হয়ে যাবে তাঁর। ছুঁয়ে ফেলবেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপের রেকর্ড।

কাতালান জায়েন্টদের বিরুদ্ধে নামবেন তাঁদেরই প্রাক্তন মিডফিল্ডার ইকায় গুন্দোগান। তিনি নিজেদের সমর্থকদের সামনে খেলার সুযোগকে বড় করে দেখছেন। তাঁর কথায়, 'আক্রমণে আমাদেরও ব্যক্তিগত প্রতিভার ঝলকানি রয়েছে। তাছাড়া ঘরের মাঠে সমর্থকরা আমাদের বড় শক্তি। ডিফেন্স মজবুত রেখে হৃদয় দিয়ে খেলতে পারলে আমরাও ওদের সমস্যায় ফেলতে পারি।'

গালাতাসারের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ খেলতে ইস্তানবুলের পথে বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামালরা।

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে নামবে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। যাদের শেষ ৫ ম্যাচে জয় অধরা। অন্যদিকে, অ্যাটলোটিকো আন্তর্জাতিক বিরতির আগের ছন্দই ধরে রেখেছে। শনিবার তারা ২-১ গোলে জিতেছে আলাভেসের বিরুদ্ধে। পরিসংখ্যানের দিক দিয়েও পাল্লা ভারী অ্যাটলোটিকোরই। শেষ ১৯টি ম্যাচে ইংলিশ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মাত্র ২টি ম্যাচ হেরেছে লা লিগার ক্লাবগুলি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে যদিও সাবাহর বিরুদ্ধে ০-৪ গোলে জয় পেয়েছিল রেড ডেভিলরা।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন আর্সেনাল নামবে ফ্রান্সের ক্লাব লিলের বিরুদ্ধে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে আর্সেনাল ১-০ গোলে জিতেছিল নাপোলির বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, লিলে ২-৩ গোলে হেরেছিল রিয়াল বেটিসের বিপক্ষে। শেষ ৬ ম্যাচে ৩টি জয় ও ১টি ড্র করেছে ডেভিডে আন্সেলোত্তির ছেলেরা।

জার্মান চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখের সামনে লক্ষ্য হারানো ছন্দ ফিরে পাওয়ার। বুন্দেশলিগায় শেষ ম্যাচে তারা ২-২ ড্র করেছে অসবার্গের সঙ্গে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

লেন্স বনাম স্পোর্টিং লিসবন
সাবাহ বনাম স্লাভিয়া প্রাহা
সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট

গালাতাসারে বনাম বার্সেলোনা
আরবি লিপজিগ বনাম পিএসভি আইন্দহোভেন
আর্সেনাল বনাম লিলে
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ বনাম ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড
ভিয়ারিয়াল বনাম নাপোলি
ভাইকিং বনাম বায়ার্ন মিউনিখ
ইন্টার মিলান বনাম ক্লাব ব্রাগা
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

আল নাসেরের অনুশীলনে খোশমেজাজে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

আমিই সেরা, ঘোষণা রোনাল্ডোর

লিসবন, ১২ অক্টোবর : জাতীয় দল থেকে সাময়িক নির্বাসনের রেশ কাটতে না কাটতেই আবার শিরোনামে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এক সাক্ষাৎকারে সিআর সেভেনের ঘোষণা, সর্বকালের সেরা ফুটবলার তিনিই। তাঁর দাবি, ফুটবল মাঠে তাঁর একের পর এক গোল এবং অনবদ্য পারফরমেন্সের সঠিক মূল্যায়ন বা স্বীকৃতি দিচ্ছে না বিশ্বের একাংশ।

পর্তুগাল জাতীয় দলের কোচ জর্জে জেসুসের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে সম্প্রতি জাতীয় শিবির ছেড়ে বেরিয়ে যান পর্তুগিজ মহাতারকা। ওই ঘটনার পরই পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিস্বরূপ সাময়িকভাবে তাঁকে জাতীয় দল থেকে নির্বাসিত করে। সেই বিতর্কের মাঝেই এক সাক্ষাৎকারে নিজের ক্ষোভ উগরে দিলেন রোনাল্ডো। তিনি বলেছেন, 'মানুষ আমার বর্তমান ফর্ম আর গোলগুলোকে ঠিকমতো গুরুত্ব দিচ্ছে না। আমি বর্তমানে যে সংখ্যাতেই পৌঁছাই না কেন, ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড় আমিই। এখানে কোনও যদি, কিন্তুর জায়গা নেই।'

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সিআর সেভেন বেশ খোলামেলা মেজাজেই বলেছেন, 'দীর্ঘমেয়াদি কিছু ভাবছি না। আমি বর্তমানে বাঁচি। আগামীকাল সকালে যদি ঘুম থেকে উঠে খেলার প্রেরণা না পাই, তবে আর খেলব না। কিন্তু যতদিন খেলব, নিজের সেরাটাই দিয়ে যাব।'

হার দিয়ে বাগানের আইএসএল শুরু

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-১ (জিতিন)
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : বারবারই ধৈর্য ধরার কথা বলছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ বা নতুন আসা ফুটবলাররা। কিন্তু এদিনের হারের পর কি আর আদৌ ধৈর্য রাখতে পারবেন কর্তা থেকে সমর্থক, কেউই?

একের পর এক গোলের সুযোগ নষ্ট করার খেসারত দিল মোহনবাগান। সাম্প্রতিককালের অন্যতম সফল দল এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগ অভিযান শুরু করল নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে হেরে। ৯১ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোল জিতিন এমএস-এর। ডুরান্ড কাপ ফাইনালে বিশ্রি হারের পর এবার আইএসএলের শুরুতেই হার কিন্তু অনেক প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল কোচ প্যানাজিওটিস ডিলপেরিসকে। আইএফএ শিল্ড জিতলেও তিনি কি আদৌ দলটাকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতো মানসিকতা তৈরি করতে পেরেছেন? তাঁর দলের খেলা না দর্শনীয়, না তীব্র আক্রমণাত্মক। গুয়াহাটি থেকে মোহনবাগান রাজধানীতে যাচ্ছে দিল্লি এফসি-র বিপক্ষে খেলতে। ওই ম্যাচেও যদি ফল ভালো না হয় তাহলে কিন্তু ডিলপেরিসের ভবিষ্যৎ যথেষ্ট টালমাটাল হবে।

এদিন কোনও ঝুঁকি না নিয়ে আইএফএ শিল্ড ফাইনালের প্রথম একাদশই নামান। শিল্ড ফাইনালে মাথা ফেটে যাওয়া দেজান ড্র্যাজিচ এদিন খেললেন স্কাল ক্যাপ পরে। এই দুজনের সঙ্গে দুই উইংয়ে সামির জেলকোভিচ ও লালিয়ানজুয়ালা ছাঙতে ক্রমাগত জায়গা বদল করে খেলে দিগভ্রান্ত করছিলেন নর্থইস্ট ডিফেন্সকে। ফলে সাহাল আব্দুল সামাদ ও লি এরউইন অনেক বেশি বল ও জায়গা পাচ্ছিলেন সামনের দিকে। কিন্তু গোটা ম্যাচেই তুলনায় অনেক বেশি সুযোগ পাওয়া বাগান আক্রমণভাগের ফুটবলাররা গোলমুখে ব্যর্থ। মাত্র ৮ মিনিটে স্কটিশ স্ট্রাইকারের শট ক্রসপিসের ভিতরের দিকে লেগে বেরিয়ে আসা হতাশ করলেও পরে দেখা যায় তিনি অফসাইড ছিলেন। আর ৪৪ মিনিটে তিনি ফাঁকা গোলের সামনে দাঁড়িয়ে পাস বাড়াতে গেলেন। কিন্তু সেটাও এত দেরি করলেন যে জায়গা নেওয়া ছাঙতে শট নেওয়ার আগেই ডিফেন্স নিজেদের গুছিয়ে বল ক্লিয়ার করে দেয়। প্রথমার্ধে আলাদিন আজারেই বার কয়েক মোহনবাগান বক্সে ঢুকে পড়তে সফল হলেও সুবিধা করতে পারেননি রাহুল ভেকে-আলবার্তো রডরিগেজরা সজাগ থাকায়। ৭১ মিনিটে প্রায় ফাঁকায় তোলা আলাদিনের ক্রস থেকে যখন পরিবর্ত জিতিনের গোল করা ছিল সময়ের অপেক্ষা তখন অসাধারণ বল ক্লিয়ার করে মেহতাব সিং। কিন্তু ৯১ মিনিটে সেই কাজটাই করতে পারলেন না তাঁরা। আন্তোনিও মোয়ানোর শট বিশাল কেইথ সেভ করার পর তা ক্রসপিসে লেগে বেরিয়ে এসে জোরালো শটে দ্বিতীয় পোস্টে গোল জিতিনের।

এদিন দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মনবীর সিংকে নামিয়ে আক্রমণের চাপ বাড়ান ডিলপেরিস। সঙ্গে বাড়ে সুযোগও। ৫৪ মিনিটে এরউইন ও সাহালের পরপর নেওয়া দুটো শট ভালো বাঁচান গুরমিত সিং। তাঁদের দুইজনকেই তুলে মিগুয়েল ফিগুয়েরা ও লিস্টন কোলাসোকে নামালে ২ মিনিটের মধ্যে ফের সুযোগ। লিস্টনের দুটি শট বাঁচিয়ে দলের পতন রোধ করেন গুরমিত সিং। মিগুয়েল ফিগুয়েরা-লিস্টন জুটির নামার পরে কিছুক্ষণ ক্রমাগত আক্রমণ আছড়ে পড়তে থাকে নর্থইস্ট বক্সে। দুর্ভাগ্য গোল আসেনি। এই সময়ে সেরা ফর্মের জেমি ম্যাকলারেনের অভাব মোহনবাগান বোধ করেছে। চোটের জন্য দলের সঙ্গে যাননি অজি স্ট্রাইকার। আর মিগুয়েলের সমস্যা হল, তাঁর চনমনে ভাবটা কিছু পরেই হারিয়ে যায়। বসুন্ধরা কিংস তো বটেই, গতবারের ইস্টবেঙ্গলের পারফরমেন্সের ধারেকাছে নেই তিনি। ৮৮ মিনিটে সুহেল আহমেদ বাটের ক্রসপিসে লাগা শট দিনের সেরা সুযোগ। নায়ক হওয়ার সুযোগ তিনি কাজে লাগাতে না পারলেও নিজেদের সমর্থকদের সামনে ৩ পয়েন্ট এনে দিয়ে হলেন জিতিন। এর আগে আইএসএলে মোহনবাগান (এটিকে মোহনবাগান) একবারই ২০২২-'২৩ মরশুমে হেরে অভিযান শুরু করেছিল।

শেষলগ্নে গোল করে উচ্ছ্বাস নর্থইস্ট ইউনাইটেডের জিতিন এমএস-এর।

মোহনবাগান : বিশাল, মেহতাব, ভেকে, আলবার্তো, অভিষেক, সামির (অনিরুদ্ধ), আপুইয়া, ড্র্যাজিচ (সুহেল), ছাঙতে (মনবীর), সাহাল (লিস্টন) ও এরউইন (মিগুয়েল)।

ফুরফুরে মেজাজ ইরাকি ক্লাবের শিবিরে

আল শোর্তাকে নিয়ে সতর্ক ইস্টবেঙ্গল

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : মঙ্গলবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন ম্যাচটা খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। কথাটা অস্বীকার করলেন না লাল-হলুদ কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসও। বরং স্প্যানিশ কোচ যে আল শোর্তা ম্যাচ নিয়ে বাড়তি সতর্ক তা বারবার তাঁর অভিব্যক্তিতেই ফুটে উঠল।

এসিএল টু-এর প্রথম ম্যাচে জর্ডনে গিয়ে আল হুসেইনের সঙ্গে ২-২ গোলে ম্যাচ ড্র করেছিল ইস্টবেঙ্গল। এবার ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষ ইরাকের আল শোর্তা। নিঃসন্দেহে ধারে ও ভারে লাল-হলুদের তুলনায় অনেক এগিয়ে ইরাকি ক্লাবটি। ম্যাচের প্রায় তিনদিন আগে কলকাতায় চলে এসেছে তারা। মূলত প্রথম দুইদিনের অনুশীলনেই ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের নীল নকশা ছকে নিয়েছিলেন আল শোর্তা কোচ সামি ট্রাবেলসি। সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মূল মাঠে মিনিট পঞ্চাশ একেবারে হালকা গা ঘামাল তাঁর দল। ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের আগে বেশ ফুরফুরে মেজাজ আল শোর্তা শিবিরে।

কলকাতায় আসার আগে ঘরোয়া লিগে ইতিমধ্যেই ৯টি ম্যাচ খেলে ফেলেছে ইরাকের দলটি। সেখানে হার মাত্র একটি। এছাড়া চারটি জয় ও চারটি ড্র। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর প্রথম ম্যাচে আল সিবকে হারিয়েছিল তারা। সেখানে ভারতে আইএসএল সবে শুরু হয়েছে। এখনও মাঠে নামেনি ইস্টবেঙ্গল। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে আল শোর্তা কোচ ট্রাবেলসি বলছিলেন, 'বেশি ম্যাচ খেললে ক্লান্তি যেমন চিন্তার কারণ হতে পারে তেমনই এর ভালো দিকও আছে। এতে শারীরিকভাবে অনেক বেশি ফিট থাকা সম্ভব হয়। আশা করছি ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে ইতিবাচক দিকটাই তুলে ধরতে পারব আমরা।' তাঁর চোখে-মুখে আত্মবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট। হাবাসের ইস্টবেঙ্গলে ফিটনেস যে একটা বড় সমস্যা তা বোধহয় জেনেই এসেছে আল শোর্তা শিবির। ম্যাচের অবশ্য তাদের কোচ মুখে বললেন, 'ইস্টবেঙ্গলের কিছু খেলা দেখে বিশ্লেষণ করেছি আমরা। বেশ কয়েকজন ভালো খেলোয়াড় আছে। আমার মনে হয় না গ্রুপে চারটি দলের মধ্যে খুব বেশি ফারাক আছে।' ইরাকের হয়ে বিশ্বকাপে খেলা দুই ফুটবলারকে নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ খেলতে এসেছে আল শোর্তা। এরমধ্যে দলের গোলকিপারও রয়েছে। এছাড়া তাদের এক ফুটবলার অতীতে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে কলকাতায় খেলে গিয়েছেন। তাঁর অভিজ্ঞতাও ইরাকের ক্লাবটির জন্য বড় সম্বল।

উলটোদিকে এসিএল টু-এ প্রথম হোম ম্যাচের আগে বেশ সাবধানী ইস্টবেঙ্গল। সম্ভাবত পাঁচ ডিফেন্ডারে দল সাজাবেন হাবাস। একইসঙ্গে মাঝমাঠ মজবুত রেখে খেলার পরিকল্পনা রয়েছে। আক্রমণে দুই প্রান্তকে হাতিয়ার করতে চাইছেন স্প্যানিশ কোচ। যদিও আল শোর্তা প্রথম একাদশ নিয়ে ধোঁয়াশা জিইয়ে রেখেছেন। তারমধ্যেও যতটুকু বোঝা গিয়েছে তিন সেন্টার ব্যাক হতে পারেন আনোয়ার আলি, দিয়েগো জিভুলিচ ও লালচুনুঙ্গা। দুই সাইডব্যাক জয় গুপ্তা ও হার্দিক ভাট। মাঝমাঠে মহম্মদ বসিম রশিদ ও ড্যানি র‍্যামিরেজ। দুই প্রান্তে খেলতে পারেন এডমুন্ড লালরিনডিকা ও লুকাস জেলোনস্কি। সামনে ডেভিড লালহালানসাঙ্গাকে খেলানোর জোড়াল সম্ভাবনা রয়েছে। মাঠে নামার আগে হাবাস জানালেন, আল হুসেইন ম্যাচ থেকে প্রাপ্ত আত্মবিশ্বাসই এই ম্যাচে তাঁর মূলধন। স্প্যানিশ কোচের কথায়, 'অনেকেই বলছে আমরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি। তবে আমাদের দল সবসময় কঠিন পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে জানে। আল হুসেইন ম্যাচে যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলেছিলাম আমরা এই ম্যাচেও তার কোনও পরিবর্তন হবে না।' এখন দেখার হাবাসের এই বার্তা আনোয়ার, রশিদদের খেলায় কতটা প্রতিফলিত হয়। যদি সত্যিই আল শোর্তা ম্যাচে ভালো ফল করতে পারে ইস্টবেঙ্গল তবে গ্রুপ পর্ব অতিক্রম করার পথে একটা বড় হার্ডল পার হয়ে যাবে তারা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম আল শোর্তা এফসি
সময় : সন্ধ্যা ৭.১৫ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, কলকাতা
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

ব্রাজিল ম্যাচের অভিজ্ঞতা সম্বল জয়ের

তিন পয়েন্ট নিয়ে কলকাতা ছাড়তে চান বাসির

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১২ অক্টোবর : সালটা ২০১৭। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ খেলতে কলকাতায় এসেছিলেন ইরাকের বাসিম সাকির। সেই স্মৃতি আজও অমলিন ইরাকি ফুটবলারের কাছে।

ঠিক ৯ বছর ফের কলকাতায় এসেছেন বাসিম সাকির। সেদিনের যুব ফুটবলার আজ আল শোর্তার অন্যতম ভরসা। একইসঙ্গে লাল-হলুদ শিবিরের অন্যতম চিন্তার কারণ।

অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের সময় বাসির কলকাতায় ফুটবলের উন্মাদনা দেখেছিলেন। সেই সুখস্মৃতির কথাই বারবার উঠে এল ইরাকি ফুটবলারের মুখে। বাসিরের কথায়, '২০১৭ সালে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ খেলতে কলকাতায় এসেছিলাম। এই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তিনটি ম্যাচ খেলেছিলাম। ফলে এখানকার পরিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফের কলকাতায় আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে।'

এদিকে, ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডার জয় গুপ্তার ভরসা ব্রাজিল ম্যাচের অভিজ্ঞতা। গত বছর দুর্গাপুজোর সময়ে লাল-হলুদে সই করেছিলেন এই ডিফেন্ডার। এই বছর আল শোর্তাকে হারাতে মা দুর্গার আশীর্বাদ চাইলেন জয়। এদিন তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলে গেলেন, 'গত বছর দুর্গাপুজোর সময় ইস্টবেঙ্গলে সই করেছিলাম। লাল-হলুদ জার্সিতে প্রথম গোল এই যুবভারতীতে। এবারও তার পুনরাবৃত্তি চাই। মা দুর্গার আশীর্বাদ নিয়ে এই ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট অর্জন করতে চাই।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ব্রাজিল, পানামার মতো দলের বিরুদ্ধে খেলে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। এই ধরনের ম্যাচ থেকে স্নায়ুর চাপ কীভাবে সামলাতে হয় সেটা শিখেছি। এই অভিজ্ঞতা আমার কাজে লাগবে।'

> গত বছর দুর্গাপুজোর সময় ইস্টবেঙ্গলে সই করেছিলাম। লাল-হলুদ জার্সিতে প্রথম গোল এই যুবভারতীতে। এবারও তার পুনরাবৃত্তি চাই। মা দুর্গার আশীর্বাদ নিয়ে এই ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট অর্জন করতে চাই।
> **-জয় গুপ্তা**

দিয়েগো জিভুলিচকে দায়িত্ব বোঝাচ্ছেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস।

গত ৮ ম্যাচে অপরাজিত আল শোর্তা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপপর্বের প্রথম ম্যাচে জয়। ইরাকের দলটি রয়েছে বেশ খোশমেজাজে। সোমবার শেষ দফার মহড়াতে হালকা অনুশীলন। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে বেশ আত্মবিশ্বাসী লাগল ইরাকের দলটাকে। বাসির নিজেও বলে গেলেন, 'আমাদের দলের সবাই তৈরি। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে নিজেদের সেরাটা দিতে হবে। এখান থেকে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে চাই।'

আল শোর্তা যেমন খোশমেজাজে তেমন লাল-হলুদ শিবিরে টেনশনের চোরাস্রোত। দলের দুই স্ট্রাইকার আকে আর্নাউদ লোবা ও লুকাস জোলিনস্কি এখনও সেভাবে পরীক্ষিত নন। গোলের জন্য এডমুন্ড লালরিনডিকা-ডেভিড লালহালানসাঙ্গা ভরসা। রক্ষণের অবস্থা কঙ্কালসার। তবে ডিফেন্সের স্তম্ভ আনোয়ার আলি দলে ফিরছেন। তবে জয় গুপ্তা কিন্তু আশাবাদী। তিনি বলেছেন, 'একটা ভালো দল জানে কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয়। আল শোর্তা গ্রুপের প্রথম ম্যাচ জিতেছে। আল হুসেইন ম্যাচে যে আত্মবিশ্বাস পেয়েছিলাম সেটা এবার কাজে লাগবে। আশা করছি আমরা ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ব।'

ছবি : ডি মণ্ডল

পাঁচ দশক ধরে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক মিলন

সংবর্ধনা লাল-হলুদ শিবিরের

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ও শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের তরফে সোমবার মিলন ঘোষকে সংবর্ধনা দেওয়া হল।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : প্রায় ৫০ বছর ধরে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক মিলন ঘোষ। ৭৭ বছরের মিলন দীর্ঘ অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করে সোমবার নিজের সংহতি মোড়ের বাড়িতে ফিরেছেন। এদিনই তাঁর বাড়িতে গিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ও শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা মিলনকে সংবর্ধিত করেছেন। আপ্লুত মিলন তারপরই বলেছেন, 'পল্টুদা-র (দাস) সময় থেকে আমি ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক। স্টেডিয়ামে বসে ক্লাবের অনেক স্মরণীয় জয়ের সাক্ষী থেকেছি। দেখেছি, আইএফএ শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগানকে ৫ গোল দিতে। এখন বয়সের কারণে মাঠে গিয়ে খেলা দেখতে না পারলেও টিভিতে ইস্টবেঙ্গলের খেলায় নজর রাখি।'

তাঁকে উৎসাহিত করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সদস্য অনুপ বসু বলেছেন, 'সদস্য-সমর্থকদের সঙ্গে সবসময় ইস্টবেঙ্গল পাশে থাকে। সেই কথা আজ তাঁকে জানিয়ে এসেছি। আমরা ক্লাবের ম্যাচে আবার তাঁকে স্টেডিয়ামে চাই, তারই শুভেচ্ছা স্মারক হিসেবে মিলনদা-র হাতে কৃশানু দে-র ছবি সংবলিত টি পট (চায়ের পাত্র) তুলে দিয়েছি। শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের তরফে তাঁকে উত্তরীয়, ফুলের তোড়া তুলে দেওয়া হয়েছে।'

স্বরূপ সেন, শংকর সরকার, বাবু সান্যালদের সঙ্গী করে ফ্যান ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ রবিন মজুমদার বলেছেন, 'পল্টু দাস-জীবন চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন মিলনদা। শিলিগুড়িতে ইস্টবেঙ্গল এলে ভালো-মন্দের খেয়াল রাখতে গিয়ে এই সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। জিটিএসসি-র ফুটবল সচিব, সভাপতি হিসেবেও তিনি শিলিগুড়ির ফুটবলে অবদান রেখেছেন।'

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে নয়ন রায় ও প্রাঞ্জল সিংহ।

জিতল ইউনাইটেড, বিবেকানন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর : ঋতম ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ঋতম চ্যালেঞ্জার্স কাপ অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের ক্রিকেটে সোমবার ইউনাইটেড ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১০১ রানে ঘোষপুকুর ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন মাঠে টসে জিতে ইউনাইটেড ৫ উইকেটে ১৫৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা প্রাঞ্জল সিংহের অবদান ৪৪ রান। জবাবে ঘোষপুকুর ১৬.৩ ওভারে ৫২ রানে গুটিয়ে যায়। মহম্মদ সাহিল ১৩ রান করে। পিন্টুকুমার সাহানি ৩ রানে নেয় ২ উইকেট।

অন্য ম্যাচে স্বামী বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৬ উইকেটে ডিএনএসসি এলিট একাদশের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে ডিএনএসসি ৪৯ রানে সব উইকেট হারায়। নিখিল ১৪ ও নীর সিং ১১ রান করে। মহম্মদ রহমান ১৮ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে ম্যাচের সেরা নয়ন রায়ও (১৫/২)। জবাবে বিবেকানন্দ ৯.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৫১ রান তুলে নেয়। পাপন পাল ২৬ রান করে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা দীপক দাস - কে

23.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 85A 26205 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে এক কোটি টাকার পুরস্কার জিতেছি। এটি সত্যিই আমার জীবনের একটি স্বপ্ন যা সত্যি হয়েছে। এই উপলক্ষে আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।